বিজ্ঞাপন।

বঙ্গেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন-বৃত্তান্ত " বঙ্গের বীরপুত্র নামে প্রকাশিত হইল। বাস্তবিক বঙ্গে যতগুলি বীরপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সর্ব্বপ্রধান। তিনি বঙ্গের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবার মানসে দুর্দ্দান্তপ্রতাপ যবন-সম্রাটের বিরুদ্ধে সাহস পূর্ব্বক অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন ও অসীম বীরত্ব সহকারে সম্রাটের সৈন্যগণকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়া অবশেষে ঘোর সমরানলে জীবন আহুতি দিয়াছিলেন।

কেহ কেহ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং এ বিষয়ে আমার হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কিছু দিন অতীত হইল মহারাজ বসন্তরায়ের প্রধান মন্ত্রী মৃত মহাত্মা রামরূপবসু প্রণীত একখানি হস্তলিখিত অতি পুরাতন গ্রন্থ আমার হস্তগত হয়। উহাতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক নূতন বিষয় আছে দেখিয়া আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন, তাহাতেই আমি এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। ক্ষোভের বিষয় এই যে প্রথম খণ্ডের লেখা শেষ হইলে সন ১২৯১ সালের ২৭শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার বেলা আড়াই প্রহরের সময় আমার মাতা ঠাকুরাণী পরলোক গমন করেন। সেই দিবস নানা গোলযোগে উল্লিখিত পুথিখানি আমার হস্ত ভ্রষ্ট হয়। তবে পুথিখানি প্রাপ্ত হইয়াই যে দুই তিন বার মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছিলাম তাহাতেই তল্লিখিত ঘটনাবলি আমার স্মৃতিপথে বর্ত্তমান রহিয়াছে সুতরাং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে বিশেষ অসুবিধা না হইবারই সম্ভব। যদি প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া পাঠক-

বর্গের কথঞ্চিৎ পরিতোষ ও আগ্রহ জন্মে তবে দ্বিতীয় খণ্ড সত্বর তাঁহাদিগকে উপহার দিব।

বঙ্গের বীরপুত্র প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিয়া বহরমপুর কলেজের শিক্ষক "মানব প্রকৃতি" প্রণেতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ মহোদয়কে দেখিতে দিয়াছিলাম পুস্তকখানি দেখিয়া তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল—"I have read every line of it with the greatest pleasure and I say it is one of the best works I have ever come across."

উপসংহারে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমার পরম শুভানুধ্যায়ী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহোদয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন।

টাকী—বেওকাটী
২৭শে বৈশাখ ১২৯১। } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বঙ্গের বীরপুত্র।

প্রথম সর্গ।

গৃহ্লাতি সাধুরপরস্য গুণান্ ন দোষান্।
দোষান্বিতো গুণগণান্ পরিহায় দোষান্॥

অচিন্ত্য তোমার রূপ চিন্ময়-নন্দিনী
কল্পনে; সুকবি মনো-সরোজ-বাসিনী ;
অমর-লাবণ্যবতী,
অচল-যৌবনা সতী,
সরলা সুশীলা লীলাবতী বিনোদিনী,
জেনেছি তুমিই মনো-মোহিনী কামিনী।

২

মধুর তোমার হাসি, মধুর বচন,
মধুর তোমার বেশ, মধুর যৌবন,
মধুর তোমার রূপ,
মধুময় প্রেম-কূপ,
মধুরতাময় তব সরলতা ধন,
মধুর প্রণয়ে মুগ্ধ মধুপ সুজন॥

৩

আবার ভাবিয়া দেখে হইনু বিস্ময়,
নাহিক তোমার অঙ্গে রূপ সুধাময়,
তবে কোন গুণ বলে,
মন সহ কুতূহলে,
রস রঙ্গে ভাস, কিবা অপূর্ব্ব প্রণয়!
অনন্তে অনন্তে মিল, বুঝেছি নিশ্চয়॥

৪

অপূর্ব্ব প্রণয়-ডোরে বাঁধিয়াছে মনে,
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা, জীবন জীবনে।
হরপার্ব্বতীর মত,
এক অঙ্গে পরিণত,
যেন গঙ্গাযমুনার একত্র মিলনে,
বহিছে একই স্রোত বিমল জীবনে।

৫

পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম অমূল্য রতন,
অকৃত্রিম ভালবাসা করা'তে দর্শন,—
তাই কি মনের সঙ্গে,
নিরন্তর রস রঙ্গে,
ভাসিছ মনের মিল করিয়া দুজন;
মন-বিনিময় হেন হেরিনি কখন।

৬

নাহিক তোমার কাল-বিচ্ছেদের ভয়,
পতিপত্নী একপ্রাণ একই হৃদয় ;
পাদপ-পতির অঙ্গে,
লতিকা-কামিনী রঙ্গে,
গাঢ় আলিঙ্গনে যথা অবিচ্ছিন্ন রয়,
ততোধিক মনোহর তোমার প্রণয়।

৭

মূর্ত্তিমতী সরলতা রমণী-রতন !
কটাক্ষে করিলে আহা ওরূপ দর্শন,
অমনি নাচিয়া রঙ্গে,
মন ধায় তব সঙ্গে,
আকাশে পাতালে কর যথায় ভ্রমণ ;
অমনি জাগিয়া উঠে নিদ্রিত স্বপন।

৮

কবিতা-কাননে সতি ! তুমি অধীশ্বরী,
মুহূর্ত্তে নূতন সৃষ্টি তোমার সুন্দরি !
লতা গুল্ম বৃক্ষচয়,
তব গুণে কথা কয়,
বানরে সঙ্গীত গায় বাজায় বাঁশরী ;
প্রাচীনা যুবতী হয় ; কুরূপা—সুন্দরী।

৯

অমৃত অক্ষরে গড়ি অঙ্গ কবিতার,
প্রকাশ করিলে সতি ! শকতি তোমার,
ভাব, গুণ, রস দিয়া,
ছন্দোবন্ধে বিরচিয়া,
গাইলে ললিত স্বরে সঙ্গীত সুধার ;
মোহিলে প্রেমিক মন—মোহিলে সংসার।

১০

তোমার হৃদয়-খনি মণির ভবন।
কি ছার হীরক মুক্তা, রজত কাঞ্চন !
তব রূপ মনোলোভা,
কাহার এমন শোভা,
গলিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের বরণ,
হেরিলে ঝলসে আঁখি বিজলী যেমন।

১১

প্রকৃতির সনে তব কত যে প্রণয়,
বর্ণিতে সুকবি-কুল পায় পরাজয় ;
কত মত রস রঙ্গে,
সাজাও প্রকৃতি-অঙ্গে,
থরে থরে দিয়া ভূষা নব কিশলয় ;
প্রকৃতির প্রেমরূপ শোভার নিলয়।

১২

বুঝেছি প্রকৃতি, সতি ! সঙ্গিনী তোমার,
সস্নেহে পরাও তাই এত অলঙ্কার ;
যতনে তুলিয়া ফুল,
রতির কাণের দুল,
পরাও সুচারু কণ্ঠে সুকোমল হার ;
কত সুললিত আহা লহরী তাহার।

১৩

রত্ন-হেম অলঙ্কার চেননা কেমন
স্বভাব-সুলভ চারু পুষ্প আভরণ ;
কিবা দিগম্বরী শাটী,
কটিতে পরহ আঁটী,
বেল, বুটী, ত্রিলহরী করনা দর্শন।
বারাণসী, নীলাম্বরী কিছার বসন ॥

১৪

তোমার প্রণয়ে সতি ! মজেছে যে জন,
সে জানে তোমার রূপ-মাধুরী কেমন,
কেমনেতে ধীরে ধীরে,
প্রণয়-বারিধি-নীরে,
মগন করিয়া কর চিত্ত প্রসাদন ;
সন্তোষ-দায়িনী তুমি মনের জীবন।

১৫

সুন্দর গগনাঙ্গনে, যথা তারাদল—
ঘেরিয়া বসেছে চারু শশাঙ্ক বিমল ;
হীরক ভ্রমেতে তুমি,
হইয়া লাবণ্য ভূমি,
নিশিতে তথায় গিয়া করিয়া কৌশল ;-
বলহ হীরক নয় কুসুম সকল ॥

১৬

বৃন্দারক-বৃন্দ মাঝে বসে সুরপতি
বৈজয়ন্ত ধামে ; তথা উতরিয়া সতি !
তুলি পারিজাত ফুল,
পরি মনোহর দুল,
সবলে বাসব-বামে বসিলে যুবতি !
দেখে চমকিতা শচী ব্যাকুলিত-মতি।

১৭

না জানি ধরহ কত অসীম শকতি,
নহ পরাজিতা কভু কিছুতে যুবতি !
দারুণ হিমানী-দেশে,
কিবা মনোহর বেশে,
করহ বিকাশ-পূর্ণ পদ্ম রসবতি !
বিতরিয়া নিরমল মনোহর জ্যোতিঃ !

১৮

সমর-সমাজ বেগে করিয়া গমন,
রক্তিমা নয়ন দুটি ঘুরাও কেমন ;
অসংখ্য সেনানী সঙ্গে,
যুঝ কিবা নানা রঙ্গে,
অপূর্ব্ব কৌশল-বলে জিন ঘোর রণ ;
বীরাঙ্গনা তুমি সতি ! বিদিত ভুবন।

১৯

তোমার গুণেতে লোক নয়ন মেলিয়া,
সচেতনে স্বপ্ন দেখে মোহিত হইয়া ;
স্বর্ণ সিংহাসন'পরে,
দরিদ্র বিরাজ করে,
ভ্রমে ভূপ দ্বারে দ্বারে 'হা অন্ন' করিয়া ;
দেখাও কেমন স্বপ্ন সংজ্ঞা হরে নিয়া।

২০

দেখি তব রূপ গুণ অনন্ত অপার,
রসিক কবির মনে লাগে চমৎকার ;
তুচ্ছ করি কমলায়,
তাই তব পিছে ধায়,
দিতে সুবিমল সুখ-নীরেতে সাঁতার ;
উঠিতে কীর্ত্তির মঠে পরি যশোহার।

২১

অনন্ত তোমার গতি অনন্ত শকতি,
অনন্ত তোমার বেশ অনন্ত মূরতি ;
অনন্ত মনের সহ,
বাস কর অহরহ,
অনন্ত তোমার লীলা অন্তরীক্ষ-গতি ;
পার কি মিশাতে বঙ্গ অনন্তে যুবতি ?

২২

না জানি কল্পনে ! কেন পূর্ব্ব বীরগণ—
হারাল জীবন সত্ত্বে স্বাধীনতা ধন !
কেন বা জীবন পণে,
না রাখিল হেন ধনে,
নির্ব্বংশ হ'ল না কেন করি ঘোর রণ ?
কি বলে পরিল গলে দাসত্ব-বন্ধন ?

২৩

নিয়োজিল জন্ম-ভূমি পরের সেবায় ?
জননী পরের করে দেয় কে কোথায় ?
ছিল না কি মন প্রাণ,
মান অপমান জ্ঞান,
ছিলনা কি একবিন্দু রুধির শিরায় ?
ভারত-বিলাপে আজ বুক ফেটে যায় !

২৪

ছিল না তখন কিরে সেই আর্য্যজাতি,
প্রকাশিল যেই তেজ তপনের ভাতি ?
এখন (ও) ধরণী-তলে,
যাহার মহিমা জ্বলে,
যাহার বীরত্ব ব[illegible]কাঁপিত অরাতি ;
না ছিল কি কেহ সেই বংশে দিতে বাতি ?

২৫

সভ্যতা, সমর-বিদ্যা, সমাজ-বন্ধনে,
ছিল যেই জাতি শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-নিকেতনে,
সাহস সুহৃদ যার,
একতা গলার হার,
না ছিল কি সেই জাতি জীবিত জীবনে ?
ভারতেরে অধীনতা গ্রাসিল যখনে !

২৬

ছিলনা কি ভারতের ভেরী বিমোহিত ?
দামামা দুন্দুভি শঙ্খ হ'ত না ধ্বনিত ?
যাহাতে জড়ের প্রাণে,
মহাদেব শক্তিদানে,
শোণিত সাহস প্রাণ করে সঞ্চারিত !
নিদ্রিত অবশ জনে করে সন্তাড়িত !!

২৭

নির্জ্জীব জড়ের মত বৈর নির্য্যাতন—
সয়েছে কি আর্য্যজাতি থাকিতে জীবন?
শিরায় শোণিত ধার,
না ছিল কি পরিষ্কার,
জাতীয়-গৌরব-[illegible] ?—বীরত্ব জীবন
সত্য কি নিঃশেষ হয়ে ছিল রে তখন?

২৮

বীর নাই?—ভারত যে বীরেন্দ্র ভবন,
রত্নাকরে রত্ন নাই এ আর কেমন!
ওজস্বিতা তেজস্বিতা,
বৈশ্বানর বিজড়িতা,
আর কোথা ছিল আর্য্য-তনয়ে যেমন?
বিরাট পুরুষ সম এক এক জন!

২৯

সাহসে উৎসাহে মাতি ধরি ধনুর্ব্বাণ,
সর্ব্বত্র উড়াল যারা বিজয় নিশান;
জগতে জাগাতে নাম,
পূর্ব্ব কীর্ত্তি গুণগ্রাম,
নাহি কি পুরুষ এক, জড়ের সমান?
নির্জ্জীব ভারত এবে ভয়াল শ্মশান!

৩০

পুরুষের কথা থাক্‌—রমণী মণ্ডলে,—
আছিল কতই রত্ন দেশের মঙ্গলে,
ধরিয়াছে ধনুর্ব্বাণ,
অকাতরে দেছে প্রাণ,
শত্রুর সম্মুখ রণে ;—কি পাপের ফলে,
অন্দর-বাসিনী তারা আজ ভূমণ্ডলে ?

৩১

স্বাধীনতা-প্রিয়া কত সমর-রঙ্গিণী
ধরিয়া সংহার বেশ চণ্ডী-স্বরূপিণী
দনুজদলনী প্রায়,
শত্রুদল দলে পায়,
ধনুর্গুণ তরে কেশ কত সুকেশিনী
দিয়াছে, বীরেন্দ্র বালা চিতোরবাসিনী।

৩২

ভাসিছে বিস্মৃতি-নীরে ভারত এখন,
ভুলিয়াছে ইতিহাস আত্ম-বিবরণ ;
মেরাথান, থর্ম্মাপলি,
জানে মাত্র যুদ্ধস্থলী,
বীরেন্দ্র সমাজে পূজ্য জানে বা ক'জন
চিলিনালা, হল্‌দিঘাট কীর্ত্তিনিকেতন ?

৩৩

কেবা জয়মল্ল, পুত্ত, বীরেন্দ্র ভূষণ ?
নারীকুলে দুর্গাবতী উজ্জ্বল কেমন ?
কর্ম্মদেবী কর্ণবতী,
বীরাঙ্গনা বীর্য্যবতী,
চিতোরের বীর্য্যাগ্নির স্ফুলিঙ্গ কেমন ?
আত্ম-ত্যাগে অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত রতন !

৩৪

হা কাল ! তোমার নিত্য নব পরিচয় !
কার ভাগ্যে কি ঘটাও কে জানে নিশ্চয় !
ত্রিদিবে দানব বাস,
কমলার উপবাস,
ধর্ম্মের লাঞ্ছনা ; নিত্য অধর্ম্মের জয় ;
ফণীন্দ্র ভেকের ভয়ে বিকল-হৃদয়।

৩৫

আঁধারে ব্রিটন ছিল লুকায়ে যথন,
কে জানিত হবে কালে গৌরব এমন ?
আর্য্যবীর-কুলচয়,
যে করিল পরাজয়,
মোগল পাঠান পদে দলিত এখন ;
জাতীয় উদয় অস্ত কালেতে কেমন !

৩৬

ভারতে যবন জ্বেলেছিল যে অনল,
কালে নির্ব্বাপিত কিংবা হইবে প্রবল ;
কে জানিত পূর্ব্বে তাহা,
হয়ত সমূলে আহা,
অনন্তে লুকাত হিন্দু নাম ;—শান্তিজল
যদি না ঢালিত বেগে ব্রিটনীয় দল ॥

৩৭

স্বাধীনতা কি পদার্থ—কি সুখ রতন,
কালে কি ভারত-বাসী বুঝিবে কখন ?
ধনুকের ছিলা তরে
দিবে কেশ অকাতরে
স্পার্টা রমণীর মত—হায় এ স্বপন !
আর কি সে বিলাসিনী সুকেশিনীগণ ?

৩৮

হবে কি ভারতে আর শক্তি-আরাধনা ?
করিবে কি কভু আর সে ঘট স্থাপনা ?
আলস্য অনৈক্য মেষ,
বলিতে করিবে শেষ,
হৃদয় হোমের কুণ্ডে ; বৃথা এ কামনা !
ঢালিবে উৎসাহ হবি পূরাতে বাসনা !

৩৯

জননীর হাহাকারে আর কি এখন,
নিষ্ঠুর ভারতবাসী করেরে রোদন ?
বিগলিত নেত্রাসার,
আর কি মুছাবে মার,
আর কি ভক্তির ফুলে করিবে অর্চ্চন ?
দাসত্ব-জীবন-প্রিয় ভারতীয়গণ !

৪০

আর কি কখন ভারতের নেত্র জল
ঘুচিবে ?—হইবে মন প্রফুল্ল শীতল ?
আর কি বিজয় তূরী,
বীররসে তান পূরি,
উৎসাহ অমৃতে মন মজায়ে কেবল—
একতানে গাবে গান ভারতীয়দল ?

৪১

ম্যাটসিনী ও' গারিবল্ডী গেয়েছে যেমন,
ইতালী অস্ত্রিয়া করে মুমূর্ষ যখন ;
একতানে একমনে,
উচ্চরবে প্রাণপণে,
সহানুভূতিরে দিয়া প্রেম-আলিঙ্গন ;
মৃত্যু-সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়িল কেমন,

৪২

স্থাপিতে আপন কীর্ত্তি পুনঃ বসুধায়,
আঁকিতে উজ্জ্বল নাম অচল চূড়ায়;
জড়েরে করিতে দান,
সতেজ শোণিত প্রাণ,
বাজায়ে গম্ভীর ভেরী দেখাল সবায়,
এ জগতে কিবা নাহি হয় প্রতিজ্ঞায়!

৪৩

কল্পনে! কোথায় গেলে দেহ দরশন,
তুমি যে মুমূর্ষু প্রাণ জীবনের ধন;
গম্ভীর মূরতি ধরি,
উজ্জ্বল ভূষণ পরি,
ত্বরায় প্রদীপ্ত কর হৃদি-সিংহাসন;
নতুবা দুর্ব্বহ গুরু এ পাপ জীবন।

৪৪

যে জ্বলিছে দিবানিশি দারিদ্র্য-অনলে,
অথবা ভাসিছে শোক-সাগরের জলে;
সে কি কভু ভাবে আর,
পাবে কূল সুধাগার,
দরিদ্রের আশা পূর্ণ হয় কি ভূতলে?
দরিদ্রের সর্ব্ব শূন্য সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে!

৪৫

দাসত্ব কামনা করে নর-উপাসনা
করিতে পারি না ; তাই মনের বাসনা
বাঙ্গালী-জীবন-রবি
হ'ক কোকনদ ছবি
চির অস্তাচলে গিয়া—ঘুচুক বেদনা,
জুড়া'ক জন্মের মত হৃদয়-যন্ত্রণা।

৪৬

সত্য কি কল্পনে! বঙ্গ চির-পরাধীন ?
হয় নাই কখন(ও) কি দিনেক স্বাধীন ?
কভু কি বিজয়ডঙ্কা
বাজায় নি করে শঙ্কা
চিরকাল বাঙ্গালী কি শৌর্য্যবীর্য্য-হীন ?
ধনে মানে তাহারা কি দীন চিরদিন ?

৪৭

বঙ্গের কামিনী কি গো নহে বীরাঙ্গনা ?
হয় নাই বীরমাতা ? কভু কি বাসনা
করে নাই পরি'বারে,
স্বাধীনতা অলঙ্কারে ?
হইতে রাজার মাতা কভু কি কামনা
করে নাই ? সহিছে কি কেবল যাতনা ?

৪৮

বিরহি-বিলাপ বঙ্গ কবি সমুদায়
গাইছে কি সদা ভুলি স্বাধীন চিন্তায় ?
কেবল বাজায় বীণা,
ঢোলক তা ধিনা ধিনা
যাতে তেজ বীর্য্য লুপ্ত—নিদ্রা নিদ্রা যায় ;
শুধু কি কাননে শ্যাম রাধিকা নাচায় ?

৪৯

ভারতের প্রিয়কন্যা বাঙ্গলা সুন্দরী
বিলাসে বিহ্বলা—চারু বেশ ভূষা পরি,
সত্য কি নর্ত্তকীপ্রায়,
সেজে থাকে সদা হায়,
বিনায়ে চিকণ বেণী বাঁধিয়া কবরী ;
কে নিল স্বাধীন চারু মনোবৃত্তি হরি ॥

৫০

বাঙ্গালি কি পুরুষত্ব-প্রাণ-হীন নর ?
রাখিতে আপনা তারা সত্য কি কাতর ?
বীর হয়ে বাহু বলে,
লয়ে অসি করতলে,
ফিরাতে অদৃষ্ট গতি কারো কি অন্তর
ফেরে নাই ?—কেবল কি দাসত্বে তৎপর ?

৫১

কল্পনে! আমার সহ না করে ছলনা,
পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি বারেক বলনা!
আঁক আজ হৃদিপটে,
সেই চিত্র অকপটে,
ঘুচিবে যে চিত্র হেরি মরম বেদনা;
অথবা উঠিবে জ্বলে নির্ব্বাণ-যন্ত্রণা।

৫২

চল যাই বঙ্গ উপসাগরের কূলে,
নির্জ্জনে প্রকৃতি যথা সাজে বনফুলে;
নিবিড় বনের শোভা
আহা! অতি মনোলোভা,
দরশনে মনোতুঃখ সব যা'ব ভুলে;
উঠিবে স্বাধীন সুখ-সাগর উথুলে।

৫৩

দেখিব নয়নে সুবিমল নীলাম্বর!
অনন্তা করিয়া শেষ অনন্ত সাগর,
সঙ্গম করিছে দূরে,
আনন্দে অনন্ত সুরে,
সলিল উপরে নভঃ শায়িত সুন্দর;—
দেখি পরমার্থে ধায় পবিত্র অন্তর।

৫৪

তোমার পবিত্র রূপে মজিয়াছে মন;—
না মজে বা কার করি ও রূপ দর্শন।
উদিত অমল ইন্দু,
উথলে সখের সিন্ধু,
বিলম্ব না সহে কর রথ আয়োজন।
করিগে দুজনে সুখে জগত ভ্রমণ।

৫৫

তোমার সহিত সতি বসি একাসনে,
আঁকিব বিচিত্র চিত্র এ চিত্তভবনে;
যাইব বিমান পথে,
উঠি মনোহর রথে,
অতীত বিষয় সব দেখিতে নয়নে;
ভবিষ্যৎ গর্ভে কিবা রয়েছে গোপনে।

৫৬

উপযুক্ত নহি বটে বসি তব সনে,
একাসনে;—যে আসন পুণ্যাত্মা রতনে
করেন অপূর্ব্ব শোভা,
নিরমল মনোলোভা,
খচিত রতন কত প্রত্যেক চরণে;
প্রতিপদ প্রক্ষালিত সুধা-বরিষণে।

৫৭

মহৎ-আশ্রয় তবে কোন্ প্রয়োজন,
যদি না অধম পায় বাঞ্ছিত রতন ;
যদি নাই সুরমাথে,
উঠে কীট পুষ্পসাথে,
হইত কি পুষ্পাশ্রয় বাঞ্ছিত এমন ?
কটাক্ষে করুণা-কণা কর বিতরণ।

৫৮

বলিব মনের কথা তোমায় বিরলে,
হৃদয় কবাট খুলি অতি কুতূহলে ;
মনানন্দে তব সঙ্গে
বেড়াব রসের রঙ্গে
দেখিতে কীর্ত্তির বাতি কোথায় কি জ্বলে !
বাঙ্গালীর কীর্ত্তিজ্যোতিঃ নাহি কি ভূতলে ?

৫৯

বিলম্ব কেনগো রথ চালাও ত্বরায়,
পরিয়া উজ্জ্বল বাস অপূর্ব্ব শোভায় ;
হাসাও আমার মন,
হাসাও জগত জন,
অম্বুধি অচল বন হাসাও সবায় ;
প্রদীপ্ত করহ চিত্ত দামিনী-ছটায়।

৬০

এই যে নিবিড় বন চৌদিক ঘেরিয়া;
অনন্ত পাদপশ্রেণী আছে দাঁড়াইয়া ;
দীর্ঘশাখা প্রসারিয়া,
ভানুকর আবরিয়া
শ্যামল পল্লবময় চন্দ্রাতপ দিয়া ;
প্রকৃতি গম্ভীর ভাবে রয়েছে সাজিয়া।

৬১

নিবিড় বিপিনে যেন মেদিনী ঘুমায়,
মনোহর সুকোমল শ্যাম গালিচায় ;
ঘুমায় বিজন বন,
অচেতন বৃক্ষগণ,
বাড়াইতে ঘুম যেন সুমধুর গায়,
আনন্দে বসিয়া পাখী আপন কুলায়।

৬২

জলস্থল গিরিগুহা গহন কানন,
যেদিকে নয়ন দুটি ফিরাই যথন ;
দেখি লতা গুল্মবন,
বনপুষ্প অগণন,
মেলিয়া কানন—যেন সহস্রলোচন—
প্রকৃতির বিচিত্রতা করিছে দর্শন।

৬৩

একান্ত মনের সুখে মজাইয়া মন,
বিজন বিপিনে ভ্রমে কুরঙ্গিণীগণ ;
আনন্দে কুরঙ্গ সঙ্গে,
মাতিয়া রসের রঙ্গে,
অলস অবশ অঙ্গে মুদিয়া নয়ন ;—
বৃক্ষশাখে কত পাখী ঘুমে অচেতন।

৬৪

একি দেখি কি আশ্চর্য্য ! বনের ভিতর
দিগন্ত ব্যাপিয়া ভগ্ন প্রাচীন নগর,
নাহিক শোভার লেশ,
ধরেছে ভীষণ বেশ,
চৌদিকে দেদীপ্যমান বন ভয়ঙ্কর ;
গরজে শ্বাপদকুল কাঁপায়ে অন্তর।

৬৫

এই কি সে রোম ?—ভীম পদদম্ভে যার
কাঁপিত মেদিনী ব্যোম অম্বুধি কান্তার ;
একছত্র ধরাতলে,
কৈল যেই ভুজবলে,
সাহস উৎসাহে মাতি যাহার কুমার,—
সংসার বিজয়ী বীর-বংশ-অবতার।

৬৬

সমর-সাগরে ভাসি সঁপি' মনঃপ্রাণ
সর্ব্বত্র উড়াল যারা বিজয়-নিশান,
সুদৃঢ় সংকল্প করি,
সংহার মূরতি ধরি,
ধরিয়া দক্ষিণকরে শাণিত কৃপাণ
এই কি সে রোম আজ ভয়াল শ্মশান ?

৬৭

কিম্বা এ গিরীশ—জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার ?
সাগর-মেখলা কটি-মণ্ডিত যাহার ?
যার গর্ভে জন্ম লন
বৃহস্পতি সপ্তজন,
যশের ধ্বনিতে যার ধ্বনিত সংসার ;
শোভিত যাহার কণ্ঠে বীর-অলঙ্কার।

৬৮

রুদ্ররূপে ধ্রুবপদে নাচিয়া ধরায়,
সর্ব্বত্র বিজয়ধ্বজা কৌতুকে উড়ায় ;
প্রকাশিয়া ভুজবল,
সব কৈল পদতল,
উজ্জ্বল গিরীশ নাম অচল চূড়ায়
এই সে গিরীশ নাকি লুণ্ঠিত ধূলায় ?

৬৯

কল্পনে! কোথায় গেলে জান কি কারণ,
এ কার সুরম্যপুরী ঘেরেছে বিজন?
বলিতে হ'বে না আর,
চিনেছি এ পুরী কার,
এই সেই ধূমঘাট* রাজনিকেতন;
হেরিয়া কাঁদে রে প্রাণ মানেনা বারণ!

---

* যশোহরের কিয়দ্দূর দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্তরায়ের অনুমতি লইয়া এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। পুরী নির্ম্মাণ সম্পন্ন না হইতেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। বসন্তরায় যশোহরের বাটীতে থাকিতেন। প্রতাপাদিত্য নিজ-নির্ম্মিত ধূমঘাটের নূতন বাটীতে থাকিতেন। বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর যশোহর ও ধূমঘাট সম্মিলিত ও যশোহর নামে অভিহিত হয়। যশোহর নগর এক্ষণে সুন্দরবনের একাংশ; এমন নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে যে তথায় প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। অনেকে জেলা যশোর এই যশোহর মনে করেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যশোহর পূর্ব্বে যশোর ও তৎপরে ২৪ পঃ জেলার অধীন ছিল। এক্ষণে খুলনীয়ার অন্তর্গত, সপ্তক্ষীরা উপবিভাগের দক্ষিণ। যশোহর যশোহরেশ্বরীপুর নামে প্রসিদ্ধ। জেলা যশোহরের প্রকৃত নাম "কশবা"।

৭০

হায়রে ! অলকাসম ছিল যেই পুরী,
শোভিত যাহার অঙ্গে ভূষা ভূরি ভূরি ;
বিজয়-নিশান যার,
উড়ে সদা অনিবার
নিয়ত বাজিত যথা রণজয় তূরী ;
হায়রে কালেতে আজ সব করে চুরি ।

৭১

কালান্ত যবন নাম শুনিলে যাহার,
কাঁপিত ভূকম্পে যেন ;—যে করে প্রচার
অসামান্য সহিষ্ণুতা,
ধৈর্য্য, বীর্য্য, তেজস্বিতা,
স্বজাতি-প্রিয়তা সহ-অনুভূতি আর ;
ধরাতলশায়ী আজ সে রাজ-আগার ॥

৭২

ফিরাতে অদৃষ্ট-গতি কৃপাণের ঘায়,
উড়াতে বিজয়ধ্বজা পুনঃ বসুধায় ;
জগতে জাগাতে নাম,
আর্য্য-পুত্র-গুণগ্রাম,
যে ধরিল করে অসি দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ।
এই সে রাজেন্দ্র-পুরী লুণ্ঠিত ধূলায় ।

৭৩

লুণ্ঠিত ধুলায় মণি মুকুট তাঁহার,
নির্দ্দীপ সে পুরী ঘোর ভয়াল আঁধার;
সুধাংশু ভাস্কর ভাতি,
নিবেছে সুখের বাতি,
নিবেছে সে রত্ন-জ্যোতিঃ,—জ্বলিবে না আর;
হায়রে সে পুরী আজ ঘোর অন্ধকার!

৭৪

বঙ্গজ কায়স্থ কুলতিলক রতন,
স্বাধীন বঙ্গের শেষ তেজস্বী রাজন;
এখন (ও) ধরণীতলে,
যাহার মহিমা জ্বলে,
যাহার বীরত্ব বলে কেঁপেছে যবন।
কল্পনে! এ ধূমঘাট তাঁর নিকেতন॥

৭৫

প্রতাপ-আদিত্য নাম বিখ্যাত সংসার,
না ছিল কলিতে দাতা § যার সম আর;

---

§ সম্রাট্ ভারতবর্ষের রাজগণের দানশীলতাদির বিষয় জানিবার জন্য একদা রাজভাটকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন যে "এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তিন রাজা আছেন—স্বর্গে ইন্দ্র, পাতালে বাসুকি, এবং পৃথিবীস্থ ভূপতি সমূহের মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য। সকল রাজার নিকট আমার গমনাগমন আছে; অন্যান্য রাজার নিকট

বরপুত্র ভবানীর যাঁ,
প্রিয়তম পৃথিবীর,
বীররসে সুরসিক বীর-অবতার ;
স্ববলে শাসিল বঙ্গ উৎকল বেহার (১)

যেরূপ দান পাইয়াছি, রাজা প্রতাপাদিত্যের দান তদপেক্ষা বিংশতি গুণ অধিক। এক দিবস রাজা প্রতাপাদিত্য কল্পতরু হইয়া যে যাহা যাচ্ঞা করিয়াছিল তাহাকে তাহাই দিয়া পরিতোষ করিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার দানশক্তির পরীক্ষা জন্য তদীয় মহিষীকে প্রার্থনা করেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সালঙ্কৃতা মহিষীকে সেই ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করেন। ব্রাহ্মণ রাজার ঈদৃশ দানে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া এই দান গ্রহণে অস্বীকার করিলেন ; রাজাও রাজ্ঞীকে পুনর্গ্রহণ করিয়া দত্তাপহারী হইতে অসম্মত হইলেন। পরে ব্রাহ্মণের একান্ত অনুরোধে রাজ্ঞীর হিরণ্ময়ী মূর্ত্তি তাহাকে সমর্পণ করিয়া রাণীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন।

† প্রবাদ আছে যে রাজার বহির্দ্বাররক্ষক কমল খোজা নামক এক ব্যক্তি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করে যে মহারাজ! আমি দুই তিন দিবস দেখিতেছি নিশীথকালে সকলে নিদ্রিত হইলে রাজবাটীর কিয়দ্দূরস্থ ঐ জঙ্গলে প্রচণ্ড অনলের ন্যায় একটী আলোক উদিত হয়। প্রথম দিবস অনুমান করিলাম কোনও রাখাল বনে আগুন দিয়া থাকিবে তাহাতেই অনলশিখা দেখা যাইতেছে। পরদিন প্রত্যূষে ঐ স্থানে যাইয়া দেখিলাম—বন পূর্ব্ববৎই আছে। অদ্য তথায় এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছে। রাখাল বালকেরা মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া ঐ স্থানে যে ঢিবি আছে তাহার উপর পুষ্পময়ী কালীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ কেহ কর্ম্মকর্ত্তা, কেহ পুরোহিত, কেহ ছাগ হইয়া কালীপূজা করে। একজন একগাছা হোগলা

আনিয়া ছাগরূপী বালককে বলি দিবার উদ্দেশে তাহার গলদেশে ঐ হোগলারূপ খড়্গদ্বারা প্রহার করিবামাত্র সেই বালক দ্বিখণ্ড হইয়া পতিত হইল ;—দেখিয়া সকল বালক ভয়ে প্রস্থান করিল। তাহার পিতা আমাকে জানাইলে আমি তথায় যাইয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি ও সে শব এখনও রহিয়াছে। রাজা খোজার কথায় বিস্মিত হইয়া সভাস্থ সকলের সহিত তথায় যাইয়া দেখেন যে মৃত বালকের শরীরে কোনও বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই ; জীবিত শরীরের ন্যায় রহিয়াছে ; কেবল গলা কাটা মাত্র। পরে রাজা এক সিন্দুকে সেই শব রাখিয়া কল্য বিচার হইবে বলিয়া সকলকে বিদায় দিলেন এবং ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবার জন্য রাত্রিকালে খোজার নিকট অবস্থিতি করেন। নিশীথ সময়ে দেখিলেন যে একটী জ্যোতিঃ গগনমণ্ডল হইতে ঐ বনে অবতরণ করিল এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া প্রলয়ানলের ন্যায় হইয়া উঠিল। অতুল সাহসী রাজা খোজাকে সঙ্গে লইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপারের তথ্য নির্ণয়ার্থ সেই স্থানে অশ্বারোহণে গমন করেন। খোজা কিয়দ্দূর রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া ঐ তেজে অভিভূত হইয়া ঘোটক হইতে নিপতিত হইল। রাজা অগ্রগামী ছিলেন,—কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার ঘোটক আলোকপ্রভাবে হতচেতন হইয়া ভূতলে পড়িল। কিন্তু তিনি তথাপি নির্ভয়ে ঐ জ্যোতির্ম্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে তাহা ঐ বনের শূন্য স্থানে আছে ; তন্মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সন্দর্শন করিলেন যে সিংহাসনস্থ এক রমণীর শরীর হইতে ঐ জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনিও মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে পতিত হইয়া আকাশবাণী শুনিলেন—"প্রতাপাদিত্য ! আমি তোমার ইষ্টদেবতা, সুপ্রসন্না হইয়া বলিতেছি যে এই ঢিবি খননে যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহা এই স্থানে স্থাপিত করিবে, আমি তাহাতে অধিষ্ঠান করিব। স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার না করিলে ও আমাকে বিদায় না দিলে আমি তোমার

৭৮

তাঁর পিতা বিক্রম-আদিত্য নরবর *
পিতৃব্য বসন্তরায় গুণের সাগর
এখন (ও) বাঙ্গালা করে
যার পূজা সমাদরে,

রাজ্য পরিত্যাগ করিব না ; তোমার প্রজা রাখালবালক মরে নাই, সে সিন্দুক হইতে পলায়ন করিয়া তাহার মাতার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে।" অনন্তর রাজা সেই স্থান খনন করিলে এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি গলদেশ পর্য্যন্ত প্রকাশিতা হইল। রাজা ঐ মূর্ত্তির চতুর্দ্দিক বেষ্টিত এক মন্দির প্রস্তুত করেন। দেবী যশোহরেশ্বরী নামে খ্যাতা হইলেন এবং এই সময় হইতে যশোহর যশোহরেশ্বরীপুর নামে অভিহিত হইল। দেবী প্রথমে দক্ষিণমুখী ছিলেন, রাজার দুর্দ্দশার সময় পশ্চিমমুখী হন এবং এখনও সেই অবস্থায় আছেন। প্রতাপাদিত্য সন্ন্যাসীর নিকট যে কালী প্রাপ্ত হয়েন, তাহার নাম শিলাময়ী। কথিত আছে, মানসিংহ ঐ মূর্ত্তি লইয়া গিয়া জয়পুর পর্ব্বতে স্থাপিত করিয়াছিলেন ও অদ্যাপি তথায় তাঁহার পূজা হইয়া থাকে ; তথায় তিনি শিলাদেবী নামে অভিহিতা।

(১) প্রতাপাদিত্যের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহার রাজত্বকালে বাঙ্গালারাজ্য উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল।

রামচন্দ্র নামে একজন বঙ্গজ কায়স্থ প্রথমতঃ বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে বাস করিতেন। তৎপরে পাট মহাল পরগণায় যাইয়া তথাকার সরকার বংশীয়া এক কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করেন এবং নবাবের সপ্তগ্রামের কাছারিতে মুহুরিগিরি কর্ম্মে

যশোর সমাজ-সৃষ্টি † ভাবিয়া অন্তর,
স্মরিয়া সে গুণরাশি, সে দান সাগর।

৭৭

ভূমিদানে করেছিল যে কীর্ত্তি স্থাপন,
কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি শোভিছে এখন ;
ব্রহ্মোত্তর মহাত্রাণ,
করশূন্য ভূমিদান
বসন্তরায়ের মত কে করে এমন—
হয়েছে বঙ্গের রাজা যত যত জন ?

নিযুক্ত হন। ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ নামে ক্রমে তাঁহার তিনটি পুত্র সেই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিন জনেই ক্রমে বিদ্বান্ ও সুচতুর হইয়া উঠেন। কিছুকাল পরে রামচন্দ্র গৌড় রাজধানীতে গমন করিয়া তথাকার কাননগো দপ্তরের মুহুরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন ; তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ কাননগো দপ্তরের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলে ক্রমে তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। শিবানন্দ নিঃসন্তান ছিলেন। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি ও গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভকে নবাব দায়ুদ প্রধান অমাত্যপদ প্রদান করিবার সময় শ্রীহরিকে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও জানকী বল্লভকে রাজা বসন্তরায় উপাধি প্রদান করেন। তদবধি তাঁহারা ঐ নামেই খ্যাত।

† রাজা বসন্তরায় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অনুমতি লইয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপ ও অন্যান্য স্থান হইতে সদ্বংশজ কুলীন স্বশ্রেণীয় বঙ্গজ কায়স্থ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ এবং আত্মীয় কুটুম্বদিগকে আনয়ন করিয়া বিস্তর ভূমিবৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক যশোহরে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করান। সেই সময় অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও অন্যান্য মৌলিক

৭৮

কিশোর সময়াবধি ভাই দুই জন,
করিত দায়ুদ সহ বাস অনুক্ষণ ;
একান্ত হরিষান্তরে,
একত্র ভ্রমণ করে,
একত্র করিত খেলা, বিদ্যা উপার্জ্জন।
দায়ুদ নবাব বঙ্গে হইল যখন।

৭৯

প্রধান অমাত্য পদ প্রদানি দোঁহায়,
রেখেছিল সমাদরে আপন সভায় ;

কায়স্থ প্রভৃতিও ভূমিবৃত্তি পাইয়া সপরিবারে এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। সুতরাং অতি অল্পকাল মধ্যে যশোহর প্রদেশ লোকাকীর্ণ ও একটী বিশিষ্ট সমাজ হইয়া উঠে ; এরূপ সমাজ বঙ্গদেশে আর কখনও ছিল না। এই সমাজ 'যশোহর সমাজ' নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহা হালিসহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী ডেমরালী গ্রামে সমাজ মন্দির স্থাপিত হয় তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও বর্ত্তমান আছে। প্রতাপাদিত্যের সময় এই সভা নবরত্নের সভা বলিয়া বিখ্যাত হয়। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সমাজপতি ছিলেন; স্থানে স্থানে ইহার শাখাসমাজও প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজশাসন এরূপ ছিল যে কেহই সমাজবহির্ভূত কার্য্য করিতে সাহসী হইত না। সেই শাখা সমাজস্থ বিজ্ঞ লোকদিগকে সময়ে সময়ে রাজা যশোহরে আবাহন পূর্ব্বক রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ের আন্দোলন করিতেন। প্রতাপাদিত্যের সময় এই সমাজ বিশেষ উন্নতি লাভ করে। এক্ষণে সেই সমাজ নামে আছে মাত্র।

কালক্রমে বহু ধন,
উপার্জ্জিল দুইজন,
হইল বিভবশালী নবাব-কৃপায়।
কে জানে বা ভাগ্য, লক্ষ্মী কবে কোথা যায়!

৮০

দুর্ম্মতি দায়ুদ যবে মাতিলেক রণে,
দিল্লীর সম্রাট সহ ;—ভাই দুই জনে,—
রক্ষিবারে ধনমান,
খুঁজিল নিভৃত স্থান,
আপন কল্যাণ হেতু নিবিড় বিজনে ;
নির্ম্মাণ করিল এক পুরী সযতনে।

৮১

পূরিল গৌড়ের ধন § পুরীর ভিতর,
অস্তমিত গৌড়ের শোভা মনোহর,

§ বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় দায়ুদের অতি বিশ্বাস-পাত্র ছিলেন। দায়ুদ দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধে জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া সোণারূপা প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য ও মণিমুক্তা প্রবালাদি বহুমূল্য যাবতীয় ধনসম্পত্তি রক্ষণার্থ তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদের নূতন বাটীতে ঐ সমুদয় পাঠাইয়া দিবার অনুরোধ করেন ; নগরবাসীরাও ভয়ে স্বস্ব বসন ভূষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল ; তাঁহারা দুই ভ্রাতা নৌকাযোগে এই সমস্ত সম্পত্তি নিজ বাটীতে পাঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু প্রত্যর্পণ-প্রার্থীর অভাবে ইহার অধিকাংশই যশোহরে থাকিয়া যায়।

নূতন নগর শোভা,
হ'ল অতি মনোলোভা,
তাই নগরের নাম রাখে যশোহর ;
একে যায় আর হয় বিধান সুন্দর।

৮২

চঞ্চল জগতে স্থির কি হয় কখন,
এই দেখ এই নাই—বিদ্যুত যেমন ;
আজি দেখ নরেশ্বর,
বসে সিংহাসনোপর,
কালি দেখ রণাঙ্গনে মলিন-বদন ;
কে খণ্ডে বিধির বিধি অদৃষ্ট লিখন।

৮৩

দায়ুদ হইল হায় পরাজয় রণে।—
রাজ্যের হিসাব †দিয়া সেনাপতি গণে,

এই স্থান পূর্ব্বে চাঁদখাঁ মশন্দরির অধিকারে ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ না থাকায় ও ক্রমে লোকসংখ্যা ন্যূন হওয়ায় ঐ স্থান কালক্রমে ভয়ানক জঙ্গল হইয়া উঠে; সেই জঙ্গল পরিষ্কৃত করিয়া যশোহর নগর স্থাপিত হইয়াছিল; পূর্ব্বে এই স্থান উচ্চভূমি ছিল এক্ষণে নিম্ন হইয়া গিয়াছে—জোয়ারের সময় অনেকস্থান জলে প্লাবিত হয়।

† রাজা তোড়রমল ও ওমরাওসিং দায়ুদের বিপক্ষে দুই লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে গৌড় রাজধানী আক্রমণ করিলে দায়ুদ প্রাণভয়ে রাজমহল পর্ব্বতে পলায়ন করেন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় রাজ্যের

যশোহর রাজ্যভার,
লয়ে দোঁহে পুরস্কার,
কিছুকাল পরে আসি আপন ভবনে ;
পুত্রবৎ পালিতে লাগিল প্রজাগণে।

হিসাবাদির কাগজপত্র স্থানান্তর করিয়া ছদ্মবেশে তথায় থাকিলেন ; শিবানন্দকে পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ভবানন্দ ও গুণানন্দ ইতি পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। সেনাপতিদ্বয় রাজ্যের কাগজ পত্র না পাইয়া মহাসঙ্কটে পড়িলেন, এবং যাঁহারা ঐ সকল কাগজপত্র দিতে পারিবেন তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পুরষ্কার দিবেন এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন তখন বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উপস্থিত হইয়া ঐ সমস্ত কাগজাদি দিয়া শিবানন্দের পূর্ব্বমত কাননগো দপ্তরের অধ্যক্ষতা ও যশোহরের রাজ্যভার পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তখন যশোহর রাজ্যের সীমা গঙ্গানদীর পূর্ব্ব ও ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম নির্ণীত হয়। শিবানন্দ, বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় স্ব স্ব পদ পাইয়া পূর্ব্বমত কার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ বসন্তরায় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ-বসন্তরায় উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক যশোহর রাজ্যের সুবন্দোবস্তের জন্য যশোহরের নূতন বাটীতে আইসেন। পরে বিক্রমাদিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হন। শিবানন্দ কিছুদিন কার্য্য করিয়া ঐ স্থানেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

ইতি প্রথম সর্গ।

গান।

উদয়াস্ত পৃথিবীর প্রাকৃত নিয়ম,
কে পারে করিতে সেই বিধি ব্যতিক্রম।
এই দেখ সিতকর,
বরষিল সুধা-কর,
ওই দেখ উঠে ভানু করিয়া বিক্রম।
সসাগরা ধরাপতি
কোথা সেই আর্য্যজ্যোতিঃ
কোথা সে গিরীস আজি, কোথাই বা রোম;
অস্তে গেলে একবার,
উঠে ভানু পুনর্ব্বার,
সকলেরি এইরূপ আবর্ত্ত নিয়ম।

দ্বিতীয় সর্গ।
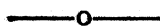
অপুত্র বিক্রমাদিত্য সদা দুঃখ মন ;
দৈবকর্ম্ম আছে যত,
করে তাহা বিধিমত,
কিছুতে রাণীর নহে বন্ধ্যাত্ব মোচন।
অবশেষে মহাভাগ,
আরম্ভে পুত্রেষ্টি যাগ,
পুত্রের কামনা করি ; সেই যজ্ঞফলে,
গর্ভবতী রাজরাণী,
আনন্দিত রাজধানী,
ভাসিলেন নরমণি সুখসিন্ধুজলে।
মনেতে কতই আশ,
ক্রমে পূর্ণ দশ মাস ;
সময় নির্ণয় তরে জ্যোতির্ব্বিদগণে
স্বনিকটে নরপতি
রাখে সযতনে অতি ;
নবীন বুধের ভানু উদিলে গগনে,—
ভূমিষ্ঠ রাজার সুত,
কার্ত্তিকের রূপ-যুত,

শোভিল সূতিকাগার অপূর্ব্ব শোভায় ;
গগনের শশী আজ উদিত ধরায়।
যশোর নগরে ঘোর ঘন বাজে কাড়া ;
হইল রাজার সুত পড়ে গেল সাড়া।
বিবিধ বাজনা বাজে,
নর্ত্তক সুরঙ্গে সাজে,
তালে তালে নাচে ; গায় গায়ক সুজন,
সুমধুর সুললিত,
প্রেমপূর্ণ সুসঙ্গীত ;
যশোর নগর আজ আনন্দ-ভবন।
চারিদিকে মহোল্লাসে
রাজ-নিকেতনে আসে
গুণী, জ্ঞানী, যোগী, ঋষি, দীন, ধনবান্।
কত কুলবধূ ধায়,
হর্ষ-বিস্ফারিত-কায়,
দেখিতে রাজার পুরে রাজেন্দ্র সন্তান।
চারিদিকে জয়ধ্বনি,
আনন্দেতে নৃপমণি,
শুভক্ষণে পুত্রমুখ করিয়া দর্শন,
হাতে যেন পায় ইন্দু,
উথলে সুখের সিন্ধু,
অকাতরে করে বহু ধন বিতরণ।

সর্ব্ব-সুলক্ষণ-যুত,
হইল রাজার সুত,
পিতৃদ্রোহী হবে মাত্র জ্যোতিষে নির্ণীত ;
শুনিয়া রাজার মন হর্ষ-বিষাদিত।
দিন দিন বাড়ে শিশু রূপ মনোহর,
দেখিয়া পুলকে পূর্ণ যশোর-ঈশ্বর।
ছয়মাসে অন্নাশন,
বিধিমতে সমাপন,
করিয়া প্রতাপাদিত্য* রাখিলেন নাম।
যার কীর্ত্তি সমুজ্জ্বলা,
বঙ্গের কটি-মেখলা,
জগতে জাগ্রত আজ (ও) যার গুণগ্রাম ;
সুচতুর সুবিদ্বান্,
মহাবল তেজীয়ান্,
দোসর না ছিল যার আর বাঙ্গলায়।
অটল বিরাটদেহ,
তারে নাহি আঁটে কেহ,
ভয় ভক্তি বিমিশ্রিত দেখিলে তাহায়।
বঙ্গ-বীরপুত্র বলে,
যে পূজ্য ধরণীতলে,
শূরেন্দ্র সমাজ আজ (ও) যার গুণ গান ;

* ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়।

সুদৃঢ় সংকল্প যার পাষাণসমান।
দেখি কুমারের তেজোবীর্য্য দিন দিন,
বিক্রম-আদিত্য রায় সভয়ে মলিন।
একদা নির্জ্জনে থাকি,
বসন্ত রায়েরে ডাকি,
বলিল ভূপতি মনোদুঃখ আপনার।
পুত্রের প্রভাব দেখে,
চিত্তমাঝে থেকে থেকে,
উদয় দুশ্চিন্তা কত অন্তরে আমার।
মুকুল-বয়সে যার,
এত দর্প অহঙ্কার,
প্রমত্ত প্রমাদ তার প্রস্ফুট যৌবনে।
পণ্ডিতে বলেছে যাহা,
সদা মনে লাগে তাহা,
পিতৃ-দ্রোহী হবে পুত্র জনম কুক্ষণে।
বীরদর্প মূর্ত্তিমান,
দেখে ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
হাতে ধনুর্ব্বাণ লয়ে ভ্রমিছে সতত।
সদাই বিরোধে রত,
হরি সুড়ী* হল হত,—

---

* গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী চারঘাট গ্রামে হরিসুঁড়ী নামে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী এক ব্যক্তি বাস করিত। যুবরাজ প্রতাপাদিত্য

বিনা দোষে,—ছিল সে কতই অনুগত !
এখনো উপায় কর,
শেষে হবে ভয়ঙ্কর,
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দ্দূল যেমন।
তোমার নিস্তার নাই,
স্বরূপ কহিনু ভাই,
এই বেলা কুলাঙ্গারে করহ নিধন।
শুনিয়া রাজার কথা,
রায় মনে পায় ব্যথা
পুত্রহত্যা ! নরপতে ! একি ভয়ঙ্কর !
প্রতাপ আদিত্য রায়,
প্রতাপে আদিত্যপ্রায়,
বংশের উজ্জ্বল রত্ন গুণের সাগর।
রত বীররস পানে,
দাতাকর্ণসম দানে,
প্রতিজ্ঞায় ভীষ্মসম, ভীম বাহুবলে।
মহাবল তেজীয়ান্,
ভয়ভক্তি মূর্ত্তিমান্।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।

দেশভ্রমণ করিতে করিতে ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলে সে তাঁহার যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে নাই। তাহাতে যুবরাজ একান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে

নাহি তব দয়ালেশ,
পাই নিদারুণ ক্লেশ,
কেন এ বিদ্বেষ ?—কেন মগ্ন এ চিন্তায় ?
না গণিয়া পরমাদ,
কর তারে আশীর্ব্বাদ,
রাজচক্রবর্ত্তী হোক্ পূজ্য বসুধায়।
আপন মঙ্গল তরে,
যে পুত্র সংহার করে
ধরাতলে তার সম কে আছে অধম ?
যা' থাকে অদৃষ্টে হবে,
কি ভাবনা বল তবে,
খণ্ডিতে অদৃষ্ট-লিপি যখন অক্ষম।
বলে ভূপ পুনরায়,
শুনহ বসন্ত রায়,
স্নেহবশে যদি সুতে না কর নিধন।
মম উপদেশ ধর,
কর তারে স্থানান্তর,
পাঠাও দিল্লীতে তারে রাজেন্দ্র সদন।

লাগিলেন। পিতা ও পিতৃব্যকে বলিলে ফল লাভ হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি একদিন মৃগয়াছলে বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে চারঘাট উপস্থিত হইলেন ও হরিসুঁড়ীর সেনাগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তাহাকে বন্ধনদশায় রাজ-

বুঝিয়া রাজার মতি,
মনের দুঃখেতে অতি,
সম্মতি প্রদানে রায় রাজার কারণ।
প্রতাপ-আদিত্য তার স্নেহের রতন!
নির্জ্জনে বিক্রমাদিত্য প্রতাপে ডাকিয়া,
নানারূপে সযতনে বলে বুঝাইয়া,
দিল্লীতে সম্রাট ঠাঁই,
আমাদের কেহ নাই,
বিপক্ষেতে কত কথা বলে বাদশায়।
বার্দ্ধক্যে বসন্ত রায়ে,
কেমনে পাঠাই তায়ে;
রাজপ্রতিনিধিরূপে দিল্লীর সভায়।
থাক তুমি তথা গিয়া,
সুস্থির থাকিবে হিয়া,
করিতে রাজ্যের হিত অরিষ্ট বারণ।
প্রতাপ আদিত্য ধীর,
"যে আজ্ঞা" বলিয়া শির—
নোয়াইয়া রাজপদে; ভাবে মনে মন;—

ধানীতে আনয়ন করিলেন। এদিকে ঠাকুরবর সাহেবের সহিত হরিসুঁড়ীর বিশেষ বিরোধ ছিল। পরাক্রমে উভয়ে সমতুল্য বলিয়া কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। তিনি এই সুযোগে হরিসুঁড়ীর মৃত্যুসংবাদ দেশমধ্যে প্রচার করিয়া তদীয় পরিবারবর্গকে জাতি-

পিতৃব্যের শঠতায়,
পিতার এ অভিপ্রায়,
ছলেতে ভুঞ্জিতে রাজ্য ; এখন আমায় ;
পাঠাইল দূর দেশ,
সহিতে অশেষ ক্লেশ
বিদেশে; করিব এর বিহিত উপায়।
পিতৃব্যের অনুমতি,
লয়ে চলে মহামতি,
শুভক্ষণে যাত্রা করি লয়ে দলবলে।
কত নদ নদী গ্রাম,
দেখি কত পুণ্যধাম,
চলিল প্রতাপাদিত্য মহাকুতূহলে।
অবশেষে উপনীত,
দিল্লীতে ; পুলক-চিত,
দেখিয়া নগর শোভা অতি মনোহর,
বৈজয়ন্ত ধাম যেন অবনীভিতর।
দিল্লীতে প্রতাপাদিত্য হ'লে উপনীত,
ধনী মানী সকলেই করেন সম্প্রীত।

ভ্রষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। ছরিশ্চূঁড়ীর পরিবারবর্গ রজনীযোগে সমুদয় ধনসম্পত্তি লইয়া নৌকা আরোহণে পলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা নৌকা ভাসাইবা মাত্র ঠাকুরবর সাহেবের লোকেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উপস্থিত হয়। নিঃসহায় পরিবারবর্গ

মহানন্দে বন্ধু সহ,
বাস করে অহরহ,
কিরূপে সম্রাট সহ হবে সম্ভাষণ ;
চিন্তান্বিত সে চিন্তায়,
তখন শুনিতে পায়
নৃমণি-নিলয়ে সভা তায় আমন্ত্রণ।
হয়ে হর্ষে পুলকিত,
রাজবেশে সুশোভিত,
উপনীত রায় যথা পার্থিবশেখর।
হীরক খচিতাসনে,
বেষ্টিত রাজন্যগণে,
দ্বিতীয় মিহিরপ্রায় বসে আক্‌বর।
ভারত মুকুট শিরে,
শোভে কোহিনুর হীরে,
অপূর্ব্ব উজ্জ্বল শোভা বাসব-বাঞ্ছিত।
কত রাজা ধনী মানী,
বিদ্যাবিশারদ জ্ঞানী,
উপবিষ্ট যথা স্থানে সুবেশে সজ্জিত।

অনন্য-উপায় হইয়া জাতিপাতের ভয়ে যমুনার জলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। যেখানে এই শোচনীয় ঘটনা হয়, সেই স্থানে অদ্যাপি হরিসুঁড়ীর দহ বলিয়া বিখ্যাত আছে। এদিকে হরিসুঁড়ী বসন্ত রায়ের কৃপায় মুক্ত হইয়া বাটী উপস্থিত হইল কিন্তু পরিবারবর্গের

দিল্লীপতি আক্‌বর,
সুবিদ্বান্ কবিবর,
প্রথমে জিজ্ঞাসে এক সমস্যা সভায়।
প্রতাপ আদিত্য রায়
পূরণ করিয়া তায়,
চমকিত করিলেন সভাস্থ সবায়।
গুণগ্রাহী আক্‌বর,
দেন তারে পুরস্কার—
রাজ-পরিচ্ছদ এক ; হয়ে পরিচিত,
ভারত-ঈশ্বর সহ রায় আনন্দিত।
এখানে বসন্ত রায় যে কর প্রেরণ
করেন ; তা রাজকোষে না করে অর্পণ ;
প্রতাপ আপন স্থানে
রাখে তাহা সাবধানে ;
যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ হইতে মনন।
অস্ত্রের কৌশল যত,
একান্ত মনেতে রত
হইয়া শিখিল করি বিবিধ যতন।

দুর্দ্দশা শ্রবণ করিয়া শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সেও যমুনায় দেহ বিসর্জ্জন করে। ঠাকুরবর সাহেব দেউলেশ্বর চন্দ্রকেতু রাজার পুত্র মুকুটরাজের জ্যেষ্ঠ তনয়,—জাতিভ্রষ্ট হওয়ায় ফকির বেশে চারঘাটের দরগায় বাস করিতেন। সে দরগা অদ্যাপি বর্ত্তমান

এরূপে বৎসর ছয়,
ক্রমেতে বিগত হয়,
শুনিয়া সম্রাট যশোরের বিবরণে।
নয়ন-নক্ষত্র দুটী,
চৌদিকে বেড়ায় ছুটী
ডাকিয়া প্রতাপাদিত্যে বলিল গর্জ্জনে।
যদি নিজ হিত চাও,
অবিলম্বে কর দাও,
নতুবা যশোরচ্যুত করিব সবায়।
প্রতাপ কহিল হায়,
এবে কি করি উপায়,
কর না পাঠান পিতা পিতৃব্য হেথায়।
যদি হয়ে সদাশয়,
কুমার বিনয়ে কয়,
যশোরের রাজ্যভার অর্পেন আমারে।
নিরূপিত কর আমি,
দিব, হে পার্থিবস্বামি!
যেরূপেই এই দণ্ডে রাজার ভাণ্ডারে।

আছে। মান্নি, চম্পা, রোসনবিবি প্রভৃতি তাহার সাত ভগিনীও বিশেষ খ্যাতা; তাঁহাদিগের সমাধি স্থানে অদ্যাপি পূজাদি হইয়া থাকে।

সম্রাট সম্মতি দিল,
স্বনামে সনন্দ নিল,
সঞ্চিত ধনেতে কর করি পরিশোধ।
উতরিল যশোহর,
লয়ে সৈন্য বহুতর,
অবিলম্বে করে রাজকোষ অবরোধ।
পুত্রের অশিষ্টাচারে,
বিক্রম-আদিত্যান্তরে,
দুঃখের আবর্ত্ত ঘোর করিল অস্থির;
যেন প্রাবৃটের মেঘে,
ধাইয়া পবন বেগে,
অকস্মাৎ আচ্ছাদিল মধ্যাহ্ন মিহির।
সুন্দর কোমল তনু,
রূপে যেন ফুলধনু,
চিন্তায় বিশুষ্ক ঘোর বিষাদে বিলীন।
হর্ষ-বিস্ফারিত কায়,
না চলে বসন্ত রায়,
নলিনসদৃশ রূপ সম্প্রতি মলিন।
হৃদাকাশে ঘনঘটা,
চিন্তা দামিনীর ছটা,
প্রমত্ত ভীষণ বেগে ছুটিল প্রবল।
হয়ে দোঁহে নিরুপায়,

পুত্রের শিবিরে যায়
পিতা পিতৃব্যের দেখি রায় কুতূহল
করিলেন প্রণিপাত ;—
কুমারের অকস্মাত,
ফিরিল মনের গতি, সিক্ত নেত্রজলে।
সনন্দের পত্রখানি,
পিতার সম্মুখে আনি,
বলিল, পড়িয়া তাঁর চরণকমলে,—
"না বুঝিয়া হিত মর্ম্ম,
করিছে বিষম কর্ম্ম,
ক্ষম অপরাধ পিতঃ পিতৃব্য" এখন।
অমনি বসন্ত রায়,
আলিঙ্গিয়া বলে তায়,
চিরভোগ্যা বসুন্ধরা কভু কারো ন'ন।
পুত্র হবে রাজ্যেশ্বর,
কি আনন্দ অতঃপর,
পিতৃধনে পুত্রের ত আছে অধিকার।
অনন্তর তিন জনে,
অতি হরষিত মনে,
উদয় ভবনে আসি ;—আনন্দ সবার।
সুধীর বসন্ত রত,
রাজকার্য্যে পূর্ব্বমত,

নামে মাত্র রাজা হয়ে প্রতাপ রহিল।
কিছুকাল পরে হায়,
বিক্রম-আদিত্য রায়,
কালের করাল মুখে পতিত হইল ; †
যশোর অনন্ত শোক-সাগরে ভাসিল।

---

*　*　*　*　*　*

গান।

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

কেন এমন হল,———————
কেন আজ বঙ্গে,　　আনন্দ তরঙ্গে,
ভাসিছে সুরঙ্গে সুখকমল,
ত্রিকালদর্শিনী,　　অর্ণব-নন্দিনী,
ওগো শ্বেতাঙ্গিনি বল গো বল ?
চির শোকতাপ বিষাদ মাঝারে,
কেন জয়ধ্বনি গভীর ঝঙ্কারে,
কে মৃত দেহেতে জীবন-সঞ্চারে,
কে হৃদে জ্বালিল উৎসাহানল ?

---

† বসন্ত রায়ের হিতার্থে বিক্রমাদিত্য মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্যের সম্মতিক্রমে সমুদয় বিষয়সম্পত্তি প্রতাপাদিত্যের দশ আনা ও বসন্তরায়ের ছয় আনা অংশ বিভাগ করিয়া তাহার কাগজাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য বিক্রমাদিত্যের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া নূতন বাটী প্রবেশ করিবার ও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য বসন্তরায়কে জানাইলে বসন্তরায় তাঁহার অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কেন আজ যত বঙ্গের সন্তান,
দুর্ব্বল, সবল, দীন, ধনবান,
ত্যজিয়ে অলস জাতি-অভিমান,
একতা-বন্ধনে আবদ্ধ হল ?
একতার গুণে তুচ্ছ তৃণদল,
জড় অগ্নি জল ধরে কত বল,
সজীব কৌশলী মানব সকল,
কি নারে করিতে বাঁধিলে দল ?
কিবা ফলরাশি এক বৃন্তে দোলে,
শোভে কত দল এক শতদলে,
এক জাতি এক একতার কোলে,
গৌরবে স্বদেশ করে উজ্জল !
কিসের কারণ বাজিছে বাজনা ?
তুরী ভেরী ঘোর কিসের ঘটনা ?
গভীর শঙ্খেতে বিজয় ঘোষণা ?
উৎসব ধ্বনিতে পূর্ণ ভূতল ;
কিসের কারণ অতুল শোভায়,
সাজায়েছে গৃহ কুসুম-মালায়,
পূর্ণ কুম্ভ সারি সারি শোভা পায়,
আম্রপর্ণযুত কুসুমদল ?
উড়িছে চৌদিকে উজ্জল নিশান,
বিদারি বিমান গর্জ্জিছে কামান,

ভয়ে বসুন্ধরা ঘন কম্পমান,
ধরা নাকি যায় রসার তল ?
মহা-সমারোহে নরপতিগণ,
চলেছে স্বদলে প্রফুল্লিত মন,
বিপ্লব কারণ গ্রহসম্মিলন ?
যুগান্তকাল কি উদিত হল ?
যেই হিন্দু চির-বিষাদ-আঁধার,
প্রোৎসাহিত তারা হ'ল কি আবার,
বিয়োগ-বিধুরা আপন মাতার,
মুছাতে যতনে নয়নজল ?
আজি কিগো বঙ্গ—শোকশৈবলিনী,
অনাথা দুর্ব্বলা চিরপরাধিনী,
পে'ল ভাগ্যবলে স্বাধীনতা মণি,
দাসত্ব-শৃঙ্খল ঘুচি কি গেল ?
সত্য কি গো হায় বঙ্গের সন্তান,
চির-নিদ্রা ত্যজি করিল উত্থান,
পুনঃ মৃত-দেহে পাইল পরাণ,
দুঃখের যামিনী প্রভাতা হল ?
ঘোর নিদ্রা অন্তে সতেজ শরীর,
প্রফুল্ল হৃদয় প্রভাত মিহির,
নব বেশে ধৈর্য্য বীর্য্য সুগভীর,
পুনঃ কি হৃদয়ে উদিত হল ?

লুপ্ত গুণরাশি অপূর্ব্ব উজ্জ্বল,
তাই মহোল্লাসে প্রতাপে প্রবল,
ভয়ঙ্কর রবে কাঁপায় ভূতল,
রুদ্ররূপে নাচে বঙ্গীয় দল ?
তবে এই বঙ্গ মরুভূমি মাঝে,
কিসের সমাজ কেন বাদ্য বাজে,
নিশ্চয় স্বজাতি কলঙ্কী সমাজে,
ঢালিছে নবীন জীবন জল ?
ছিল হিন্দুজাতি জগতে পূজিত,
ধনে মানে শাস্ত্রে শস্ত্রে সমাদৃত,
হইল ঘৃণিত ঘোর কলঙ্কিত,
পর-প্রতীক্ষায় কাটায়ে কাল ?
দাসত্বে ডুবায়ে ধর্ম্ম অর্থ কাম,
জাতীয় গৌরব হিন্দুকুল নাম,
সেই অনুতাপে পূর্ব্ব গুণগ্রাম—
জাগাতে জগতে জাগ্রত হল ?
উঠাতে কলঙ্ক রেখা সমুদায়,
ঘর্ষিয়া ললাট কুলিশ-শিলায়,
একতা-বন্ধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়,
উন্মত্ত হ'ল কি হিন্দুর দল ?
তাই বুঝি ধায় না করি প্রতীক্ষা,
প্রতিযোগীগণে দেখাইতে শিক্ষা,

না জানি কি মহামন্ত্রে হয়ে দীক্ষা,
প্রকাশে অসীম বীরত্ব বল ?
সাধ্যায়ত্ত হায় সদা ফলাফল,
কাপুরুষ বলে দৈবই প্রবল,
নির্ব্বাণ নিদাঘ ভীষণ অনল,
ঢালিলে প্রচুর শীতল জল।
হায় এ স্বপন! ঘোর নাগপাশে,
আবদ্ধ এ বঙ্গ কাঁপে মৃত্যুশ্বাসে,
কোথায় খগেন্দ্র আর কার ত্রাসে,
পলাবে ভীষণ ফণীর দল ?
মৃত্যুশয্যা' পরে বঙ্গ ভূশায়িনী.
হঠাৎ কে আনি মৃত্যু-সঞ্জীবনী.
বিশল্যকরণী রক্ত-সঞ্চারিণী,
কোথা হেন বীর বাঁচাবে বল ?
নাহি হনুমান সে গন্ধমাদন,
যাবে কোন্ বীর ঔষধ কারণ,
অযুত গন্ধর্ব্ব করি নিসূদন,
কে আর আনিবে ঔষধ বল ?
তবে একি বাণি! বল বা না বল
বুঝেছি কিসের এই কোলাহল—
এ উৎসব ; হবে বঙ্গ মুখোজ্জ্বল,
আজি সূত্র তার যশোরে হল।

পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপ সুধীর,
কসিত সুবর্ণ জিনি' বরণ রুচির,
পাটল নয়ন দ্বয়,
মুখ-পদ্ম শোভাময়,
প্রশস্ত ললাট চারু নাসিকা উন্নত
হিরণ্ময় সিংহাসনে,
বেষ্টিত রাজন্যগণে,
বসিল, চৌদিকে শোভে পাত্রমিত্র যত।
বিবুধ-বৃন্দের মাঝে,
ভুবনমোহন সাজে,
ত্রিদিবে বাসব যথা; নক্ষত্র সভায়
কিম্বা সিত সুধাময়,
হ'ল যেন, পূর্ণোদয়
অনন্ত আকাশ রাজ্যে; অতুল শোভায়
শোভিছেন রাজরাণী,
আনন্দিত রাজধানী,
নবীন নরেন্দ্র বামে, বাসব বাঞ্ছিত,
মস্তকে মুকুট কিবা,
রবি শশী জিনি' বিভা,
করণে কুণ্ডল চারু সুধাংশু-লাঞ্ছিত।
অধীন নৃপতি যত,
করি শির অবনত,

প্রদানে যৌতুক কত আনন্দিত অতি ;
যশোরে প্রতাপাদিত্য নবীন ভূপতি। *
কি সাজে সাজিলে আজ যশোহর তুমি,
হইয়া অপূর্ব্ব চারু লাবণ্যের ভূমি।
কোথা লতা গুল্ম বন,
হিংস জন্তু অগণন,
কোথা সে বিশাল বক্ষে ঘোর অরণ্যানী ?
আজি মুখ সমুজ্জ্বল,
সুশোভিত ধরাতল,
আনন্দে নাচিছে কোলে করি রাজধানী।
যেন অবলীলা ক্রমে,
নিয়তির পরাক্রমে,
পরাজিলে; ছড়াইতে মহিমা কিরণ।
উদিল সুখের রবি,
কিবা মনোহর ছবি,
যশোরে যামিনী আজ প্রভাত কেমন !
অনন্ত আকাশ শিরে,
উড়িতেছে ধীরে ধীরে,

---

* রাজা বসন্ত রায় বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে প্রতাপাদিত্যকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন ও এতদুপলক্ষে এক কোটী টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন। এই অবধি প্রতাপাদিত্য দশ আনা সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া স্বতন্ত্ররূপে রাজকার্য্য করিতে আরম্ভ করেন।

খেলিয়া লহরি-লীলা সহস্র নিশান।
কাঁপাইয়া ধরাতল,
অচল অনন্ত জল,
আনন্দে কামান গর্জ্জে বিদারি' বিমান।
বাজিছে গভীর তূরি,
বীর রসে তান পূরি,
মধুর মুরলী, ভেরী, সুরব শারঙ্গ।
কোথা মৃদু খরতাল,
সপ্তস্বরা সুরসাল,
শঙ্খ, শিঙ্গা, কাড়া, ঘোর দামামা, মৃদঙ্গ
কুসুম মালায় হর্ম্ম্য,
সাজিয়াছে মনোরম্য,
দ্বারে দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ রঞ্জিত বসন।
সুচারু গবাক্ষ কোলে,
নবীন পল্লব দোলে,
দেখিছে নগর-শোভা নয়ন-রঞ্জন;
কত নারী সুরূপসী
গবাক্ষের কোলে বসি,
সাজায়ে কোমল অঙ্গ উজ্জ্বল ভূষায়।
যেন শত শতদল,
বুক ভরা পরিমল,
প্রস্ফুটিত হয়ে চারু লাবণ্য ছড়ায়।

চারিদিকে লোকারণ্য,
যশোহর তুমি ধন্য,
ভাগ্যবলে হলে আজ রাজরাজেশ্বরী!
জগতে জাগিল নাম,
পূর্ণ হ'ল মনস্কাম,
অমর শোভায় আজি সাজিলে সুন্দরি!
জ্বলিছে কতই বাতি,
ছড়ায়ে কোমল ভাতি,
যেন শত চন্দ্রকান্তমণি জ্বলে ভালে।
তব রূপ দেখি সন্ধ্যা,
ম্লান-মুখে করে সন্ধ্যা,
পাতি যোগাসন ভয়ে নগরান্তরালে।
উঠিছে আতশবাজী,
যেন তারকার রাজি,
ফুটিয়া নিবিছে চারু গগনের গায়,
আনন্দ কানন আজ যশোর ধরায়!!

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

১

নীরব নিখিল ধরা ; গভীর নিশায়,
প্রকৃতি শান্তির কোলে মগন নিদ্রায় ;
কেবল গগন ভালে,
ছাইয়া চন্দ্রিকাজালে,
জাগেন রজনীনাথ নক্ষত্র সভায় ;
স্থিরভাবে যেন ঘোর মগ্ন কি চিন্তায়।

২

হাসিতে ভাসিছে চারু চন্দ্রিকা রজনী,
ধরিয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি ; অম্বর অবনী,
যেন শান্তি-নিকেতন,
বিরল বিজন বন,
প্রাণী প্রাণশূন্য যেন নির্জ্জীব ধরণী,
আপনার পদশব্দে চমকে আপনি।

৩

পাতিয়াছে নিদ্রা বিশ্বে বিরাম-আসন ;
না নড়ে বৃক্ষের পত্র না বহে পবন,
না নড়ে কুসুমদল,
না টলে নদীর জল,

প্রস্তর নির্ম্মিত যেন বিশ্ববাসিগণ,
বিধি-বিরচিত কিবা মন্ত্র সম্মোহন !

৪

কল্পনে আইস এই নিশীথ সময়,
সাবধানে রাজপুরে হইব উদয়,
　　কক্ষেতে প্রবেশ করি,
　　কি দেখিব আহা মরি,
সরলতা পতিরতা মধুরতা-ময়,
নধর নলিনী অশ্রুনীরে ভাসি রয়।

৫

পড়িতেছে একবিন্দু; নয়ন সীমায়,
আর বিন্দু দোলে আসি মুক্তাফল-প্রায়।
　　মগনা কি মনোদুখে,
　　কেন অবনত-মুখে,
ধূলি ধূসরিত কায় নিরখি-ধরায়,
সোণার মৃণাল ভাসে নয়ন ধারায়।

৬

কখনো কপোল করি ন্যস্ত করতলে,
ভিজায় বসন বালা নয়নের জলে,
　　কভু উন্মাদিনী প্রায়,
　　দীর্ঘশ্বাস হায় হায়,
লুটায় কখন ভূমে পড়ি ধরাতলে ,

মাধবী লুটায় যথা নিরাশ্রয়া হলে।

৭

এই কি সে হেমপ্রভা * নরেন্দ্র-নন্দিনী,
অনুপম মাধুরিমা নয়নরঞ্জিনী?
কেন আজ ধরাসনে,
কেন নাহি বরাননে,
মধুর হাসির রাশি; বসন্ত নলিনী,—
কি শোকে তাপিত এত এমন মলিনী?

৮

সুকুমার দেহলতা কোমলতাময়,
চিন্তার তরঙ্গে ভাসি ক্লান্ত অতিশয়,
পড়িয়াছে ধরাতলে,
ভাসিয়া নয়ন-জলে,
থেকে থেকে চমকিছে কি ভয়ে হৃদয়?
সোণার প্রতিমাখানি যেন কালীময়!

৯

শুকাইছে মুখপদ্ম কাঞ্চন বরণ,
অশনি-সম্পাতে তরু শুকায় যেমন।
বিলয় মধুর কান্তি,
মনের হয়েছে ভ্রান্তি,
সহে কি কোমল প্রাণে চিন্তার দংশন?

---

* ইহাঁর স্থাপিত বউরহাট অদ্যাপি চন্দ্রদ্বীপাঞ্চলে বর্ত্তমান আছে।

দেখনা নলিন-রূপ মলিন কেমন!

১০

হে বিধাতঃ গড়ি কম কনক-কমলে,
কি দোষে দহিছ শোক-চিন্তার অনলে,
কালাময় চাঁদমুখ,
হয় নাকি দেখে দুখ,
তোমার হৃদয়ে বিধি; কি আশ্চর্য্য কলে
ঘুরাও অদৃষ্ট চক্র অদৃশ্যে কৌশলে!

১১

"হে বিধাতঃ! শোকে সতী কহিছে কাতরে,
কম্পিত মৃদুল স্বরে করযোড় করে,
চাহিয়া গগন পানে,
একান্ত কম্পিত প্রাণে,
দুনয়নে অশ্রুধারা ঝর ঝর ঝরে,
"দীননাথ রক্ষা কর মম প্রাণেশ্বরে।

১২

"এত কি কঠিন বিধি হৃদয় পিতার,
পশুর ঘৃণিত পাপে মন লিপ্ত তাঁর,
নিমন্ত্রণ ছলে হায়!
আনিছেন জামাতায়,
আমার সর্ব্বস্ব ধন সাক্ষাতে আমার,
পূরাতে বিষয়তৃষ্ণা করিবে সংহার!

১৩

"মহাযোগী পিতা মম সর্ব্বলোকে কয়,
জিতেন্দ্রিয় সদাশয় অনাথ-আশ্রয়,
এমন পিতার মতি,
আজ দুঃখিনীর প্রতি,
কেন হল নিরদয় বিধি দয়াময় ;
সহেনা যন্ত্রণা আর ফাটে যে হৃদয়।

১৪

"জননি! কোথায় গেলে! কাঁদিব কোথায়
থাকিতে যদ্যপি আজ তুমি এ ধরায়
সাধ্য তবে কি পিতার
করিতে এ পাপাচার,
আপনি হইতে বাদী আপন মায়ায় ;
পিতৃ'পেক্ষা মাতৃস্নেহ অধিক কন্যায়।

১৫

" দীননাথ আমি দীনা দুঃখিনী যুবতী,
একান্ত কান্তের প্রতি থাকে যেন মতি,
মম প্রেম পারাবারে,
হৃদয়ের অলঙ্কারে,
কে নাশ করিবে কার এমন শকতি ?
আপনি রক্ষিব আমি আপনার পতি।

১৬

যেমন সে সতীশ্রেষ্ঠা সাবিত্রী কাননে,
মেগে নিল পতিধন কৃতান্ত-সদনে,
গল-লগ্ন-কৃত-বাসে,
কাতর করুণ-ভাষে,
ভাসিয়া নয়নজলে পিতার চরণে,
মাগিয়া লইব আমি জীবন-রতনে।

১৭

"হউক পাষাণময় পিতার হৃদয়,
পাষাণ হলেও তাহা দ্রবিবে নিশ্চয়,
দুঃখিনীর অশ্রুধারে,
কাঁদিয়া কাঁদাব তাঁরে,
সতীধর্ম্ম থাকে যদি বিধি দয়াময় ;
দেখাব অনলে জল, পাষাণে হৃদয়।

১৮

"অথবা—অথবা এই ভীমা অসি করে,
নাচিব চামুণ্ডা রূপে সম্মুখ-সমরে,
রাখিব সতীর মান,
ত্যজিব ত্যজিব প্রাণ,
যাবত জীবন রক্ষা করি প্রাণেশ্বরে"
—বলিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে ধরা' পরে।

১৯

কোমল কুসুমাঘাতে ব্যথিত যে হয়,
পারে কি সহিতে সেই কোমল হৃদয়,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
হলে হায় অকস্মাত,
ফাটিবে হৃদয় এত অসম্ভব নয়,
অবসন্ন ধরাতলে আজ সুধাময়।

২০

হায়রে অদৃষ্ট যেই রমণী-রতন !
কমলিনী-দল-নিভ-শয্যায় শয়ন,
করিত নিয়ত ; আজ,
বিধির দেখহ কাজ,
মূর্চ্ছাপন্ন ধরাতলে পতিতা এখন ;
দক্ষযজ্ঞে হেমাঙ্গিনী পতিতা যেমন !

২১

পাঠক ! ফিরাও আঁখি গবাক্ষের গায়,
বাক্লাচন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্র রায়, *
ওই দাঁড়াইয়া হায়,
অচল-পুতুল-প্রায়,

---

* মুসলমান সম্রাটের সময় বঙ্গদেশ যে দ্বাদশ জন ভৌমিকের দ্বারা শাসিত হইত তন্মধ্যে বাক্লাচন্দ্রদ্বীপাধিপতি একটী। দ্বাদশ ভৌমিককে দ্বাদশ সূর্য্যও কহিত। রামচন্দ্র রাজা কন্দর্পনারায়ণের পুত্র।

অবনত মুখে ভাসি নয়নধারায়,
ওই বলে থেকে থেকে "কি হবে উপায়"।

২২

প্রাণ দণ্ড হবে কালি এই ভাবনায়,
গৌরব গাম্ভীর্য্য বীর্য্য গিয়াছে কোথায়?
বিলয় নয়ন-জ্যোতিঃ,
বদন মলিন অতি,
অঙ্গের উজ্জ্বল আভা পূর্ণ কালিমায়,
ওই বলে দীর্ঘশ্বাসে "কি হবে উপায়?"

২৩

লইলে আমার রাজ্য প্রকাশ্যে সবলে,
হইবে কলঙ্ক; কুৎসা গাইবে সকলে,
তাই ভূপতির আশ,
আমায় করিয়া নাশ,
কৌশলে আমার মৃত্যু প্রচারি ভূতলে,
লইবেন রাজ্য এই ঘৃণিত কৌশলে।

২৪

"ধরেছি যখন এই জীবন নশ্বর,
আজি নয় কালি মৃত্যু আছে স্থিরতর,
মৃত্যুকে না করি ডর,
ডরে কোন্ নরবর,
রাজার চৌদিকে শত্রু কত ভয়ঙ্কর!

মৃত্যু, ভূপতির অতিপ্রিয় সহচর।

২৫

"কিন্তু দুঃখ যাবে প্রাণ ঘাতকের করে,
কিম্বা প্রাণ লবে গুপ্ত রাজ-অনুচরে,
অথবা উদরতল,
করাইবে হলাহল,
সে শোকে শঙ্কিত মন হৃদয় বিদরে ;
চমকিয়া উঠে প্রাণ কাঁদিয়া কাতরে।

২৬

"যদ্যপি সম্মুখ রণে পশিত রাজন,
করিতেন জামাতার বীর্য্য বিলোকন।
মরিতে যদ্যপি হত,
মারি শত্রু শত শত,
মরিতাম রণাঙ্গণে বীরের মতন ;
সুখে করিতাম শর-শয্যায় শয়ন।

২৭

"না মানি বীরের ধর্ম্ম কৌশলে নিধন,
করিবেন অভাগায় পাপিষ্ঠ রাজন ;
দিয়া ঘোর মনস্তাপ,
না দিলেও অভিশাপ,
এ পাপে যশোর-রাজ্য হইবে পতন,
চির অস্তাচলে যাবে সৌভাগ্য তপন।

২৮

"করেছে নজরবন্দী ঘুরিছে প্রহরী,
" করে নিষ্কাশিত অসি যমদণ্ড ধরি,
দেখে থেকে থেকে প্রাণ,
হইতেছে কম্পমান,
জীবনের অবস্থান অনুমান করি ;
আছে প্রাণ যতক্ষণ আছে বিভাবরী।

২৯

" কি দেখিছ স্থিরনেত্রে রজনীরঞ্জন,
গবাক্ষের ছিদ্রে রশ্মি করি প্রসারণ,
তুমিও কি থেকে থেকে,
চিন্তা মেঘে মুখ ঢেকে,
করিয়া চন্দ্রিকা কান্তি ঊষার বরণ
বিরলে নীরবে বসি করিছ রোদন ?

৩০

" থাকহ অষ্টমী শশী, আছ যতক্ষণ,
ততক্ষণ তবু স্থির অভাগা জীবন ;
তুমি গেলে অস্তাচলে,
ভুবন আঁধার জলে,
তলাবে; তলায় নীল সলিলে যেমন
নক্ষত্র, ভূধর-শির চুম্বিলে তপন !

৩১

" ভয়ানক অন্ধকার ব্যাপিলে ধরণী,
কত বিভীষিকা মূর্ত্তি দেখাবে রজনী ;
শমন-কিঙ্কর যেন,
উলঙ্গ ভৈরব হেন,
পাকল করিয়া আঁখি ভ্রমিবে অবনী ;
দেখিয়া চমকি প্রাণ কাঁপিবে অমনি।

৩২

" উলঙ্গ ডাকিনী করে নাচিবে কৃপাণ,
করিবে বিকট শব বদন ব্যাদান,
অতি ভয়ানক দৃশ্য,
ধরিবে আঁধারে বিশ্ব,
বোধ হবে ধরা যেন প্রকাণ্ড শ্মশান।
বাঁচিবে কি সে আতঙ্কে মুমূর্ষু পরাণ ?

৩৩

" ফুরাইবে সব আশা ; কি হবে উপায়,
বাঁচে না যে প্রাণ আর যম যাতনায়,
মরিতে যদ্যপি হবে,
এখনি মরিব তবে,
এ জন্মে জন্মের মত প্রেয়সি বিদায়,"
—বলিয়া মূর্চ্ছিত রায় পড়িল ধরায়।

৩৪

অমনি বিদ্যুত-বেগে করিয়া বেষ্টন,
ধরিল রমণী ভুজ-মৃণালে তখন,
পতিরে শয্যায় রাখি,
প্রেমপূর্ণ স্থির আঁখি,
কেবল পতির মুখ করে নিরীক্ষণ ;
লোটায় কুন্তল-রাশি আবরি আনন।

৩৫

এক ভুজবল্লী শোভে পতি কণ্ঠতল,
আর করে মুছে নাথ-বদন-মণ্ডল,
থেকে থেকে তিতি সতী,
নয়ন-আসারে অতি,
প্রেম-ভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল,
কি সাধ্য চিত্রিতে চারু চিত্র সে বিমল।

৩৬

নীরব নিস্পন্দ দেহ নির্জ্জীবের প্রায়,
শায়িত শয়নে রাজা রামচন্দ্র রায় ;
নিমীলিত নেত্র-ইন্দু,
ঝরিতেছে স্বেদবিন্দু,
অচল শোণিত-স্রোত ধমনী-শাখায় ;
জীবন-লক্ষণ মৃদু শ্বাস নাসিকায়।

৩৭

সত্যবানে ক্রোড়ে করি সাবিত্রী কাননে,
বরষিল যেই অশ্রু কমল নয়নে,
আজি সেই অশ্রুধার,
ঝরিতেছে অবলার
কোলে অচেতন পতি বিষাদিত মনে,
করে ক্লান্তি দূর মৃদু অঞ্চল ব্যজনে।

৩৮

কামিনী কোমল স্নিগ্ধ অঙ্গ পরশিয়া,
কিছুক্ষণ পরে রায় চেতন পাইয়া,
বিষাদে বলিল "হায়,
"কি কহিব বিধাতায়,
"মরিয়াছিলাম পুনঃ দিল বাঁচাইয়া,
যায় কি দুঃখের প্রাণ সহজে ছাড়িয়া।

৩৯

"মারিবি যখন বিধি কেন তবে আর,
দিতেছ যন্ত্রণা—শীঘ্র আন তরবার,
কিম্বা কর বিষ দান,
এখনি করিব পান,
এ ঘোর যাতনা হতে হইব উদ্ধার,
যতক্ষণ রবে প্রাণ যাতনা অপার।"

৪০

অমনি কামিনী কণ্ঠ—"করুণা নিদান,"—
ধ্বনিল মৃদুল স্বরে "যেই ভগবান,
যার ধন তারে আনি,
দিয়াছেন ; ভাগ্য মানি,
তিনিই আবার করি পতিপ্রাণ দান,
রাখিতে সতীর মান করিবে বিধান।"

৪১

কি মন্ত্র কহিলে বিধি দুঃখিনীর কাণে,
সে মন্ত্র কি যাতে সতী পাবে পতিপ্রাণে ;
কক্ষ হতে কক্ষান্তরে,
ছুটিল পবনভরে,
বিদ্যুত ছুটিল যেন বিদারি বিমানে,
শূন্যে কি ধরায় পদ কিছুই না জানে।

৪২

এই যে ফিরিল বালা কিছুক্ষণ পরে,
মাখিয়া প্রফুল্লরাগ শ্রীমুখ উপরে,
অধরে চুম্বিল হাসি,
চমকি চপলা রাশি,
মুহূর্ত্তে হাসাল যেন অবনী অম্বরে ;
আবার লুকাল ওই ত্রাসিত অন্তরে।

৪৩

অমনি কক্ষেতে ধনী প্রবেশে তখন,
আবার বিদ্যুত বেগে ফিরিল এখন,
নাহি কিছু বাহ্য জ্ঞান,
কিসে হৃদয়ের প্রাণ,
সতীর জীবন পতি, পাইবে জীবন,
বিধানিতে বিধি সেই চিন্তায় মগন।

৪৪

নীরবে দাঁড়ায়ে আছে অষ্টমী রজনী,
হৃদে শোভে অর্দ্ধ অনাবৃত নিশামণি,
দেখিয়া সতীর দুঃখ,
রজনী বিলাস-সুখ
ত্যজে শশী লুকাইল খেদেতে অমনি ;
ছাড়িয়া যৌবনপূর্ণা যামিনী রজনী।

৪৫

হারায়ে হৃদয়মণি মলিনী যামিনী,
না জানি কি ইন্দ্রজাল মন্ত্রে কুহকিনী।
প্রাচীর প্রাসাদ বন,
ক্রমে ক্রমে অদর্শন,
নিবিড় আঁধার জলে ডুবিল মেদিনী ;
লুকাল কোথায় যেন বসুধা কামিনী।

৪৬

কামিনি ! যামিনী এবে পূর্ণ কালিমায়,
আঁধার ভেদিয়া দৃষ্টি না চলে কোথায়,
রজনীও বিরহিণী,
তুমি পতি-ভিখারিণী,
ব্যথিত বিনা কে কাঁদে পর-বেদনায় ?
যামিনী সহায় এবে করহ উপায়।

৪৭

ওই যে উদয়াদিত্য তব সহোদর,
সাজিয়াছে রাজবেশে প্রফুল্ল অন্তর,
যাইতে যশোর ধাম,
নয়নের অভিরাম
কাশ্মীর-কুসুম-নৃত্য দেখিতে সুন্দর ;
কই সে আলোকধারী তব প্রাণেশ্বর ?

৪৮

সাজাও সাজাও শীঘ্র, রাধিকা-রমণে—
সাজাল সন্ন্যাসী যথা, গোপিকা কাননে,
মোহন বাঁশরি করে,
দেখলো মসাল ধরে,
কেমন হইল শোভা !—ভাবিছ কি মনে ?
এ বেশে প্রাণেশে দিবে বিদায় কেমনে ?

৪৯

কামিনি কমলমুখি! সৌরভ তোমার,
গৌরবে মাখিয়া বায়ু ভ্রমিবে সংসার,
থাকিল সতীর মান,
রাখিলে পতির প্রাণ,
বিনিময়ে অমর-দুর্ল্লভ অশ্রুধার,
থাকি অনশনে সহি যন্ত্রণা অপার।

৫০

চল রাজা রামচন্দ্র! কামিনী-কৌশলে—
পেলে আজ প্রাণ দান কত ভাগ্য বলে,
যে করে ধরেছ দণ্ড,
কেমন বিধির কাণ্ড,
সে করে মশাল, নীচ অনুচর দলে,—
মিশিতে হইল হীন-বেশে সুকৌশলে।

৫১

নাহি ভয়, কুমারের যানের পশ্চাতে,
সাবধানে যাও রাজা এঘোর নিশাতে,
কিছুদূর গেলে যান,
হ'ও তুমি অন্তর্দ্ধান,
কুমার সর্ব্বতোভাবে সম্মত ইহাতে,—
হয়েছেন কিছু পূর্ব্বে ভগ্নীর মায়াতে।

৫২

যাও কিন্তু অনুরোধ—থাকে যেন মনে,
যার গুণে পেলে ঘোর বিপদে জীবনে,
সেই পতিপ্রাণা সতী,
সরলা সুশীলা অতি,
অবতীর্ণা মূর্ত্তিমতী মমতা ভুবনে ;
রেখ তারে সাবধানে হৃদয়ে যতনে।

৫৩

নীরব অবনী ; নিশা তৃতীয় প্রহর,
নিদ্রা-মন্ত্রে অভিভূত বিশ্ব চরাচর,
প্রবেশি রাজার কক্ষে,
দেখিয়া আপন চক্ষে,
কল্পনে বলিয়া কর শীতল অন্তর,
কি আমোদে আমোদিত এবে নরবর ?

৫৪

কি আশ্চর্য্য ! নিদ্রা কাঁদি করিল প্রস্থান,
এখনো রাজার নেত্রে না পাইয়া স্থান ;
ধন্য আশা কুতূহলে,
অব্যয় শকতি বলে,
পেতেছ যে ইন্দ্রজাল সর্ব্বত্র সমান ;
নিদ্রা ও কি তব ভয়ে করে অন্তর্দ্ধান ?

৫৫

শোভিতে রাজার মনোমন্দির কখন,
হইয়াছে লো রঙ্গিনি তব আগমন,
বসন ভূষণ পরি,
রূপে দিক্ আলো করি,
করি এ হৃদয় শূন্য ; মধুপ যেমন,
ফুল হতে ফুলান্তরে বসে অনুক্ষণ।

৫৬

না জানি কি গুপ্ত শক্তি অন্তরে তোমার,
ঘুরাও—ঘুরিছে তাই এ বিশ্ব সংসার,
আশা দিয়ে কতবার,
দিবে বলি সুধাগার,
ছলেতে দিয়াছ শেষে গরল ভাণ্ডার ;
তথাচ তোমার রূপে মোহিত সংসার।

৫৭

নবীন প্রফুল্লরাগে চুম্বিলে অন্তর,
মানবের মনস্বিতা অমনি অন্তর,
অচল পুতুলপ্রায়,
খেলাও মানবে হায়,
নাচাও নাচয়ে যথা দুষ্টবিষধর,—
সাপুড়ের ইচ্ছাধীনে খেলায় তৎপর।

৫৮

জানি তুমি কুহকিনী কুটিলা পামরী,
কেন তবু তব প্রেম আকিঞ্চন করি,
তুমি না থাকিলে ভবে,
নিত্য নব বেশে তবে,
কে রঞ্জিত এ জীবন, প্রাণের ঈশ্বরি,
কি চিত্রে রঞ্জিছ ভূপে বল সত্য করি।

৫৯

আসামের কিয়দংশ বাঙ্গালা বেহার,
উড়িষ্যা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রাজ অধিকার।
কেবল হিজিলী পতি,
এখনো কৌশলে অতি,
রেখেছে অটল রাজ্য;—তাহারে সংহার
করিতে কি করিছেন কল্পনা তাহার?

৬০

পরাজয় করি রাজমহলে নবাবে,
অসীম বীরত্ববলে প্রচণ্ড প্রভাবে,
লুটে সেই রাজকোষ,
মনে হয়ে পরিতোষ,
পেয়ে দশ কোটী মুদ্রা; প্রশান্ত স্বভাবে,
নিশীথে নির্জ্জনে সেই ঘটনা কি ভাবে?

৬১

কল্পনা বলেতে উঠি সুদূর গগন,
টলাইতে দিল্লীশের স্বর্ণ-সিংহাসন,
মনো মাঝে সেই ভাব,
হয়েছে বা আবির্ভাব,
তা নয়—তাহ'লে কেন কুঞ্চিত আনন,
হাসিতে ভাসিতেছিল—মলিন এখন ?

৬২

আবার আরক্ত আঁখি ঘুরায়ে এখন,
করিতেছে বেগে যেন অনল বর্ষণ,
এই পুনঃ শান্তমন,
এই করে আস্ফালন,
গভীর গরজে ঘোর ; ভুজঙ্গ ভীষণ ;
অর্দ্ধেক গ্রাসিত ভেক পলা'লে যেমন।

৬৩

জামাতার পলায়ন শুনেছে নিশ্চিত,
ভাবিছে এখন করে কর্ম্ম বিগর্হিত,
তাই হয় মনোভাব,
রূপান্তরে আবির্ভাব,
কভু ক্রোধে বিস্ফারিত—চিন্তায় কুঞ্চিত,
কভু বা করুণ-রসে হতেছে দ্রবিত।

৬৪

যামিনী প্রভাতা হল, ত্বরিত গমনে,
চলিলেন নরপতি কন্যার ভবনে,
না দেখিয়া জামাতায়,
ভূ-শয্যায় দুহিতায়
দেখিয়া বলেন রাজা সন্তাপিত মনে,
কেন বৎসে আজ হেন বিমর্ষ বদনে।

৬৫

রামচন্দ্র করিলেন কেন পলায়ন?
কেমনে জেনেছে তার বধিব জীবন,
কে রটায়ে হেন কথা,
দিল তার মনে ব্যথা,
কিসে বা করিল ইথে বিশ্বাস স্থাপন;
ভেবেছে কি এত নীচাসক্ত মম মন?

৬৬

উপদেশে বশীভূত করিয়া তাহায়,
আনিব স্বমতে মোর ছিল অভিপ্রায়,
তাহারে করিব নাশ,
হলে এ নীচাভিলাষ,
ছায়াপথ-সম ছিল বিবিধ উপায়;
পারিত কি পলাইতে রামচন্দ্র রায়?

৬৭

হয়ত বসন্ত রায় করিয়া ছলনা,
করিয়াছে এ কলঙ্ক, এ মিথ্যা রটনা,
বৃদ্ধ হলে হিতাহিত,
জ্ঞান হয় বিপরীত,
বৃদ্ধের কেবল বৃদ্ধি কুটিল মন্ত্রণা;
ত্যজ দুঃখ কর বৎসে হৃদয় সান্ত্বনা।

কেহ কেহ বলেন যে জামাতাকে বধ করা প্রতাপাদিত্যের অভিপ্রায় ছিল না তিনি বঙ্গদেশ জয় করার পর জামাতার নিকট দিল্লীর দেয় কর দাবি করেন এবং সর্ব্বাংশে তাঁহার সহায়তা করিতে অনুরোধ করেন। জামাতা সে কথায় বিশেষ মনোযোগ না করিয়া বসন্তরায়ের উপদেশানুসারে চলিতে থাকেন। প্রতাপাদিত্য উপদেশদ্বারা বা কৌশলে জামাতাকে বশীভূত করিবার জন্য নিজবাটীতে আনয়ন করেন। পরে তিনি রাজা বসন্তরায়ের জনৈক কর্ম্মচারীর নিকট রাজা তাঁহাকে বধ করিবার জন্য নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়াছেন এই বিষয়ে প্রতারিত হইয়া তিনি গোপনে রাজবাটী হইতে পলায়ন করেন। এবং কেহ কেহ বলেন যে জামাতাকে গোপনে বিনষ্ট করিয়া তাহার রাজ্য ও ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করাই প্রতাপাদিত্যের উদ্দেশ্য ছিল।

ইতি তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

—o—

১

প্রতাপ প্রতাপশালী দেখি দিন দিন,
এদিকে বসন্তরায় সভয়ে মলিন,
জীবন রক্ষার তরে,
গঙ্গাজল * অস্ত্র ধরে,
থাকেন নিয়ত ; আত্ম-প্রসাদ বিলীন,
ভাবনা-সাগরে ডুবি তনু হ'ল ক্ষীণ।

২

গোবিন্দ রায়েরে রায় নির্জ্জনে ডাকিয়া,
আপনার মনোদুঃখ বলে বিবরিয়া।
জামাতার রাজ্য ধন †,
হরণ করে যে জন,
অসাধ্য কি আছে তার না পাই ভাবিয়া,
লইবে আমার রাজ্য প্রতাপ কাড়িয়া।

---

* অস্ত্র বিশেষের নাম। ইহা হস্তে থাকিলে পঞ্চাশ জন বীর-পুরুষে আক্রমণ করিলেও কিছু করিতে পারে না।

† কথিত আছে রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের বাটী হইতে পলায়ন করিয়া আর স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হন নাই, নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহার নাবালক পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া নিজে তাহার রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন ও কেহ কেহ বলেন জামাতার পলায়নে প্রতাপাদিত্য ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ ও স্বরাজ্যভুক্ত করেন।

৩

চিরকাল মোর প্রতি বক্র তার মন,
যদিও প্রকাশ্যে করে ভক্তি প্রদর্শন;
খলের প্রণয় যত,
অধর্ম্মেতে পরিণত,
নিশ্চয় জানিবে পুত্র বেদের বচন,
প্রতাপ করিবে মোরে অবশ্য নিধন।

৪

জিনেছে আসাম বঙ্গ উড়িষ্যা বেহার,
ক্রমেতে বিষয়-তৃষ্ণা বাড়িতেছে তার;
যত পায় তত চায়,
মনের প্রকৃতি হায়,
রাজ্যে রাজ্য ধনে ধন তৃষ্ণা অনিবার;
ইচ্ছা খাঁ ‡ কেবল এক সুহৃদ আমার।

৫

"যদিও প্রতাপশালী হিজলীর পতি,
প্রতাপ সহিত যুঝে কি তার শকতি;
নবাব যাহার ভয়ে,
পলাইল প্রাণ লয়ে,

---

‡ কেহ ইচ্ছা খাঁ, কেহ মছন্দরী কেহ বা ইচ্ছাখাঁ মছন্দরী বলিয়া ডাকিতেন। হিজলী ইহাঁর রাজধানী।

সম্রাট যাহার ভয়ে সচিন্তিত অতি;
দিবে না দিল্লীতে কর করেছে যুকতি।"

৬

"শুনেছি মন্ত্রীর কাছে তাহার কল্পনা,
লইবে আমার রাজ্য করিয়া ছলনা ;
দিল্লীর যে দেয় কর,
চাহিবে সে অতঃপর,
করদ করিয়া মোরে রাখিবে বাসনা ;
না দিলে করিবে শীঘ্র সমর ঘোষণা।"

৭

পিতার কাতর উক্তি করিয়া শ্রবণ,
সগর্ব্বে গোবিন্দরায় বলিল তখন ;
"আমরা নিস্তেজ এত
কেন ভাব নরনাথ ;
অবশ্য রক্ষিব রাজ্য করি প্রাণপণ,
আসুক প্রতাপাদিত্য করিবারে রণ।"

৮

"একদিন হবে পিতা অবশ্য মরণ,
অদৃষ্টে যদ্যপি থাকে সমরে শয়ন,
নিশ্চয় ঘটিবে তাহা,
বিধির লিখন যাহা,

"কাপুরুষ সম কেবা লইবে শরণ;
ত্যজ সে ভাবনা পিতা স্থির কর মন।"

৯

"অসহ্য জ্ঞাতির বাক্য! জ্ঞাতির অধীন,
কোন মূঢ় থাকে হয়ে শৌর্য্যবীর্য্য হীন;
মরণ মঙ্গল গণি,
তা হইতে নরমণি,
নিশ্চয় মরণ যদি হবে একদিন;
না হব জীবন সত্বে পরের অধীন।"

১০

এদিকে প্রতাপাদিত্য বঙ্গের রতন,
হিজলী করিতে জয় করিল মনন,
বসন্তের অনুরোধে,
এতকাল অবিরোধে,
আছিল হিজলীপতি সুখে সর্ব্বক্ষণ,
আজি অকস্মাৎ টলে তাঁর সিংহাসন।

১১

মনেতে ভাবেন রাজা হিজলীর পতি,
দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী ধনবান অতি;
সহসা সে পরাজয়,
কভু মানিবার নয়,

আছয়ে বিস্তর সৈন্য সুশিক্ষিত অতি ;
তাহে উপযুক্ত বলবন্ত সেনাপতি।

১২

"যে হ'ক সে হ'ক যুদ্ধ করিব নিশ্চয়,
যুদ্ধের নিয়ম কভু জয় পরাজয় ;
আছে মোর যত বল,
প্রকাশিব অবিরল,
দেখি মছন্দরী কতক্ষণ স্থির রয় ;
নিশ্চয় লভিব আমি সমরে বিজয়।

১৩

"উড়িষ্যা আসাম আর বাঙ্গালা বেহারে,
ছিল যত নরপতি জিনেছি সবারে ;
একমাত্র মছন্দরী,
আজু রাজ দণ্ড ধরি,
সতেজে নির্ভয়ে আছে না মানে আমারে.
একচ্ছত্র হব আমি সংহারিলে তারে।

১৪

"সহায় বসন্তরায় তার অহঙ্কার,
কে রাখিতে পারে আমি করিলে সংহার ;
যদ্যপি বসন্তরায়,
আমার বিরুদ্ধে তায়,

সাহায্য করেন রণে; উপরোধ কার,
সকলে পাঠাব আমি যমের দুয়ার।

১৫

"বলেছে বসন্তরায় একান্তে আমায়,
বন্ধুভাবে দেখিবারে সেই ইচ্ছাখাঁয়;
সহসা করিলে যুদ্ধ,
মোর দোষে হবে ক্রুদ্ধ,
যুদ্ধের অগ্রেতে বলা উচিত তাঁহায়;
যুদ্ধ কিম্বা কর দান যাহা অভিপ্রায়।"

১৬

এত ভাবি লয়ে কিছু পদাতি-সংহতি,
বসন্তরায়ের কাছে চলে মহামতি;
উপনীত যশোহরে,
একান্ত চিন্তিতান্তরে,
প্রতাপে আসিতে দেখি অতি দ্রুতগতি,
একচর চলি গেল যথা নরপতি।

১৭

না বুঝিয়া যথা মর্ম্ম বলিল রাজায়,
"প্রতাপ আসিছে বেগে বধিতে তোমায়"
শুনিয়া তাহার বাণী,
সত্য হেন অনুমানি,

"বধহ প্রতাপে" উচ্চৈঃস্বরে বলে রায় ;
"গঙ্গাজল আনি শীঘ্র দেহরে আমায়"।

১৮

শুনিয়া প্রতাপাদিত্য বিস্ময় মানিল,
দারুণ ক্রোধেতে ভীম অনল হইল ;
নয়ন-নক্ষত্র দুটী,
চৌদিকে বেড়ায় ছুটি,
অসি নিষ্কোষিয়া ভীম বেগেতে ছুটিল ;
বসন্ত রায়ের শির দ্বিখণ্ড করিল। *

---

* বসন্ত রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে বসন্তরায়কে নিধন করাই প্রতাপাদিত্যের আন্তরিক ইচ্ছা। অনেক দিন হইতে তিনি ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার ষড়যন্ত্র করেন ; তাঁহার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন অবারিতদ্বার, সকলেই পুরী-মধ্যে গমনাগমন করিতেছে ; এই সুযোগে রাজা প্রতাপাদিত্য সঙ্গোপনে এক অস্ত্র লইয়া তথায় গমন করেন। যখন দেখিলেন যে রাজা স্নান করিতে গিয়াছেন তখন তিনি তথায় অতিবেগে গমন করিলেন। ভৃত্যেরা রাজাকে কহিল "প্রতাপাদিত্য অতি সত্বর হইয়া আপনার নিকট আসিতেছেন" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "গঙ্গাজল আন।" তাহারা গঙ্গাজল অস্ত্র না আনিয়া এক পাত্র গঙ্গাজল আনিয়া উপস্থিত করিলে রাজা বুঝিলেন "আর রক্ষা নাই ; এই খানেই পরমায়ু শেষ হইবে।" ইতি-মধ্যে রাজা প্রতাপাদিত্য তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তৎপরে গোবিন্দরায়কে উদ্দেশ করিয়া গমন করিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমান্বয়ে দুইটী তীর নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন ; একটীও প্রতাপাদিত্যের অঙ্গে লাগে নাই ; ইতিমধ্যে প্রতাপাদিত্য তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী

১৯

অদূরে গোবিন্দ রায় ছিল দাঁড়াইয়া,
পিতার নিধন দেখি উঠিল গর্জ্জিয়া ;
প্রতাপে নাশিতে বীর,
যেমন ছাড়িবে তীর,
অমনি প্রতাপ তারে ফেলিল কাটিয়া ;
পুরীমধ্যে চলে শোক-তরঙ্গ ছুটিয়া।

২০

সভাস্থ সকল লোক করে হাহাকার,
অতিভয়ঙ্কর দৃশ্য হইল সভার,
রাজা রাজপুত্র নাশ,
কারো মুখে নাহি ভাষ,
ত্রাসেতে হৃদয়-কম্প হইল সবার ;
পাইলেন রাজরাণী এই সমাচার।

২১

ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজ রাণী আসিয়া বাহিরে,
পতিপুত্র নাশ দেখি ভাসি অশ্রুনীরে,

ছিলেন, প্রতাপাদিত্য তাহাকেও কাটিলেন ; পরে বসন্ত রায়ের কাটা-মুণ্ড লইয়া নিজ বাটীতে গমন করিলেন। রাণী পুরোহিতের দ্বারা সেই মুণ্ড আনাইয়া চিতারোহণের পূর্ব্বে, প্রতাপাদিত্য স্ত্রী-পুত্র-সহিত অন্ত্যজগ্রস্ত হইবে, এই অভিশাপ দিয়া জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। রাঘব রায় প্রভৃতি বসন্তরায়ের অবশিষ্ট সাত পুত্রকে রাজা কারারুদ্ধ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

ভূতলে পড়িল রাণী,
মুখেতে না সরে বাণী,
মৃতবৎ অচেতন নিষ্পন্দ শরীরে;
ছেড়ে গেল প্রাণ নাকি এবে দুঃখিনীরে?

২২

সহস্র কিরণ যারে দেখিতে না পায়,
সেই হেমলতা রাজসভায় ধূলায়,—
লোটাইছে হায় হায়!
অনল-বিজলী প্রায়,
এই কি বিধির খেলা ভবের মেলায়,
কমল অনলে জ্বলে এইরূপে হায়।

২৩

চেতন পাইয়া রাণী করে হাহাকার,
"কোথা গেল নরপতি গোবিন্দ আমার;
আজি দিন দু'প্রহরে,
মোর সর্ব্বনাশ করে,
কোথায় প্রতাপ গেল ডাক একবার;
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ সম্মুখে তাহার"

২৪

প্রতাপ-আদিত্য রায় সভয় অন্তর,
দাঁড়ায় রাণীর কাছে জুড়ি দুইকর।

আঁখি ফাটি অবিরল,
ঝরিতেছে নেত্রজল,
ঢালিছে সলিল যেন পর্ব্বত নির্ঝর ;
ক্রোধের সময় গত শোকেতে কাতর।

২৫

নয়ন কোণায় রাণী করে দরশন,
বলিল "প্রতাপ আয় স্নেহের রতন,
এই স্তন করি পান,
শৈশবে ধরিলে প্রাণ,
যাহার বলেতে আছ জীবিত এখন ;
তার প্রতিশোধ বুঝি দিলে এইক্ষণ ?

২৬

ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র হলি মাতৃহীন,
পুত্রাপেক্ষা স্নেহে তোরে পালি দিন দিন ;
নয়ন পুতলি করি,
নিয়ত হৃদয়ে ধরি,
প্রতিফল দিলে করে পতিপুত্রহীন ;
পাপপ্রাণ হও শীঘ্র এ দেহ বিহীন।

২৭

"কারে পরাজয় আজ করিয়াছ রণে ?
কাহারে বধেছ ভীম বাহু আস্ফালনে ?

বল তুমি নিজমুখে,
শ্রবণে শুনিব সুখে,
"যুড়াবে অন্তর জ্বালা তোমার বচনে ;
বল শীঘ্র প্রাণ যায় শোক-হুতাশনে।

২৮

"প্রতাপ একার দেহ ভূতলে লোটায়,
কোথায় মস্তক গেল হায় হায় হায় !
আজ কেন ভূমণ্ডল,
এত ভয়ানক স্থল,
কি সুখে এ পাপ প্রাণ নাহি বাহিরায়
মস্তক-বিহীন দেহ কারও ধূলায় ?

২৯

"ওই যে যুগল বাহু বিশাল হৃদয়,
ছিল বাসস্থান তব শৈশব সময়,
আমিত সকলি জানি,"—
কাতরে বলেন রাণী,
"তব অদর্শনে হ'ত পলকে প্রলয় ;
হ'ল ভাল আজ সেই স্নেহ বিনিময়।

৩০

"পিতৃহন্তা হবে যবে দৈবজ্ঞ বলিল,
তখনি তোমার পিতা বধিতে কহিল,

যার গুণে প্রাণদান,
পাইলে, তাহার প্রাণ,
স্নেহের প্রতাপ বল কে আজি হরিল ?
দৈবজ্ঞের কথা আজি সফল হইল।

৩১

"একস্থানে পতি শুই লুণ্ঠিত ধূলায়,
আর স্থানে জ্যেষ্ঠ পুত্র কি কহিব হায় !
সেই অসি শীঘ্র আন,
আমার মস্তকে হান,
যে অসিতে পতি-পুত্র-প্রাণ বাহিরায় ;
নিশ্চয় তা'হলে মোর পরাণ জুড়ায়।

৩২

"দিল্লীর সনন্দ পত্র আনিলে যখন,
তোমার মনের ভাব জেনেছি তখন ;
তব ভয়ে নরপতি,
সদা সশঙ্কিত অতি,
ভয়েতে তোমারে কিছু নাবলে কখন ;
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করহ এখন।

৩৩

"অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি প্রতাপ এখন,
অনলে অঞ্জলি দিব এ পাপ জীবন ;

বিলম্ব না সহে আর,
কর শীঘ্র প্রতিকার,
ঘোর শোকানলে প্রাণ হতেছে দহন ;
হুহু করে মন-প্রাণ মানেনা বারণ।

৩৪

"এক শোকে করে প্রাণ একান্ত অস্থির,
তাহে এককালে পতি-পুত্র দুঃখিনীর ;
ভূতলে পতিত ওই,
এ শোক কেমনে সই,
এক স্থানে দেহ হায় অন্য স্থানে শির ;
এত কি কঠিন হায় বিধান বিধির !

৩৫

"প্রতাপ না বুঝে করিলাম তিরস্কার,
নিমিত্তের ভাগী তুমি লিপি বিধাতার ;
নতুবা পুত্রের করে,
কেবা অপমৃত্যু মরে,
এমন দুর্দ্দশা আর হয়েছে বা কার ;
পতিপুত্র একঠাঁই একত্রে সংহার।"

৩৬

শুনিয়া রাণীর কথা বলে নররায়,
"ক্ষম অপরাধ মাতঃ ধরি দুই পায় ;

নাহিক আমার দোষ,
বৃথা কেন কর রোষ,
এসেছিনু কোন কথা জানাতে রাজায়;
সহসা দিলেন আজ্ঞা বধিতে আমায়।

৩৭

"শুনিয়া দারুণ ক্রোধ হইল আমার,
ডুবিয়াছি পাপার্ণবে নাহিক উদ্ধার;
আবার গোবিন্দ রায়,
আমাকে বধিতে ধায়,
না দেখি উপায় আর জীবন রক্ষার;
করেছে নিষ্ঠুর কার্য্য এই কুলাঙ্গার।

৩৮

"রাজার উপর ভক্তি আমার যেমন,
তব অগোচর মাতা নহে কদাচন;
স্বপ্নে যাহা ভাবি নাই,
ঘটনা হইল তাই,
যার স্নেহনীর পানে ধরেছি জীবন;
আজ কিনা করি তারে স্বকরে নিধন?

৩৯

"জননীকে নাহি জানি তুমিই জননী,
আমার গুরুর মধ্যে তোমা শ্রেষ্ঠ গণি;

পিয়ে তব স্নেহনীর,
ধরিয়াছি এ শরীর,
তুমি মাতা—পিতৃ তুল্য ছিল নরমণি ;
এ পাপ জীবন বৃথা ! হারানু আপনি—”

৪০

এই বলি নরবর হয়ে নিরুত্তর,
রাজার সৎকার কার্য্যে হইল তৎপর ;
সহমৃতা হ’ল রাণী,
না শুনি কাহারো বাণী,
প্রতাপআদিত্য শোকে হইল কাতর ;
ফিরিলেন নিজালয়ে হইয়া সত্বর।

৪১

কচুরায়§ আদি করে যত পরিজন,
সযতনে নিজালয়ে আনিল রাজন ;
রাজ্য রক্ষিবার ভার,
দিয়া অমাত্যের’ পর,
কচুরায়ে † রাখে রাজা আপন সদন ;
রায়গড়ে থাকে কচুরায়ের যে ধন।

---

† ইহার নাম রাঘব রায় ; রেবতী নাম্নী দাসী ইহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিত ; প্রতাপাদিত্য গোবিন্দ রায়কে ছেদন করিলে পাছে ইহাকেও মারিয়া ফেলে এই ভয়ে দাসী রাঘবকে কচুবনে লুকাইয়া রাখিয়াছিল ; সেই অবধি ইনি কচুরায় নামে অভিহিত।

৪২

বসন্ত রায়ের দুরদৃষ্টের কথন,
ইচ্ছা খাঁ শুনিয়া শোকে ক্রোধে হুতাশন;
কল্পনা করিল মনে,
বসন্তের পুত্র গণে,
প্রতাপের হাত হ'তে করিতে মোচন;
করিয়া বিষম যুদ্ধ করি প্রাণপণ।

৪৩

বলবন্তে ডাকি সব বলে বিবরিয়া,
শুনি বলবন্ত বলে বিনয় করিয়া;
"যুদ্ধ ক'রে প্রতিকার,
কদাচ না হবে তার,
রাজার নিকট আমি একাকী যাইয়া;
আনিব কুমার গণে কৌশল করিয়া"

৪৪

লইয়া পেশক-বজ* অতি সঙ্গোপনে,
চলে একা বলবন্ত যশোর ভবনে;
"গোপনে আছয়ে কথা,
বলিব মনের ব্যথা,"
এই বলি মহারাজে লইয়া নির্জ্জনে;
গলায় পেশক-বজ দিয়া সেইক্ষণে।

*পেশক-বজ—অস্ত্রবিশেষ।

৪৫

বলিল "বসন্তরায়ে করেছ নিধন,
তার পুত্রগণে কর আমায় অর্পণ;
লইয়া যাইব আমি,
যথায় আমার স্বামী,
নতুবা এখনি করি জীবন নিধন ,"
শপথ করেন পড়ি শঙ্কটে রাজন।

৪৬

সাহসিক বলবন্তে দেন পুরস্কার,
"ধন্য ধন্য বলবন্ত সাহস তোমার,"
দিলেন কুমার গণে,
অতিসন্তাপিত-মনে,
বলবন্ত বলে পড়ি চরণে রাজার;
"ক্ষম মোর দোষ প্রভু গুণে আপনার।"

৪৭

জ্বলিল ভূপতি ইছাখাঁর শঠতায়,
ক্রোধেতে হইল মূর্ত্তিবৈশ্বানরপ্রায়;
করিতে বাহিনী-সাজ,
আদেশিল মহারাজ,
ইছাখাঁ না থাকে যেন আজ এ ধরায়;
আপনি যাইব আমি বিনাশিতে তায়।

৪৮

"কর চাঁদ রায় * রূপ বসুর † সন্ধান,
বসন্ত রায়ের দুই অমাত্য প্রধান;
আমার অনিষ্টকর
কার্য্য করে নিরন্তর,
তাদের শঠতা—মোরে করি অপমান,
লইল কুমারগণে মোর অনুমান"।

৪৯

ক্রোধে রায়গড় ‡ লুঠ করিয়া রাজন,
পাইলেন বহু ধন রজত কাঞ্চন;

* চাঁদ রায়ের উৎসর্গিত একটী প্রকাণ্ড দীঘি যশোহরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম বংশীপুরে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহা চাঁদ রায়ের দীঘি বলিয়া প্রসিদ্ধ। চাঁদরায় প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

† ইঁহার বাসস্থান দক্ষিণ শ্রীপুরে ছিল। প্রতাপাদিত্য তাঁহার বাড়ী লুট করিবার পূর্ব্বে তিনি কিছু দিন ছদ্মবেশে অবস্থিতি করেন। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর তিনি টাকীর নিকটবর্ত্তী সৈদপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন। ইঁহার মতে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়।

‡ রায়গড় বসন্তরায়ের দুর্গের নাম। এই প্রকাণ্ড গড় কালীগঞ্জ থানার দক্ষিণ পূর্ব্ব হইতে মৌতলা পর্য্যন্ত বহুদূর অদ্যাপি বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ থানার নিকটে জাহাজঘাটা ও বারদোয়ারির হাট প্রভৃতি কীর্ত্তি সমূহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

যশোহর ধূমঘাট,
হ'ল এক রাজপাট,
হিজলী করিতে জয় উদ্যোগ এখন;
সাজিছে কতই সৈন্য কে করে গণন।

ইতি চতুর্থ সর্গ।

গান।

কানড়া—আড়াঠেকা।

যতনে সাধিলে সিদ্ধি কি না হয় ভূমণ্ডলে,
চেষ্টার অসাধ্য নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে এই বলে;
সকলে সঁপিয়া মন, কর যাহা আকিঞ্চন,
না হবে বঞ্চিত তাহে একতা অনন্ত বলে;
যতনে রতন পায়, একথা কহিব কায়,
একতায় বল পায় দুর্ব্বল দলে;—
যতনে যতেক সুর, বিনাশে অসুরপুর,
একতায় সুরাসুর মথিল অনন্ত জলে।

পঞ্চম সর্গ।

সমরে সাজিল আপনি নৃপতি,
প্রভঞ্জন জিনি ভীষণ মূরতি,
সংহারের বেশ, ভীষণ বিশেষ,
রুদ্ররূপ-ধারী অপূর্ব্ব দৃশ্য ;
লৌহ বর্ম্মে আঁটা সর্ব্ব কলেবর
রণরঙ্গে রঙ্গী নির্ভয় অন্তর,
ছাড়ে সিংহনাদ ঘোর পরমাদ,
আতঙ্কে চমকি চাহিল বিশ্ব।

২

দীপ্ত দামিনীর দ্যুতি বিদ্যমান,
স্কন্ধতলে কাল শাণিত কৃপাণ,
শিরে শিরস্ত্রাণ, করে ধনুর্ব্বাণ,
ভীম আস্ফালনে ফাটিল মাটী !
সাহস উৎসাহ বদন-সুন্দরে,
খেলিতেছে বিভা লহরে লহরে,
নয়ন বিহরে, জ্যোতি মনোহরে,
সমর কাড়ায় পড়িল কাঠি।

৩

রণবাজনার গভীর নিশ্বনে,
মত্ত-মাতঙ্গের ভীষণ গর্জ্জনে,

কাঁপে থরথর, অবনী অম্বর,
বিজন ভূধর অনন্ত জল।
গভীর গর্জ্জনে দিগঙ্গনাগণ,
দেয় করতালি ফাটায় গগন,
ঘন পড়ে কাড়া, সমরের সাড়া,
রুদ্ররূপে নাচে বঙ্গীয় দল।

৪

করিতে বিনাশ যবন অসুর,
প্রচণ্ড প্রভায় সাজে যত শূর,
ক্ষত্রি রজপুত, শমনের দূত,
বিক্রমে অদ্ভুত বিজয় ভবে;
বিরাট পুরুষ এক এক জন,
অটল অজয় হিমাদ্রি যেমন,
ভীষণদর্শন, ঘূর্ণিত-লোচন,
সমর রঙ্গেতে নাচিছে সবে।

৫

সজোরে সঘনে বাজে রণতূরী,
ঘোর কোলাহলে কাঁপে তিন পুরী,
ভয় পেয়ে রবি কোকনদচ্ছবি
হইল পশ্চিম আকাশ তটে।
প্রতাপ রাজার বাহিনীসাজন
ঋক্ষরূপ ধরি যত দেবগণ

করেন দর্শন, বীর্য্য বিভীষণ
বসিয়া অনন্ত আকাশপটে।

৬

দেখিতে সাজন হইয়া বিহ্বলা
থমকে থমকে চমকে চপলা,
গগন কোণায়, তরাসে লুকায়,
ভয়ে যামিনীর বরণ কালি।
বর্ম্মে চর্ম্মে আঁটা সর্ব্ব কলেবর,
করে তরবার চড়ি অশ্ব'পর,
সৈন্যমাঝে গতি, সংহার মূরতি,
ধরে কালিসিং প্রতিভাশালী।

৭

উচ্চৈঃস্বরে বলে "শুন সেনাগণ,
আজ রণপতি আপনি রাজন,
রাজ আশীর্ব্বাদ, রাজার প্রসাদ,
কে রণ জিনিয়া লইবে বল?
দেখাও সকলে সমর কৌশল,
আজি ঘোর রণে, কার কত বল;
কর প্রাণ পণ, যাবত জীবন,
নাশিতে সকলে শক্রুর দল।

৮

"ক্ষত্রি রজপুত বীরকুলমণি,
সমরে অটল অজেয়অবনী,
জ্ঞাতি যার যম, যুদ্ধে অনুপম
প্রতাপ জিনিয়া মরীচিমালী।
বিশাল ললাটে কালিমার রেখা,
একাল যাবত নাহি দিল দেখা,
আজিকার রণে, পৃষ্ঠ প্রদর্শনে,
অমলবদনে মেখনা কালী।

৯

"মরণ মঙ্গল সমরের স্থলে,
যাবে স্বর্গে চলে কীর্ত্তিমালা-গলে,
নিশ্চয় মরণ, ললাট লিখন
কে জীবন তরে পৌরুষ নাশে ?
তব যশ নাদে ধ্বনিত ধরণী,
প্রচণ্ড প্রতাপে কম্পিত অবনী,
কত নরপতি করিছে আরতি,
অমর অর্চ্চিত মধুর ভাষে।

১০

"অমল বীরত্ব দেখিতে নয়নে,
পিতামহগণ বসিয়া গগণে,

সে বীর্য্য রুধির, ধরিছে শরীর,
দেখাও সকলে ভীষণ রণে”
জয় জয় রবে বাজিল বাজনা,
সমর-গমন হইল ঘোষণা,
লক্ষ লক্ষ শূর, যবন ঘোষণা
নাশিতে ধাইল উৎসাহ-মনে।

১১

প্রণমি কালীকা চলে নরবর,
পঙ্গপাল সম সঙ্গে সহচর,
নির্ভয় অন্তর, হইয়া সত্বর,
ঘেরিল নগর যামিনী-কালে।
গভীরা যামিনী নীরব অবনী,
নীরবেতে ব্যূহ রচে নরমণি,
দৃষ্টি নাহি চলে, ঢেকেছে ভূতলে,
নিবিড় ভয়াল আঁধার জালে।

১

পাঠক দেখিবে চল হিজলী ঈশ্বর,
এ ঘোর নিশীথকালে,
বেষ্টিত রমণী-জালে,
অন্তঃপুরে মনোহর প্রাসাদ উপর।

২

নাহিক-ভাবনা লেশ আনন্দ অন্তরে,
করি সুখে সুধাপান,
প্রফুল্লিত করি প্রাণ,
ভাসিছে রমণী সহ রসের সাগরে।

৩

আতর গোলাপ গন্ধে হইয়া অচল,
ধীরে ধীরে সমীরণ,
করি মৃদু আলিঙ্গন,
কামিনী-কমল-মুখ চুম্বিছে কেবল।

৪

অর্দ্ধ-অনাবৃত কত কাশ্মীর কামিনী,
কাঁপাইয়া বিম্বাধর,
কোকিলের কুহু-স্বর,
অবতীর্ণা মূর্ত্তিমতী বসন্ত রাগিণী।

৫

বীণার বিনোদ-স্বরে মিলাইয়া স্বর,
প্রেম-গর্ভ গীতমালা,
গাইছে কতই বালা,
কোমল কোকিল কণ্ঠে আনন্দে প্রচুর।

৬

কেহ বাজাইছে বাঁশী কেহ করতাল,
বাজাইছে কোন ধনী,

মন্দিরা মধুরধ্বনি,
বাজাইছে কেহ চারু মৃদঙ্গ রসাল।

৭

শোভে ইচ্ছা যাঁর অঙ্কে কোন বা রূপসী,
যেন ফুল-কুল রাণী,
মধুমাখা কমলিনী,
প্রমোদিত নাগরাঙ্কে ছাড়িয়া সরসী।

৮

আতর গোলাপ চারু কুঙ্কুম চন্দন,
মাখি কোন সুরূপসী,
হাসি হাসি কোলে বসি,
করিছে নাগর-গ্রীবা বাহুতে বেষ্টন।

৯

হেন কালে তোপধ্বনি গভীর গর্জ্জিল,
চমকিল নরপতি,
চমকে যতেক সতী,
টলিল রাজার পুরী হিজলী কাঁপিল।

১০

নৃত্য গীত বাদ্য যন্ত্র নিস্তব্ধ অমনি
চিন্তাকুল নারীগণ,
ভয়েতে বিহ্বল মন,
ঘেরিয়া বসিল ভূপে যতেক রমণী।

১১

নিস্তব্ধ হিজলীপতি ভাবে মনে মনে,
"বসন্তের পুত্রগণে,
আনিয়া প্রতাপসনে,
শত্রুতা হইল ; সেই এসেছে বা রণে"।

১২

আবার কামান ধ্বনি গর্জ্জিয়া উঠিল,
কাঁপাইল ধরাতল,
কাঁপিল নদীর জল,
প্রতিরবে দিগঙ্গনা দ্বিগুণ গর্জ্জিল।

১৩

বিপদ আশঙ্কা করি হিজলীর পতি,
সান্ত্বাইয়া নারীগণে,
একান্ত চিন্তিত মনে,
মন্ত্রীর আলয়ে গিয়া অতিদ্রুতগতি।

১৪

কহিলেন "কহ মন্ত্রি! প্রতাপ বর্ব্বর,
আসি কি যামিনীকালে,
ঘেরিল সৈনিক-জালে,
সমর সংকল্প করি—হিজলী নগর।

১৫

দুর্গের কুশল বার্ত্তা বলহ ত্বরায়,
উপস্থিত ঘোর রণ,

নাহি জানে সেনাগণ,
নাহি জানে সেনাপতি কি করি উপায়।

১৬

সবিনয়ে কহে মন্ত্রী যুড়ি দুই কর,
"সেনাপতি বহুক্ষণ,
জানিয়াছে বিবরণ,
দিয়াছে সংবাদ মোরে অতি ভয়ঙ্কর।

১৭

"পূর্ব্ব অপমান স্মরি করিতে সমর,
ঘোর নিশাকালে আজি,
চতুরঙ্গদলে সাজি,
প্রতাপ-আদিত্য আসি ঘেরেছে নগর।

১৮

"সেনাপতি বলবন্ত জানিয়া গোপনে,
পাঠায়েছে অনুচর,
দেখি সৈন্য বহুতর,
আপনি পরীক্ষা করি শত্রু সেনাগণে।

১৯

সৈন্য সংখ্যা যেইরূপ অনুচর দিল,
তাহে বঙ্গ ভূপতির,
অপ্রমেয় বাহিনীর,
সমুদ্র দুস্তর বলি প্রতীতি হইল।

২০

এই সব সেনা লয়ে যদি করে রণ,
ত্রিভুবন ভয় পায়,
পারে প্রভু অচিরায়
সশঙ্কিত করিতে সে সম্রাটের মন।

২১

যে কোন নিয়মে হয় বঙ্গেশের সনে,
আজি না করিয়া রণ,
সন্ধি করা এইক্ষণ,
যুক্তিসিদ্ধ বলি মোর জ্ঞান হয় মনে।

২২

শুন প্রভু এই সর্ব্ব শাস্ত্রের বচন,
বিপদেতে জ্ঞানী সবে,
ধীরতার বশ হবে,
সময় পাইলে শত্রু করিবে নিধন।

২৩

"এখন করিয়া তুষ্ট ভূপতির মন,
হিজলী হইতে অরি,
কৌশলে বিদায় করি,
পরেতে যাইবে করা শত্রুতা সাধন।"

২৪

এতেক বলিয়া মন্ত্রী নীরব হইল,
অমনি ভ্রূভঙ্গী করি,

সদর্পেতে মছন্দরী,
গভীর জলদ প্রায় গর্জ্জিয়া কহিল।

২৫

অনিত্য মায়ায় করি ভীরুতা প্রকাশ,
জন্মি মুসলমানকুলে,
আপন মর্য্যাদা ভুলে,
আমারে হইতে বল কাফেরের দাস

২৬

বুঝেছি ঘৃণিত এই হীন মন্ত্রণায়,
গেছে বঙ্গ সিংহাসন,
গেছে স্বাধীনতা ধন,
বাঙ্গালীর তেজ-বীর্য্য লুপ্ত সমুদায়।

২৭

সপ্তদশ অশ্বারোহী তুর্কি দরশনে,
তাই গৌড়-অধিপতি,
বৃদ্ধ সেন নরপতি,
পলাইল বিসর্জ্জন দিয়া সিংহাসনে।

২৮

হিংসিলে হিংসিব বীর ধর্ম্মের বচন,
রক্ষিতে জাতীয় মান,
ভাসে কত কোটী প্রাণ,
ভীষণ-সমর-স্রোতে তৃণের মতন।

২৯

লক্ষ প্রাণ বিনিময়ে মেলে যেই ধন,
তুলনায় তুচ্ছ অতি,
ভেবে কোন নরপতি,
জাতীয় গৌরব মান দেয় বিসর্জ্জন ?

৩০

প্রতাপ আইসে যদি বঙ্গ-নৃপদলে,
সমরে সহায় করি,
তথাপিও মছন্দরী,
যুঝিবে তাহার সনে নিজ বাহুবলে।

৩১

প্রতাপের অধীনতা-শৃঙ্খল-বন্ধন,
ক্ষণেক গলায় পরি,
পরে যদি লাভ করি,
অক্ষয় অমূল্য এক জীবন রতন,—

৩২

কিম্বা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়,
পর্ব্বত-প্রমাণ রাশি,
রতন সহিত আসি,
মছন্দরী ইচ্ছাখাঁর পদানত হয় ;—

৩৩

তথাপিও শত গুণে শ্রেষ্ঠ মানি মনে,
সম্মুখ সমরানলে,

পোড়াইয়া শত্রু দলে,
আপনার অনিত্য এ প্রাণ বিসর্জ্জনে।

৩৪

যে তেজে ভারতে আসি মুসল্মানকুল,
প্রকাশিয়া ভুজবল,
কাঁপাইল ধরাতল,
প্লাবিত রুধিরে মহী প্রতাপে অতুল,

৩৫

করিতে ধরণী পরে স্বধর্ম্ম প্রচার,
ভ্রমিল সকল দেশ,
ধরিয়া সংহার বেশ,
স্বমতে আনিল বিশ্বে খুলি তরবার।

৩৬

সেই তেজ যত কাল শরীরে বহিবে,
ততকাল ইচ্ছাখাঁর,
এই অসি খরধার,
কাফেরের রক্তপানে নিরস্ত নহিবে।

৩৭

করিলে ভীরুতা-বশে সন্ধির বিধান,
হাসিবে স্বজাতি সবে,
শশাঙ্ক-সমান রবে,
অমল কুলেতে চির কলঙ্ক-নিশান।

৩৮

ভেবেছ কি এ হৃদয় দুর্ব্বল এমন,
শুনিয়া অরির নাম,
ত্যজিব আপন ধাম,
তরাসে, গৌরব মান দিয়া বিসর্জ্জন ?

৩৯

সঙ্কুচিত নহে কভু বীরের হৃদয়,
জীবনের মায়া করি,
কে পলায় দেখে অরি,
সমরে শূরের মন শঙ্কিত কি হয় ?

৪০

অদৃষ্ট ভাবিয়া কোন বীরের নন্দন,
দেখিয়া প্রবল অরি,
উচ্চ শির নত করি,
করে বিনা যুদ্ধে তারে আত্ম সমর্পণ।

৪১

ধরে না এদেহ ভীরু রমণীর প্রাণ,
যে নামের ভীমরবে,
ত্রিলোকে কম্পিত সবে,
আমি সেই রণ-প্রিয় পাঠান-সন্তান।

৪২

বীর-রক্তে করে যার শরীর নির্ম্মাণ,
সে কভু কি ভাবে হায়,

দুর্ব্বলা বালার প্রায়,
সেনার আধিক্য মাত্র বিজয় নিশান?

৪৩

সমরের ভাবী ফল কে করে নির্ণয়,
দেখিলেই শত্রুগণ,
বীর ধর্ম্মে করে রণ,
তাহাতে কখন জয় কভু পরাজয়.?

৪৪

পূরাতে দুর্দ্দমনীয় বিষয়ের আশা,
দুর্ব্বল ভূপতিগণ,
জিনিয়া কয়েক জন,
বাড়িয়াছে প্রতাপের সমর-পিপাসা।

৪৫

" আজি তার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিব;
এই অসি খরসান,
প্রতাপের রক্তপান,
করিবে,—এদেহ নহে সমরে ঢালিব।

৪৬

অদিতি-নন্দিনী ঊষা নীরবে এখন,
দেখিয়া যামিনী শেষ,
পরিয়া প্রভাত-বেশ,
খোলে পূর্ব্বাশার দ্বার রক্তিম-বরণ।

৪৭

এখনো রয়েছে অই গগন-মণ্ডলে,
শান্তোজ্জ্বল সুখ-তারা,
হয় নাই নেত্রহারা,
ছোঁয় নাই প্রভাকর ভূধর-কুন্তলে।

৪৮

হেন কালে অকস্মাৎ সমর-বাজনা,
নিনাদিল রণরঙ্গে,
গরজিল সেই সঙ্গে,
ফাটায়ে গগন, কাঁপাইয়া দিগঙ্গনা ;—

৪৯

বজ্রনাদী শত শত কামান ভীষণ,
করিল অনল-বৃষ্টি,
যেন সংহারিতে সৃষ্টি,
কত শত্রু-সেনা তাহে ত্যজিল জীবন।

৫০

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র বাঙ্গালী সকল,
যেন পঙ্গপাল-দল,
আবরিল সর্ব্ব স্থল,
ছুটিল সমরে যেন প্লাবনের জল।

৫১

পবন-তাড়িত সিন্ধু-লহরী-যেমন,
একের উপরে আর,

ধায় ঊর্ম্মি অনিবার
প্রবেশে সমরে মাতি ক্ষত্রিয় তেমন।

৫২

যেমন ক্ষুধার্ত্ত ফণী ভেক দরশনে,
করি ফণা বিসারণ,
করি ঘোর গরজন,
বিদ্যুৎ বেগেতে ছুটে ভেক আক্রমণে।

৫৩

তেমতি পাঠান সৈন্য ভীম পরাক্রম,
সম্মুখে দেখিয়া অরি,
নানা প্রহরণ ধরি,
ছুটিল সমরে যেন কালান্তক যম।

৫৪

বাজিছে উভয় পক্ষে সমরবাজনা,
উৎসাহিত সেনাগণ,
করি ভীম আস্ফালন,
পশে শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্জনা।

৫৫

ক্ষত্রিয় পাঠানগণ সরোষে গর্জ্জিয়া,
লাখে লাখে তরবার,
ঘুরাইছে অনিবার,
খেলিছে বিজলী যেন নয়ন ধাঁধিয়া।

৫৬

ধনুকে টঙ্কার দিয়া ধানুকী সকল,
নাহি স্থান নিরূপণ,
খর শর অগণন,
বরিষার ধারা প্রায় বর্ষে অবিরল।

৫৭

তুরঙ্গের হেষারব গজের গর্জ্জনে,
কামানের ভীমরবে,
ত্রিলোকে কম্পিত সবে,
আগত প্রলয় কাল ভাবি মনে মনে।—

৫৮

প্রকম্পিত হিজলীর অধিবাসিগণ,
নাহি দিক্ নিরূপণ,
করিতেছে পলায়ন,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ভয়াকুল রক্ষিতে জীবন।

৫৯

আবার সে বজ্রনাদী কামান সকল,
উগারিল ধূমরাশি,
ধূমেতে অনল ভাসি,
করিল ভৈরব রব ফাটিল ভূতল।

৬০

মোগল পাঠান কত হইল সংহার,
রাজ-সেনা অগণন,

তাহাতে সম্মুখ রণ,
কতক্ষণ স্থির ভাবে সহিবেক আর।

৬১

অদৃশ্য অরুণোদয়ে যথা তারাগণ,
সেরূপ যবনগণে,
যুদ্ধ করি প্রাণপণে,
অনন্ত কালেতে ক্রমে হতেছে মগন।

৬২

দেখিয়া সক্রোধে মহাবীর বলবন্ত,
অস্ত্রাঘাতে জ্বর জ্বর,
শক্তি-শূন্য কলেবর,
তথাপি রুষিল যেন শার্দ্দূল দুরন্ত।

৬৩

বলিল সরোষে ওরে যবনসন্তান,
কভু না ছাড়িবে রণ,
আছে প্রাণ যতক্ষণ,
সাধিব সকলে মিলে প্রভুর কল্যাণ।

৬৪

রণ ত্যজি যদি কেহ কর পলায়ন,
তার না থাকিবে শির,
নিশ্চয় কহিনু স্থির,
তবে কেন কুলে কালী ঢালিবি এমন।

৬৫

এখনি জিনিব রণ দেখহ সকলে,
যথা তুচ্ছ তৃণদল,
ভস্ম করে দাবানল,
পোড়াব শত্রুর সৈন্য সমর-অনলে।

৬৬

অমনি বিদ্যুৎ বেগে ধায় যথা তথা,
নাহি স্থান নিরূপণ,
বরিষয়ে প্রহরণ,
যথা প্রতাপের সৈন্য দেখে মহারথা।

৬৭

যেরূপ ঘূর্ণিত জল জলধি-গহ্বরে,
করি ঘোর গরজন,
চক্রাকারে ঘোরে ঘন,
ঘুরাইছে তরবার সেরূপ সমরে।

৬৮

এদিকে হিজলীপতি দেখি হতবল,
টলিতেছে সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা ধন,
কাতর সৈনিক রণ-স্রোতে অবিরল।

৬৯

সহিতে না পারি রণ সেনা সচঞ্চল,
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ঝরে,

অবিরল স্বেদ ক্ষরে,
পলায়ন-মুখ প্রায় হ'ল সৈন্যদল।

৩৭

ব্যূহ ভেদি নিজ সৈন্যে পশিতে রাজন,
জীবনাশা পরিহরি,
এক দিক লক্ষ্য করি,
আক্রমিল শত্রু সৈন্য করিয়া গর্জ্জন।

৭১

হেরিয়ে প্রতাপাদিত্য অগ্নি হেন জ্বলে,
মুখে শব্দ মার মার,
ঘেরিলেক চারি ধার,
যবন-রাজায় আসি বহু সৈন্যদলে।

৭২

হেনকালে এক তীর ইরম্মদ-গতি,
ফুটিল ললাটে হায়,
সেই সাংঘাতিক ঘায়,
ভূতলে পতিত হিজলীর অধিপতি।

৭৩

জয় কালী জয় কালী বাজিল বাজনা,
হিজলীর সৈন্যগণ,
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
করিল প্রতাপাদিত্য বিজয় ঘোষণা।

৭৪

অস্ত যেতে দিনমণি সহস্র কিরণ,
দূর তরু-রাজি-শিরে,
পাতিতেছে ধীরে ধীরে,—
বিশ্রামিতে ক্লান্ত দেহ—স্বর্ণ সিংহাসন।

৭৫

হাসিছে হিজলী যেন ভাবি শুভদিন,
যবন-রাহুর করে,
কাঁপি'ছিল থর থরে,
প্রফুল্ল, সন্তান করে হয়ে সমাসীন।

৭৬

নীরবে উদয় নিশা; শোভিত কুন্তল,
কোমল কুসম-থরে,
তার মৃদু স্নিগ্ধ করে,
করেছে যামিনীরূপ ঈষৎ উজ্জ্বল।

৭৭

অস্ত্রে অস্ত্রে যেই স্থান হ'ল বিদারিত,
অপার রুধির স্রোত,
এই মাত্র অবিরত,
বহিয়াছে, এবে তাহা নীরব নিদ্রিত।

৭৮

কালি যে বিপক্ষ জ্ঞানে করিল সমর,
আজি ত্যজি পক্ষাপক্ষ,

পাতিয়া দিয়াছে বক্ষ,
ক্ষত্রিয় যবন এক শয্যার উপর।

৭৯

এইত ভবের মেলা নিয়তির খেলা,
কিছু চিরস্থায়ী নয়,
তবে কেন নীচাশয়,
রাখিতে অমর কীর্ত্তি সদা কর হেলা।

৮০

নীরব অবনী ; এবে শিবিরে রাজার,
হিজলীর রত্ন-রাশি,
কিরণে আঁধার নাশি,
খুলেছে উল্লাসে যেন আনন্দ বাজার।

৮১

এমন প্রমোদে কেন ভূপতির মন,
নহে আমোদিত হায়,
বিশুষ্ক কমল প্রায়,
কেনরে মলিন জ্ঞান-গর্ব্বিত বদন।

৮২

কখনো অনন্য মনে উঠিয়া দাঁড়ায় ;
কভু বসে হেঁট মুখে,
মজিয়া কি মন দুখে,
ভ্রমে কভু দ্রুত পদে নিরখি ধরায়।

৮৩

বুঝেছি কারণ; বসন্তের পুত্রগণে,*

না পাইয়া নরপতি,

চিন্তায় কুঞ্চিত অতি,

ভাবিছে কোথায় তারা, ব্যাকুলিত মনে।

৮৪

রজনী প্রভাতা প্রায়; ভাবিতে ভাবিতে,

বঙ্গ ভূপতির চিত,

ধীরে ধীরে আকর্ষিত,

হইল অজ্ঞাতে এক যুবার সঙ্গীতে।

সঙ্গীত।

কেন অচেতন শবের মতন,

রে ভারতবাসি! রয়েছ এখন,

নিশা হ'ল ভোর, ছাড় ঘুম ঘোর,

আলস্য আধার শয়ন তোল।

অই যে যামিনী অবসান প্রায়,

সুস্বর লহরী বিহঙ্গ ছুটায়,

জাগিল সকলে, তোমরা কিবলে,

শয়ান রহিয়া স্বকাজ ভোল।

---

* প্রতাপাদিত্য হিজলী আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই রূপবসু বসন্ত-রায়ের পুত্রগণকে স্থানান্তরিত করেন ও নিজে রাঘব রায়কে লইয়া দিল্লি গমন করেন। রূপ বসুর প্রকৃত নাম রামরূপ বসু কিন্তু সকলে রূপবসু বলিয়া ডাকিতেন।

প্রভাত-আলোক ভূলোক পূরিল,
কালামুখী উষা অই পলাইল,
বুকে পরিমল হাসে শতদল,
নিরখি রবির কিরণ-রাশি।
স্বাধীনতাপ্রিয় মানব সকল,
সাধিছে স্বকাজ দেশের মঙ্গল,
তোদেরি কেবল, দু'নয়নে জল,
কেনরে কেনরে ভারতবাসি!
দেখি কি পরের ঐশ্বর্য্য অতুল,
শিশু-সমতুল কাঁদিয়া আকুল!
ওসব বিভব, তোমাদেরি সব,
ইচ্ছা হলে আজি ভুঞ্জিতে পার।
অবোধ ভারত অমনি ভুলিল,
কাচ কি কাঞ্চন চিনিতে নারিল,
মস্তক তুলিল, ঘুরে ঘুমাইল,
মেলিল না আঁখি ভারত আর।
দরিদ্রতানল ক্রমেতে প্রবল,
দ্বিগুণ ত্রিগুণ কে নিবারে বল,
মেল আঁখি মেল, ভারত কমল,
বিপদে শয়ন সাজে কি ভাই।
কাঁদিছে বালক জনক জননী,
কাঁদে ভাই ভগ্নী বালিকা রমণী,

শুন যাদুমণি, সে করুণ ধ্বনি,
পুড়িয়া সকলে হতেছে ছাই।
তাই বলি কেন ধর্ম্ম অর্থ কাম,
দাসত্বে ডুবায়ে হারাইলে নাম,
হারালে গৌরব, পরম বৈভব,
চিরোন্নত শির করিয়া নত।
দরিদ্রতা বলে তবু দলে পায়,
কর এই বেলা নিধন উপায়,
দুনয়নে জল, ঝরিবে কেবল,
জীবনের কাজে না হলে রত।
সুরঅংশে বীর-বংশে অবতার,
রাজরাজেশ্বর উপাধি তোমার ;
তোদেরিত শরে, ভেদি নীলাম্বরে,
হরিল কনক চম্পক রাশি।
রোধিত তোদের অস্ত্রে প্রভাকর,
কাঁপে থর থর শেষ নাগেশ্বর ;
কাটিয়া ভূধর, বেঁধেছ সাগর,
ভুলেছ কি তাহা ভারতবাসি ?
ভীম গদাঘাতে বিহঙ্গ যেমন,
ঘুরিত বিমানে সহস্র বারণ,
শুনিতে অদ্ভুত, ভয়ে পঞ্চভূত,
ছিল আজ্ঞাবহ দাসের মত।

কমলা অচলা হীরক-আসনে,
বেদের বচন ভারত ভবনে,
কেন তবে ভাই, ভিক্ষা মেগে খাই,
কেন হই তবে দাসত্বে রত।
"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই সার,
বাণিজ্যের মুখে ধনের বিস্তার,
দরিদ্রতানলে, যাবে আরো জ্বলে,
ঘৃণিত দাসত্বে থাকিলে রত।
পরমুখ চেয়ে কেন কাঁদ আর,
বাণিজ্যে সম্পদ কুবের ভাণ্ডার,
ঘুচি অবনতি, হইবে উন্নতি,
স্বাধীন জীবনে পশিবে যত।
সেইত তোমরা করেছ সে কালে,
স্বাধীন ব্যবসা সকালে বিকালে ;
কিফল কাঁদিয়া, নয়ন মুদিয়া,
অন্ধসম কেন রয়েছ হায় !
পাগলেও বুঝে আপন মঙ্গল,
বুঝিবিনে তাহা তোরা কি কেবল ;
কি লজ্জার কথা, এ মরম ব্যথা,
হৃদয় খুলিয়া কহিব কায়।
জ্বলন্ত তপন পুণ্য গঙ্গাজল,
সাক্ষী রাখি জ্বালি সম্মুখে অনল,

করহ শপথ, পূর্ণ মনোরথ,
দাসত্ব নিরয়ে ডুবোনা আর।
আলস্য অনৈক্য আগে কর দূর,
পাবে স্বর্গ-সুখ সম্পদ প্রচুর;
স্থাপ আজি ঘট, কিসের দুর্ঘট,
সাধিলেই সিদ্ধি জানত সার।
প্রতিধ্বনি তার হইল আবার,
কাঁপায়ে অবনী অম্বর কান্তার,
"করহ শপথ, পূর্ণ মনোরথ,
দাসত্ব-নিরয়ে ডুবোনা আর।
"আলস্য অনৈক্য আগে কর দূর,
পাবে স্বর্গ-সুখ সম্পদ প্রচুর ;
স্থাপ আজি ঘট, কিসের দুর্ঘট,
সাধিলেই সিদ্ধি জানত সার।"
সে রবে টলিল হিমাদ্রি উত্তরে,
দক্ষিণে কুমারী কাঁপে থর থরে,—
পূর্ব্বে মণিপুর, পশ্চিমে সিন্ধুর
কাঁপিয়া উঠিল সলিল রাশি।
আকাশ ফাটিল সে রব ছুটিল,
এ লজ্জার কথা স্বর্গে বিঘোষিল,
প্রভাত হইল, সকলে জাগিল,
ঘুরে ঘুমাওনা ভারতবাসি!

ইতি পঞ্চমসর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

১

প্রভাতা রজনী হাসিল অবনী,
ফুটিল অরুণ গগন-গায় ;
রাজবেশে সাজি বঙ্গ-নরমণি,
সভায় আসিয়া বলিল "হায় !

২

"ঘোর দরশন অশিব স্বপন,
দেখিয়াছি গত যামিনী শেষে ;
পেয়েছি যাতনা দারুণ বেদন,
নেত্রজলে হৃদি গিয়াছে ভেসে।

৩

"প্রফুল্লিত শশী তারকা-নিচয়,
বিমল বিশাল গগন-ভালে ;
ঢাকিল সহসা অন্ধকারময়,
নিবিড় ভয়াল জলদ-জালে।

৪

"গুড়ু গুড়ু ঘন ডাকে ঘন ঘন,
হাসিল দামিনী দ্বিষদ প্রায় ;
প্রমত্ত প্রলয় ভীম প্রভঞ্জন,
স্বন্ স্বন্ রবে চৌদিকে ধায়।

৫

"এমন সময় প্রচণ্ড অনল,
ভয়ঙ্কর রবে আকাশ ফুটে ;
বাহির হইল, কাঁপে ভূমণ্ডল,
বেগে চারিদিকে স্ফুলিঙ্গ ছুটে।

৬

"থর থর বাহু চরণ কাঁপিল,
চমকি শিহরি উঠিল কায় ;
ধমনীতে বেগে বিদ্যুৎ ছুটিল,
শোণিত হৃদয়কন্দরে ধায়।

৭

"রোমাঞ্চে শরীর হ'ল কণ্টকিত,
শঙ্কিত সজারু পৃষ্ঠেতে যথা ;
নীরব নিষ্পন্দ চেতনা-রহিত,
অচল ভাবেতে রহিনু তথা।

৮

"শুনিনু সহসা এমন সময়ে,
মরম আঘাতী বিলাপ রব ;
পবনপ্রবাহে সে লহরী লয়ে,
যেন তোলপাড় করিল সব।

৯

"জলদ নিনাদ হ'ল মন্দীভূত,
সেই আর্ত্তনাদ গভীরস্বরে ;

শান্তির কোলেতে জগৎ স্তম্ভিত,
না জানি কে কাঁদে কিসের তরে।

১০

"তম-আবরণ ত্যজিল রজনী,
ধরণী সাজিল মোহন সাজে;
আবার তারকা চন্দ্রমা চাঁদনী,
গগন-ললাট ভাসায়ে রাজে।

১১

"হৃদয়ের তম রহিল তেমনি,
ব্যথিত মানস করুণ স্বরে;
রোদনের স্বর কাণ পেতে শুনি,
সেই দিকে গতি করিনু পরে।

১২

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যামিনীর শেষে,
উদয় বিশাল প্রান্তর মাঝে;
পূর্ব্বাশার মুখ সুমধুর হেসে,
আরক্ত রঞ্জিত বসনে সাজে।

১৩

"সুস্বর লহরী সুকণ্ঠ-বিহঙ্গ,
রঞ্জিত গগনে বিভাস হেরে;
ছড়ায় ছুটায় রসের তরঙ্গ,
আনন্দে শিখর পল্লব ঘেরে।

১৪

"উঠিছে নবীন বেশে বিবস্বান,
গগন তটেতে ভূতল চিরে ;
যেন কোন সুরবালা করি স্নান,
দ্যুতিমালা পরি উঠিছে তীরে।

১৫

"অদূরে কান্তার ভীম দরশন,
যেন স্তূপাকার জলদ রাশি ;
বকাবলি তায় শোভিছে, যেমন,
নীলাম্বুতে শত সরোজ ভাসি।

১৬

"সাহস সহায়ে প্রবেশি বিজনে,
দেখিনু ঢেকেছে আঁধারে সব ;
দৃষ্টি নাহি চলে ভয় হ'ল মনে,
কেবল হতেছে শ্বাপদ রব।

১৭

"চমকিত হয়ে ফিরাই নয়ন,
দেখি বিরাজিত প্রমোদ বন ;
বৈজয়ন্তে যথা নন্দনকানন,
অসমা সুষমা মোহিল মন।

১৮

"প্রমোদিত চির সুখদ বসন্ত,
সেজেছে প্রকৃতি মোহন সাজে

পলায়েছে দূরে শিশির দুরন্ত,
ঝঙ্কারিছে পিক নিকুঞ্জ মাঝে।

১৯

"গুঞ্জরিছে অলি কুসুম কাননে,
মকরন্দ পানে উন্মত্ত প্রায়;
মঞ্জরিত তরু; মৃদুল স্বননে,
বহিছে বিমল মলয় বায়।

২০

"সহসা দেখিনু এক বরাঙ্গনা,
বসে এক দীর্ঘ তরুর তলে
ভ্রম হল রমা বৈকুণ্ঠললনা,
বসে কমনীয় কমল দলে।

২১

"জ্যোতির্বিমণ্ডিত নয়ননীলিমা,
চিত্রিত চপলা অধরে যেন;
কি সাধ্য চিত্রিতে অঙ্গের মহিমা,
কোথা চিত্রকর ধরায় হেন।

২২

"যদিও সুঅঙ্গে নাহি আভরণ,
কমল বদনে নাহিক হাসি;
তবুও সে রূপ ভুবন মোহন;
ছড়ায়ে পড়েছে লাবণ্য-রাশি।

২৩

"মলিন অম্বর তথাপি সুন্দর,
শোভিছে সুচারু কনক অঙ্গে ;
দেখে বোধ হয় যেন ক্ষণকর,
পয়োধর কোলে খেলিছে রঙ্গে।

২৪

"বয়সে প্রাচীনা দর্শনে যুবতী,
দুখিনীর বেশে সদাই নত ;
নলিন-সুষমা মলিন সম্প্রতি,
তথাচ মলিনে মাধুরী কত।

২৫

"সাজিত এ নারী যদি আভরণে,
অমরে নরেতে বাধিত দ্বন্দ্ব ;
সুরাসুরে যথা সাগর মন্থনে,
সুধার লাগিয়া হইয়া অন্ধ।

২৬

"লাবণ্যের সার করিয়া গ্রহণ,
গড়ি কি বিধি এ মোহিনীফুল ?
পাছে বিশ্ব-মন হয় সম্মোহন,
লুকা'ল কি বনে হয়ে আকুল ?

২৭

"এই কি পার্থিবী রাঘবরমণী,
এই তবে সেই ঋষির বন ;

অথবা সাবিত্রী সতী-শিরোমণি,
অনাথিনী বনে ব্যথিত-মন ?

২৮

"কিম্বা এই ভৈমী পতি-বিরহিণী,
বসিয়া বিপিনে বিষাদ-মনে ;
অথবা পৌলোমী ভুবনমোহিনী,
ত্যজি সুদর্শনী শাপিত বনে ?

২৯

"ভাঙ্গিতে বিধি কি যোগেন্দ্রের ধ্যান,
রচিয়া অপূর্ব্ব অমল চাঁদ ;
পাঠা'ল ছলিতে করি এ বিধান,
পাতিয়া স্বরূপ জ্যোতির ফাঁদ।

৩০

"কত তোলাপাড়া করিতেছি মনে,
কিছু না পারিনু করিতে স্থির ;
না জানি পলকবিহীন নয়নে,
কি জন্য ঝরিতে লাগিল নীর।

৩১

"জ্যোতিবিমণ্ডিত এ কোন কামিনী,
ধূলায় ধূসর সোণার কায় ;
হবে রাজরাণী বিজনবাসিনী,
না জানি কি ঘোর পাপের দায় ?

৩২

"দীনতা-প্রতিমা কালিমা শরীর,
রুক্ষ সূক্ষ্ম কেশ কৃশিত কায় ;
বিষাদে মলিন, তবু কি রুচির,
জ্যোতির্ম্ময় দেহ লুকান যায়।

৩৩

"সহসা ললাটে করাঘাত করি,
কাঁদে অভাগিনী ; নয়ন জল
আঁখি ফাটি পড়ি দর দর ঝরি,
প্লাবিত করিল হৃদয়স্থল।

৩৪

"মনের বেদনা যেনরে সুন্দরী,
এতদিন হায় ঢাকিয়া ছিল ;
সঞ্চারি কি নব বিষাদলহরী,
অকূল পাথারে ডুবিয়া গেল।

৩৫

"আকুল হৃদয় জলধি গভীর,
হাহাকার রবে বলিল নারী ;
এই কি নিয়তি বিধান বিধির,
এ যাতনা আর সহিতে নারি ,

৩৬

"কোথায় অযোধ্যা ইন্দ্রপ্রস্থ হায়,
কোথা রাজবারা মগধদেশ ;

কোথা পঞ্চনদ, আমি বা কোথায়,
কোথা এ দুখের রজনী-শেষ।

৩৭

"কোথা রঘু রাম কর্ণ দুর্য্যোধন,
ভীমার্জ্জুন ভীষ্ম শূরেন্দ্র যত;
ভারত আকাশে কই রে এখন,
শোভিছে উজ্জ্বল তারার মত।

৩৮

"আমি অভাগিনী অনাথা রমণী,
কোথা পুত্রগণ হৃদয়তারা;
দেখরে আসিয়া তোদের জননী,
কেঁদে কেঁদে হায় হতেছে সারা।

৩৯

"কি আর কহিব বাঁকি কি বলিতে,
ভাসিতেছি সদা নয়ননীরে;
জ্বলে যে প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ড চিতে,
দেখাইব কত হৃদয় চিরে।

৪০

"অমরঅর্চ্চিত পাদ্যঅর্ঘ্য দানে,
ভীরুতা-বিমিশ্র কাতর স্বরে;
পারি নাকো আর সহেনাকো প্রাণে,
বিনয়ে পূজিতে বিজাতি নরে।

৪১

"কে গাইবে গান আর বীররসে,
আনন্দে বাজায়ে সপ্তমে তূরী;
ডুবেছে ভারত অনন্ত তামসে,
নির্জ্জীব নীরব ভারত-পুরী।

৪২

"না পারি কাঁদিতে হৃদয় উচ্ছ্বাসে,
মরম বেদনা বলিতে নারি;
যম যাতনায় কাঁপিতেছি ত্রাসে,
হৃদয়ে চাপান পাষাণ ভারি।

৪৩

"রূপে নিরুপম নিখিল ধরায়,
কেন বিধি মোরে করিয়া হায়!
ফেলিলেন ঘোর চির দুর্দ্দশায়,
শত শত্রুপদ অঙ্কিত কায়?

৪৪

"দেখায়ে সম্পদ ঐশ্বর্য্য অতুল,
ধনে মানে গুণে গরিষ্ঠ ভবে,
করিল বিজাতিকরের পুতুল,
উপহাস করি নাচায় সবে।

৪৫

"আছে ধন কিন্তু নাহি অধিকার,
ছুট অন্নতরে কতই সই;

মান অপমান পর করে ভার,
পর-মুখ চেয়ে নিয়ত রই।

৪৬

"শমনের দূত ক্ষত্রি রজপুত,
আছিল যখন সজীব হায়;
সভয়ে কম্পিত করে করযুত,
কত নরপতি লোটাত পায়।

৪৭

"পুত্রগণ এবে ঘুমে অচেতন,
শীতল শোণিত অসাড় দেহ;
জাগা'তে তা'দিগে পারে কি এখন,
দেহেতে বিদ্যুৎ সঞ্চারি কেহ?

৪৮

"ভিখারিণী দেখে কে করে যতন,
সন্তোষ বচন কহে কি কেহ;
অন্তর-অনলে দুখের জীবন,
নীরবে পোড়ায়, শুকায় দেহ।

৪৯

"অপরে কি বুঝে হৃদয় বেদনা,
না হলে তেমন অবস্থা তার;
জানে সে কভু কি বিষের যাতনা,
ফণীন্দ্র অঙ্গেতে দংশেনি যার।

৫০

"অগ্নিগিরি-সম অন্তঃস্থ অনলে,
পুড়িয়া হৃদয় হতেছে ক্ষার ;
ভাসিতেছি সদা নয়নাশ্রু-জলে,
এ ঘোর যাতনা সহেনা আর।

৫১

"না জানি এরূপে যাবে কতকাল,
আশার আশ্বাসে কত বা র'ব ;
সতত অন্তরে বিঁধিছে যে শাল,
অবলা বলে তা কতই সব।

৫২

"সতীত্ব-রতন ভারত-ভিতরে,
লুটিছে যবন ; হিন্দুর নাম ;
ভাসিছে,—ডুবিবে যবন-সাগরে,
বিধি বাদী যবে আমায় বাম।

৫৩

"সহি অবিচার কত অত্যাচর,
কত উৎপীড়ন মনের দুখে ;
শরীর শিহরে ;—নিয়ম রাজার,
ধর্ম্মের বিস্তার কৃপাণ-মুখে !

৫৪

"কার তরে কাঁদি ? এত অত্যাচার,
কার তরে সহি ?—পুত্রের তরে ?

তারাত ভাবেনা ভুলে একবার,
কি কষ্টে নিয়ত নয়ন ঝরে ?

৫৫

"এই বলি মহাশোকেতে রমণী,
কাঁদিতে লাগিল কাতরস্বরে ;
সম্মুখে যাইয়া জিজ্ঞাসি তখনি,
কে তুমি কাঁদিছ কিসের তরে ?

৫৬

"কেন এ বিজনে বিষাদে মলিনী।
কেন বিগলিত নয়ন-জল ;
অয়ি মূর্ত্তিমতী শোক-স্বরূপিণি !
স্বরূপ বলহ না করি ছল।

৫৭

"পবিত্র হৃদয়-জলধি তোমার,
এত আন্দোলিত কেন গো হ'ল ;
কি নব বিষাদ-লহরী-সঞ্চার,
হইল আবার বলগো বল।

৫৮

"বুক ফেটে যায় একি সর্ব্বনাশ,
এ কেমন খেলা বিধান বিধি !
কোমল কুসুমে কীটের নিবাস,
কলঙ্কিত চারু অমূল্য-নিধি।

৫৯

"বল মনোভাব; বলিলে স্বজনে,
জানি হয় ন্যূন মরম দুখ;
করোনা ছলনা বল সুলোচনে!
প্রফুল্ল করিয়া কমলমুখ।

৬০

"করিনু প্রতিজ্ঞা সাক্ষাতে তোমার,
যে তব এ দশা করিল হায়;
এ শাণিত অসি করিয়া প্রহার,
নিশ্চয় কাটিব সবংশে তায়।

৬১

"উলটি ফেলিব বিধির বিধান,
কৃপাণের ঘায় কালের গতি;
ফিরাইব আজি, কে করিবে আন,
কি করে দেখিব আজ নিয়তি।

৬২

"পশ্চিমে ভাস্কর উদয় সম্ভব,
তথাচ অটল আমার বাণী;
প্রতিজ্ঞা আবার শত্রুশির তব,
নিশ্চয় ছেদিব এ অসি হানি।

৬৩

"সজল নয়নে অমনি রমণী,
চমকি চাহিয়া আমার পানে;

কোমল কোলেতে বসায়ে তখনি,
সুরভি-শ্বাসেতে শির আঘ্রাণে।

৬৪

"আশীষ বচনে করে দিয়া অসি,
ধান্য দূর্ব্বা শিরে করিয়া দান;
আশার আশ্বাসে বলিল রূপসী,
সঞ্চারিল আজি এদেহে প্রাণ।

৬৫

"শত গ্রন্থিময় মলিন অঞ্চলে,
কমল- কামিনী মুছিয়া আঁখি;
মুখ তুলি আহা ভাসি অশ্রু জলে,
কহিলেন করে কপোল রাখি।—

১

"এই সেই আর্য্যভূমি জ্ঞানের দর্পণ,
ভারতী এখানে গান গাইত কেমন;
বাজায়ে গম্ভীর তুরী,
সপ্তমেতে তান পূরি,
শ্বেত-শতদল-পরে বসি নিরন্তর।
এই সেই বিদ্যারণ্য,
হায়রে জগতে ধন্য,
এইসে বিবিধ চারু বিদ্যার আকর।
দর্শন বিজ্ঞান সার,

ব্যাকরণ অলঙ্কার,
বিকশিত বেদ চারু সাহিত্য ভাণ্ডার।
কেমন লহরী তার,
কেমন মধুর তার,
অপূর্ব্ব রসের সিন্ধু অনন্ত অপার।
এইসে রত্নের খনি,
গুণী জ্ঞানী শূরমণি,
কতই প্রসবে; কবি-কুল-চূড়ামণি।
বাল্মীকি গাইল গান,
বীর রসে ছাড়ি তান,
যশের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত ধরণী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
অতল অনন্ত জল,
এইখানে বসি ব্যাস করিল মন্থন।
এইখানে কালিদাস,
ছড়া'ল মধুর ভাষ,
মিহির মিহিরপ্রায় বিখ্যাত ভুবন।
হর্ষদেব শঙ্কু মাঘ,
ভবভূতি মহাভাগ,
কবি কাব্য অলঙ্কার সব এই খানে।
এইসে পবিত্র ধাম,

বিশ্বব্যাপি যার নাম,
ভূতলে যে পুরী শ্রেষ্ঠ ভারতী বাখানে
বিদ্যা-বিগর্ব্বিত ভূমি,
এই সে দেখহ তুমি,
নাহি চারু পিক এক আর এই বনে।
প্রকাশে মনের কথা,
প্রকৃত হৃদয় ব্যথা,
প্রফুল্ল নবীন রাগে গভীর নিস্বনে।
বীণার ছিঁড়েছে তার,
নিবিয়াছে সে ঝঙ্কার,
অন্তর অন্তরে পুড়ে কাল হুতাশনে;
নাহি এক পিক শিশু আর এই বনে।

২

এই সেই আর্য্য ভূমি বীরেন্দ্র ভবন;
এই সে পবিত্র জাতি আর্য্যের নন্দন।
সবে সুর অবতার,
বীরকুল অলঙ্কার,
তেজে প্রভাকর, রণে সাক্ষাত শমন।
সুসভ্য সমাজে যার,
অগ্রে পূজা ব্যবহার,
শূরেন্দ্র সমাজে চারু উচ্চ সিংহাসন।

ভ্রুকুটি-ভঙ্গীতে যার,
প্রকম্পিত ত্রিসংসার,
সেবিত যাহার পদ ভয়ে পঞ্চভূত।
পুত্র যার রজপুত,
ক্ষত্রিয় শমন দূত,
বীরকুল-চূড়ামণি বিক্রমে অদ্ভুত।
অজয় অটল ভবে,
হিমাদ্রি সমান সবে,
ধ্বনিত ধরণী—চারু বিমল সুযশে।
মহাতেজ বীর্য্যশালী,
অংশুহীন অংশুমালী,
হইয়া যাদের ভয়ে লুকাত তমসে।
পবন তাড়িত হায়,
পাবক প্লাবিত প্রায়,
উন্মত্ত সংহার বেশে ভ্রমিয়া ধরায়।
প্রচারিল ভুজবল,
সব কৈল পদতল,
সর্ব্বত্রে বিজয়-ধ্বজা হেলায় উড়ায়।
তপন-তেজেতে হায়,
অধম খদ্যোত প্রায়,
লুকাত অরাতি ত্রাসে শুনে যার নাম।

হাতে করি ধনুঃশর,
কাঁপাইল চরাচর,
সসাগরা ধরা, পদে করিল প্রণাম।

কেমন প্রভার ঘটা,
শত সৌদামিনীছটা,
প্রকাশি চমকি বিশ্ব সাহসের ভরে।

হুঙ্কার করিয়া রঙ্গে,
অনন্ত সাগর লঙ্ঘে,
প্রতিজ্ঞা-ভূষণ কিবা উজ্জ্বল অন্তরে।

এই সেই আর্য্যভূমি,
আর্য্যপুত্র হও তুমি,
ভস্ম আচ্ছাদিত তেজ-হীন বহ্নি প্রায়।

কোথা সেই তেজদর্প,
কই গর্জ্জে কাল সর্প,
অই যে ভেকের পদে কাতরে লোটায়।

প্রচণ্ড প্রভায় যার,
প্রকম্পিত ত্রিসংসার,
হায় যার জ্ঞাতি কালদণ্ডধর যম।

অধম যবন দলে,
আজ কিনা পদে দলে,
বুকের উপর বসি করিয়া বিক্রম।

নাহি সে রূপের ছটা,
নাহি সে কিরণ ঘটা,
নাহি সে সৌরভ চারু গৌরব এখন।
সেই তেজ বীর্য্য যত,
শূন্যতায় পরিণত,
চারিদিকে হাহাকার কেবল রোদন।
নাহি সেই ধনুর্ব্বাণ,
নাহি বীর-কণ্ঠগান,
নাহি সেই হুহুঙ্কার হৃদয়-কম্পন।
কেবল রয়েছে নাম,
এই সেই আর্য্যধাম,
কায়ার কেবল ছায়া—আছে কি জীবন?
তা যদি থাকিত তবে,
কেন এদুর্দ্দশা হবে,
কেন বা ভাসিতে হবে নয়ন-ধারায়?
এই সেই আর্য্য ভূমি,
আর্য্যপুত্র হও তুমি,
আর্য্যের শোণিত আর আছে কি শিরায়?
ক্ষীণ দীন মৃত-প্রায়;
ধরায় শায়িত হায়!
ধরিছ জীবন আজ পর-প্রতীক্ষায়;
অটল বিরাট-দেহ কঙ্কাল চিন্তায়।

৩

"এই সেই আর্য্যভূমি কীর্ত্তিনিকেতন ;
এই সেই রত্নগর্ভা উজ্জ্বলা ভুবন।
এখানে মন্থন সিন্ধু,
উঠিল অমৃত ইন্দু,
ইন্দিরা সারদা শেষে অনন্ত গরল।
সুরাসুরে ঘোর রণ,
এইখানে সংঘটন,
এখানে একত্র হ'ল পার্থবীয় বল।
এইখানে রক্ষকুল,
হ'ল হায় নিরমূল,
এেতায় রামের সহ সমরে তুমুল।
এখানে পাণ্ডবচয়,
ছাড়িল যজ্ঞের হয়,
ভুবন করিল জয় বিক্রমে অতুল।
এইখানে দুর্য্যোধন,
করিল বিষম পণ,
বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে সূচ্যগ্র মেদিনী।
মন্ত্রের সাধন তরে,
প্রাণ দিয়া অকাতরে,
প্রতিজ্ঞা পালন করে পুরুষ কামিনী।

এইখানে এলোকেশী,
অসিতে অসুর নাশি,
হুঙ্কারে কাঁপায় ধরা, দনুজারি-বালা।
হর্ষ বিস্ফারিত অঙ্গে,
মাতিয়া সমর রঙ্গে,
ভূষিত করিল কণ্ঠ পরি মুণ্ডমালা।

এখানে সাবিত্রী সতী,
খনা, সীতা, লীলাবতী,
বেহুলা, শর্ম্মিষ্ঠা লীলা করিল কেমন !
স্মরিতে সে সব কথা,
বাড়ে হৃদয়ের ব্যথা,
তলায় অতল শোক-সাগরে জীবন।

চেতনা বিলুপ্ত হয়,
দেখি বিশ্ব তমোময়,
নয়নে উলটে ধরা ঘুরিয়া কেমন।
কি দিব হে পরিচয়,
আর্য্যভূমি স্বর্ণময়,
এই সেই, এই সব আর্য্যের নন্দন।

সেই তেজ বীর্য্যে হায়,
কেমনে এ বসুধায়,
জন্মিয়া দাসের বংশ নিস্তেজ হৃদয় ;—

করিয়াছে পরাধিনী,
তাই আমি ভিখারিণী,
কি আর দিব হে বল নিজ পরিচয় ?
রাজলক্ষ্মী ভারতের,
কেমন অদৃষ্ট ফের,
অরণ্যে বসতি আজ সম্বল রোদন।
ভারতে না পেয়ে স্থান ;
বলি রামা অন্তর্দ্ধান,
গাইতে গাইতে এক গীত পুরাতন ;
বিষাদে অনন্য মনে করিনু শ্রবণ। ”

গীত।

হে মানব করি বিদ্যা জ্ঞান উপার্জ্জন,
উন্মীলিত আজু তব হলনা নয়ন।
যে যে দিকে লয়ে যায়,
চল তুমি অন্ধ প্রায়,
নারিলে চিনিতে কাচ মাণিক কাঞ্চন।
কি দিব বা পরিচয়,
আর্য্যভূমি স্বর্ণময়,
এই সেই, এই সব আর্য্যের নন্দন।
বিবিধ রত্নের খনি,
গুণী জ্ঞানী শূরমণি,
জন্মেছে এখানে, এসে পবিত্র ভবন।

এই খানে কালিদাস,
বাল্মীকি মিহির ব্যাস,
ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন কর্ণ দুর্য্যোধন।
এই সেই আর্য্যধাম,
কেবল রয়েছে নাম,
হারায়েছে একে একে হৃদয়-রতন।
রাজধানী অরণ্যানী,
উলঙ্গিনী রাজরাণী,
হরিয়াছে কাল চোরে বসন ভূষণ।
ভুলিয়াছ নিজ তত্ত্ব,
মদেতে হইয়া মত্ত,
প্রকাশ নিজ মহত্ত্ব ঘুমে কেন অচেতন।
কর রে মনের মিল,
হও বীর্য্য-ধৈর্য্য-শীল,
করিতে বাঞ্ছিত চির প্রতিজ্ঞা পালন।
কর পথ সুবিস্তার,
দুখার্ণবে তরিবার,
আজি নয় কালি হবে মঙ্গল সাধন।
আবার মন্থিয়া সিন্ধু,
উঠাও অমৃত ইন্দু,
কি ভয়? উঠিলে বিষ করহ ভক্ষণ।

ইতি ষষ্ঠসর্গ।

সপ্তম সর্গ।

—o—

নীরব অবনী ; নিশা তৃতীয় প্রহর,
নিদ্রিত রাজার পুরী ; অন্ধকার জলে,
তলায়ে রয়েছে এই বিশ্ব চরাচর ,
মানব-নয়ন আর কোথাও না চলে ;
অতি বিমলিন বেশ পরেছে রজনী,
হারাইয়া প্রেম পারাবার নিশামণি।

২

এ ঘোর নিশায় রাজ মন্ত্রণা ভবনে,
কেন আলো জ্বলে আজ, জানে কোনজন ;
গভীর নিশায় রাজা বসিয়া নির্জ্জনে,
অভীপ্সিত কোন্ মন্ত্র করেন সাধন ?
বঙ্গ-ভবিষৎ সিন্ধু মন্থিতে এখন,
তাই বা মন্ত্রণা করে সমন্ত্রী রাজন ?

৩

আলো বিনিঃসৃত বাতায়ন পথ দিয়া,
নীরবে অলক্ষ্য ভাবে কক্ষের ভিতর;
প্রবেশি অম্লানমুখে, কহ প্রকাশিয়া,
দয়াবতি হে কল্পনে, এবে নৃপবর,
কি মন্ত্রণা মন্ত্রী সহ বিরলে বসিয়া,
করিছে নিশীথকালে নিদ্রা তেয়াগিয়া ?

৪

"মনের বাসনা মোর এই মন্ত্রিবর,"
জলদ-গম্ভীর-স্বরে কহিল রাজন;
অরুণ-নয়ন যেন অনল-নির্ঝর,
ছুটিছে স্ফুলিঙ্গ বেগে ভাতিয়া বদন;
"ঘুচাব বঙ্গের চির দাসত্ব বন্ধন,
দিবনা দিল্লীর কর যাবত জীবন।

৫

"সোণার বাঙ্গলা; এই বাঙ্গালীর ধনে,
অস্পৃশ্য যবন কাড়ি লইলেক বলে;
কে পারে সহিতে ইহা সজীব জীবনে?
কে রাখে আদরে ঘরে অরাতির দলে?
কাপুরুষ কুলাঙ্গার সেইত ধরায়,
যে দেয় অবাধে দেশ পরের সেবায়?

৬

"স্বদেশ সবার যদি আদরের ধন,
আদরের ধন যদি শত্রু দলে পায়;
হারায়ে উজ্জ্বল চির হৃদয়-রতন,
কেন বাঁচিবার আশা আর এ ধরায়;
বিক্রীত জীবন যবনের পদতলে,
ভাবিলে হৃদয় জ্বলে অন্তস্থ অনলে।

৭

"মন্ত্রিবর, পৃথিবীতে সুখের জননী,
চির রুচি স্বাধীনতা স্বর্গীয় রতন;
তুচ্ছ কোটী কহিনূর সূর্য্যকান্ত মণি,
বিনিময়ে সমতুল্য কি আছে এমন!
ধনের মধ্যেতে সার অমূল্য জীবন,
কোটী প্রাণ বিনিময়ে মিলে কি সে ধন?

৮

"কোমল-কমল-প্রাণা কুলের বনিতা,
স্নেহের সদন-আহা শোণিত দর্শনে!
দয়ায় আর্দ্রিতা, ভয়ে ভাবিতা কম্পিতা,
তারাও অবলা নহে সে রত্ন রক্ষণে,
ইতিহাসে চিরোজ্বল;—সমর সমাজে,
চণ্ডী স্বরূপিণী কত কামিনী বিরাজে।

৯

"নৈশ নীল অন্তরীক্ষে ভাসি পূর্ণশশী,
হাসায় যেমন আহা যামিনী জীবন;
সেইরূপ স্বাধীনতা অমল রূপসী,
অনন্ত সুখেতে করে জীবন তোষণ;
গিরির গহ্বরে ক্ষপাকর পরাজয়,
স্বাধীনতা সে আঁধার করে সুধাময়।

১০

"অজ্ঞান তিমিরাবৃত পশুপক্ষিগণ,
তারাও সে সুখ তরে ব্যস্ত নিরন্তর;
কে চায় সহজে বল মাগিতে বন্ধন,
পরের সেবায় কেবা না হয় কাতর;
আদরের পোষাপাখী দুগ্ধ ক্ষীর খায়,
কেন তবে তার মন প্রিয় বনে ধায়?

১১

"বনেতে স্বাধীন পাখী সুন্দর কেমন,
সতেজে অনন্ত সুখে উড়িছে অম্বরে;
শ্যামল বিতানে বসি আনন্দে মগন,
ছুটায় রাগিণী রাগ ললিত লহরে;
শ্রীহীন স্বতেজহীন অবনত মুখে,
জানত পিঞ্জরে শুক কেন কাঁদে দুখে?

১২

"স্বাধীনের অধীনের সুখের তুলনা,
ওহে রামভদ্র রায়* করহ এখন,
দাসের অনন্ত দুখ অশেষ যন্ত্রণা,
স্বাধীনের সুখ আহা সুখদ কেমন।

---

* রামভদ্র রায় প্রতাপাদিত্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ইঁহার বংশধরগণ পুঁড়া গ্রামে অদ্যাপি বাস করিতেছেন এবং ঐ বংশ সম্ভূত কৃষ্ণদেব রায় কর্ত্তৃক তিতুমীরের হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল।

দাস-বংশধর এই বাঙ্গালা নিচয়,
যন্ত্রণা-নিলয় তাই মোদের হৃদয়।

১৩

"বাঙ্গালী জীবন শোক-সাগর-মাঝার,
কত যে লহরী উঠে কে গণিবে তাহা;
একটী লহরী লয় না হইতে আর,
এক উর্ম্মি ভীম বেগে ছুটিতেছে আহা।
প্রলোভ-কুম্ভীর ভাসি মমতা জীবনে,
গ্রাসিবারে ধায় সদা নিস্তেজ জীবনে।

১৪

"কল্পনা কাননে আশা পথেতে যখন,
সুখ অন্বেষিয়া মন কেবল বেড়ায়,
উঁকি দিয়া সুখলেশ লুকায়ে তখন,
হৃদয়ের অন্ধকার দ্বিগুণ বাড়ায়;
দ্বিগুণ নীলিমা নীল গগনে যেমন,
বাড়ায় বিদ্যুৎ মেলি অনল নয়ন।

১৫

"সহসা সুখের দীপ নিবিয়াছে যার,
সেই জানে দুখ ঘোর তিমির কেমন;
সহনীয় হলে ক্রমে সেই অন্ধকার,
আর কি নয়ন দেখে প্রগাঢ় তেমন?

ক্রমাগত বঙ্গবাসী যন্ত্রণা সহিয়া,
গিয়াছে হৃদয় ঘোর নিস্তেজ হইয়া।

১৬

"দেখি দুনয়নে যবনের অত্যাচার,
অমনি জ্বলিয়া উঠে অন্তর অনল;
ইচ্ছা হয়, নাপারি সহিতে অবিচার,
একাকী উপাড়ি নভোনক্ষত্রমণ্ডল;
পাঠাই যবনে এই দণ্ডে রসাতলে,
উলটিয়া ফেলি ধরা সমুদ্রের জলে।

১৭

"স্বাধীন আছিল বঙ্গ হইবে স্বাধীন
কোন দিন, কে খণ্ডে এ বিধি বিধাতার;
সমভাবে কদাচ না যায় চিরদিন,
অবনতি অন্তে ক্রমে উন্নতি বিস্তার;
চিরকাল নাহি রয় তামিস্র রজনী,
কালক্রমে পূর্ণোদয় চন্দ্রমা চাঁদনি।

১৮

"অদৃষ্ট পরীক্ষা করি দেখি একবার,
ধরিলাম করে অসি দৃঢ় মম পণ;
নির্যবন করি ঘর ভারত মাতার,
মুছাইব বিগলিত সজল নয়ন।
আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে,
কে যেন বলিছে ডাকি অন্তর-অন্তরে।

১৯

"দিবনা বঙ্গের কর প্রতিজ্ঞা আমার,
আজি হ'তে; কিন্তু মোর মনের বাসনা;
পোড়ায়ে সমরানলে যবন-সংসার,
ভৈরব-নিনাদে করি বিজয় ঘোষণা;
নিবাইব ভারতের অন্তর-অনল,
যবন-শোণিত শান্তি জলে সুশীতল।"

২০

নীরবিল নৃপমণি; গর্ব্বিত-বদনে,
বরষিতেছিল যেন গরিমা গরল;
যেমন জলধি-জল পবন-তাড়নে,
ছুটায় উত্তুঙ্গ বেগে তরঙ্গের দল;
আবার ঝটিকা শেষে প্রকৃতি যেমন,
প্রশান্ত, রাজার মন শীতল এখন।

২১

করতলে বামগণ্ড, কুঞ্চিত নয়নে,
বসি অবনত মুখে ভাবে মন্ত্রিবর;
চিন্তায় চঞ্চল মন মলিন বদনে,
বলিতে লাগিল মনে মনে—"হা ঈশ্বর,
চির পরাধীন বঙ্গবাসীর কপালে,
লেখ নাই বুঝি সুখ শান্তি কোন কালে।

২২

"যে একটু আলো আছে আশার মন্দিরে,
জ্বলিতেছে মৃদু মৃদু তাহা বুঝি হায়!
নিবিবে এখনি; দুখ প্রগাঢ় তিমিরে,
ঢাকিবে বঙ্গের কায় আবার ত্বরায়,
তা না হ'লে কেন আজ ভূপতির মন,
এ রাজ-বিদ্রোহিহ্রদে হইল মগন।

২৩

"তুচ্ছ নর নরপতি; যদি দেবকুল,
সম্রাট-সম্মুখরণে করেন প্রবেশ;
না জানি সে বিশ্বনাশী সমরে তুমুল,
কার পরাজয় রণে হয় অবশেষ,
তাহে সিংহাসনে আজ বীর আক্‌বর,
যাহার প্রভায় হীন-প্রভ প্রভাকর।

২৪

"শুনিবেনা মোর কথা জেনেছি নিশ্চয়,
তথাচ কর্ত্তব্য বলা নিজ মনোমত;
রাজ্য নষ্ট কুমন্ত্রণে মন্ত্রী দিলে লয়,
কেমনে তা দিব আমি, এই কার্য্যে রত
হ'লে ভূপ সর্ব্বনাশ" বিনয়ে তখন,
সসম্ভ্রমে বলে মন্ত্রী তুলিয়া বদন।

২৫

"মহারাজ!
যেই ভীম পরাক্রমে নভ আলো করে,
উড়িছে, উড়িষ্যা বঙ্গ আসাম বেহারে,
বিজয় পতাকা; সেই তেজ প্রভাকরে,
সকলি সম্ভবে; কিন্তু ভীম পারাবারে,
ভেলায় ভরসা করি ভাসে কোন জন,
তরিতে দুস্তর সিন্ধু অনন্ত ভীষণ।

২৬

"মন্থিতে সমুদ্র যদি একান্ত মনন,
বাসুকি নাগেরে আন পর্ব্বত মন্দরে;
সুরাসুর রূপে ভূপ-গণে সম্মিলন
হইয়া, প্রবেশ কর্ম্ম-ক্ষেত্রের ভিতরে;
নতুবা উন্মত্ত মাতি এই দুরাশয়ে,
কি জানি হয়বা পাছে ভোগিতে নিরয়ে?

২৭

"ভারত-গগন-কোণে যবন-জলদ,
উঠি, ক্রমে কলেবর বিস্তারি গগনে,
গ্রাসিয়াছে সুখরবি; এ ঘোর নীরদ,
বিলোড়িত কতবার বিপক্ষ-পবনে
হইয়াছে; তাহে মূর্ত্তি ধরি বিভীষণ,
গ্রাসিয়াছে যবে হায় সমস্ত গগন।

২৮

"তখন সে জলধর সহজে কি আর,
যাইবে নিকুঞ্জ ছাড়ি নিবিড় কাননে?
পশে কি কখন কেহ ত্যজি সুধাগার,
সহজে গরলালয়ে? গভীর গর্জ্জনে,
কতবার ফাটাইবে গগন প্রাঙ্গণ,
নিবিবে জ্বলিবে পুনঃ বিদ্যুৎ বদন।

২৯

"যবন-সম্রাট-কেন্দ্র—সৌর গ্রহমত,
ঘুরিছে চৌদিকে ভারতের নৃপদল;
উন্নত-উজ্জ্বল-শির করি অবনত,
হেটমুখে ধরাতলে যেন বিন্ধ্যাচল;
অথবা শশাঙ্ক পাশে নক্ষত্র যেমন,
জ্যোতিহীন বিমলিন বিষাদ-বদন।

৩০

"ঘুরিতে ঘুরিতে সেই গ্রহগণ যদি,
সম্মিলিত হয় ক্রমে আছিল যেমন;—
হইবে কি তাহা আর, শত মুখে নদী,
শোষিবে কি একটানে সাগর-জীবন?
এক স্বার্থে এক পথে ঘুরিছে যখন,
মিলিতেও পারে; হবে প্রলয় তখন।

৩১

"উঠিবে প্রলয় ঝড়, এ ঘোর নীরদে,
খণ্ড খণ্ড করি বেগে উড়াবে তখন;
লুকায়ে যে সুখরবি রয়েছে জলদে,
উঠিবে সময় বুঝে ভাতিয়া গগন,
অপূর্ব্ব উজ্জ্বল বেশে; কিম্বা কোন কালে
উঠিবেনা সেই রূপে ভারত-কপালে।

৩২

"পক্ষপাতে, অবিচারে, ঘোর অত্যাচারে,
ভীম নিপীড়নে যবে যবনভূপতি,—
শাসিছে বিজিত রাজ্য; লুকাবে আঁধারে,
যবনের রাজলক্ষ্মী অতি দ্রুতগতি;
ন্যায়সূত্রে দোলে অসি ঈশ্বরের করে,
পক্ষপাতে ছিঁড়ে পড়ে রাজ্যের উপরে।

৩৩

"প্রজা-তন্ত্রে হিত মন্ত্রে প্রকৃতিবল্লভ,
যদি হয় ভূপ সূক্ষ্মন্যায় পথে রত;
অচল দেশের ধন, অমর-দুর্লভ—
স্বাধীনত্ব বলি কারে?—হয়ে অবনত,
হউক বিজাতি রাজা; পদতলে তাঁর,
ইচ্ছা হয় মন-সুখে করি নমস্কার।

৩৪

জেতা-জিত বিষভাব করিয়া বর্জ্জন,
ন্যায়-দণ্ডে মিত্র-প্রেমে যদি নরপতি ;—
সুশাসনে রাখে দেশ, প্রকৃতি-রঞ্জন,
সে রাজ্যের কখন কি হয় অধোগতি ?
অটল অচল প্রায় সে রাজ্য রাজার,
প্রতিদিন পরে উন্নতির অলঙ্কার।

৩৫

"হায়রে অদৃষ্ট ! হায় যেই আর্য্যজাতি,
উড়ায়েছে ধরাতলে বিজয় নিশান,
বীরকুলে জ্বালি অতি নিরুপম বাতি ;
তারাই আবার করে ভারত শ্মশান,—
ঢালিল কুলেতে কালি, বিধির কি কাজ,
যবনান্ত হয়ে গর্ব্বে কত ক্ষত্রিরাজ।

৩৬

"যেই স্রোতে আর্য্য-ধর্ম্ম-জল বিনির্গম,
হইতেছে, হবে ক্ষয় জাতীয় জীবন ;
কেবল নিগম যাতে নাহিক আগম,
সে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে কতক্ষণ ?
এক স্রোতে যদি নদী বহুদিন বয়,
পূর্ণ কলেবর তার কত কাল রয় ?

৩৭

"দেখিতেছি ক্রমে আর্য্য-মানস-মন্দিরে,
যবনের দেব দেবী পাইতেছে স্থান;
পলাইছে আর্য্য ধর্ম্ম দেখ ধীরে ধীরে,
বেদের বিলয় ক্রমে আদৃত কোরাণ;
ধর্ম্ম, জাতিভেদ দ্বন্দ্ব হবে বিদূরিত,
যবন সংসারে হিন্দু ক্রমে উপনীত।

৩৮

"জানি আমি অধীনতা-যন্ত্রণা-নিলয়,
জানি আমি যবনের ঘোর অত্যাচার;
নয়ন-সলিলে হায় ভাসায়ে হৃদয়,
ডুবিয়াছি শোকার্ণবে কত শত বার।
কিন্তু হায় নিরুপায়; তথাপি মঙ্গল,
বিরাজিত উচ্চ রাজপদে আর্য্য দল।

৩৯

"তাই বলি, মহারাজ, এই মন্ত্রণায়,
কাজ নাই, অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া;
নাহি ফল; হবে হিতে বিপরীত হায়!
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি; দেখুন ভাবিয়া;
দেখিয়া শুনিয়া কেন অনলে জীবন,
স্বইচ্ছায় সমর্পিব পতঙ্গ যেমন।"

৪০

মন্ত্রীর বচন শেষ না হ'তে অমনি,
বদন তুলিয়া কালী সেনানী প্রধান ;
তীব্রদৃষ্টে মন্ত্রীপানে চাহিয়া তখনি,
সজীব জলদনাদে কাঁপাইয়া প্রাণ ;--
বলিতে লাগিল, যেন আগ্নেয় ভূধর,
উগারে অনল-রাশি অতি ভয়ঙ্কর।

৪১

"কি আশ্চর্য্য মন্ত্রিবর ! এই অভিপ্রায়,
হ'ল আজ ভাগ্যদোষে বুঝিনু এখন,
এইরূপ বিসদৃশ হীন মন্ত্রণায়,
বঙ্গ কেন, কত রাজ্য হয়েছে পতন ;
দুনয়নে দেখি জননীর অশ্রুনীর,
তাপিত না হয় কোন পাষণ্ড শরীর ?

৪২

"এই মাত্র ঝঙ্কারিল শ্রবণ বিবরে,
অচিরাৎ যাবে আর্য্য ধর্ম্ম রসাতল,
ডুবিবে আর্য্যের নাম যবন-সাগরে ;
না শুনিনু আর কিছু ;—কিসে সমুজ্জ্বল ?
থাকিবে কুলেরধর্ম্ম, না শুনিনু হায় !
হৃদয়-মণির কোন রক্ষণ উপায়।

৪৩

"বীর হয়ে জড় প্রায় মগন নিদ্রায়,
কে থাকে অদৃষ্ট ভাবি, কে হেন অধম;
অদৃষ্ট না দেখা যায় প্রচণ্ড প্রভায়,
ফিরায় কালের গতি বীরের নিয়ম।
অদৃষ্ট ভাবিলে শুদ্ধ মিলে কি সেধন,
বিনা সে সংহার অসি শর শরাসন।

৪৪

দু'লক্ষ শিক্ষিত সৈন্য কোন মন্ত্রণায়,
কি জন্য রেখেছ, শূন্য করি রাজকোষ?
পাঁচ শত কোটী মুদ্রা, কি বলিব হায়!
সঞ্চিত করিলে কেন, করি অসন্তোষ
প্রকৃতি-পুঞ্জেরে? কেন বিশেষ আহ্বানে,
আনিলে করদ রাজগণে এই স্থানে?

৪৫

"মহারাজ!
সহজে ক্ষত্রিয় মোরা যুদ্ধ ব্যবসায়ী,
সমরের নামে রক্তে বিদ্যুৎ খেলায়;
ভাবিনা জীবন তরে, যদি ধরাশায়ী,
হয় রণে এই দেহ, তবুও গলায়
দুলিবে কীর্ত্তির মালা অমর-অমল;
বীরের জীবন মৃত্যু সমান উজ্জ্বল।

৪৬

"বীরের সমরক্ষেত্র-মহা-তীর্থ-স্থল,
মহাশক্তি আরাধনা করে যাত্রী দলে ;
বিজয় কীর্ত্তির হারে অমর-উজ্জ্বল,
সুশোভিত বীরকণ্ঠ এই তীর্থফলে ;
যে ত্যজে সে ক্ষেত্রে এই জীবন নশ্বর,
সে পায় ধরায় স্বর্গে সমান আদর।

৪৭

"বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব প্রতিজ্ঞা-ভূষণ,
বেঁচেছিল কয় দিন শরশয্যা'পরে ;
সহিয়া অশেষ ক্লেশ, তথাচ কখন,
ত্যজে নাই রণস্থল মুহূর্ত্তের তরে ;
ইতিহাসে সযতনে তাই সমাদরে,
চিত্রিত অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সুবর্ণ অক্ষরে।

৪৮

"বীরের কখন নহে সঙ্কোচ হৃদয় ;
হ্রদে পলাইল যবে মানী দুর্য্যোধন,
কহিলেন অহঙ্কারে ধর্ম্মের তনয়,
জিনিলে জনেক ভ্রাতা জয়ী হবে রণ ;
হৃদয় সঙ্কোচ হ'লে কখন কি হায়!
ভীমের সহিত রণ মাগে কুরুরায় ?

৪৯

"জিনেছ আসাম বঙ্গ উড়িষ্যা বেহার,
সম্রাট এখন লক্ষ্য উপযুক্ত বটে;
সঞ্চারিবে মহাপুণ্য ভারত উদ্ধার,
পার যদি করিবারে; হৃদয়ের পটে,
প্রত্যেক ভারতবাসী চিত্রি ও মূরতি,
ত্রিসন্ধ্যা করিবে পদে অপূর্ব্ব আরতি"।

৫০

নীরবিল সেনাপতি; নিঃশেষ রজনী,
জাগিল এখন বিশ্ব; দেখেছ কেমন;
চিরিয়া ভূতলতল ধীরে দিনমণি,
উঠিছে গগন তটে আলোকি ভুবন;
দেখিতে বঙ্গের নব রূপ সুবিমল,
মেলিল প্রকৃতি, যেন নয়ন উজ্জ্বল।

৫১

সত্য কি হে বঙ্গবাসী চিরপরাধীন!
জ্বলিল তোমার আজি সৌভাগ্যের বাতি!
ঘুরিল অদৃষ্ট চক্র, উদিল সুদিন,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর পোহা'ল কি রাতি?
তাই সবে সমবেত অপূর্ব্ব সভায়,
রাজরাজেশ্বরী রূপে সাজাইতে মায়।

৫২

দেখেছ কেমন রূপ সোণার প্রতিমা,
বিরাজিত দশদিক উজলি কেমন !
যেন মহামায়া রূপ কিরণ মহিমা,
অকাল বোধন মন্ত্রে ভাতিল ভুবন,
চির প্রসন্নতাময় অন্তর অমল,
বিদ্যুৎ বিজলি শিরে কিরীট উজ্জ্বল।

৫৩

বঙ্গের বিমল রূপ বঙ্গের সন্তান,
একবার মুখ তুলে কর দরশন,
অদৃষ্টে ঘটিল যদি ; কিবা দ্যুতিমান,
দেখেছ কেমন অই ; উজ্জ্বল কেমন,
কোটী কহিনূর কান্তি করিয়া আঁধার,
দুলিছে কোমল কণ্ঠে পারিজাত হার।

৫৪

উড়িছে পতাকা অই কিবা মনোহর,
পবন-হিল্লোল-কোলে লহরী খেলায় ;
'স্বাধীন প্রতাপাদিত্য বঙ্গের ঈশ্বর'
সুবর্ণ অক্ষরে লেখা দেখ তার গায় ;
অই দেখ স্বাধীন রাজার নিকেতন !
থরে থরে ফুলহার পরেছে কেমন।

৫৫

চারিদিকে নৃত্য গীত মধুকর যেন,
গাইছে মধুর, নাচে ময়ূর ময়ূরী ;
ধরার আনন্দ রাশি, জ্ঞান হয় হেন,
করিয়াছে যশোহর সমুদয় চুরি,
মূর্ত্তিমান সুখ যেন লয়েছে আশ্রয়,
যশোরের প্রতি ঘরে মধুরতাময়।

৫৬

নগর উৎসবে মত্ত, আনন্দের স্রোত,
প্রবেশে তখনি রাজ-অন্দর-মহলে ;
নগরবাসিনী কুলকামিনীরা দ্রুত
সুসাজে সজ্জিতা হয়ে আসে দলে দলে ;
পূজিতে যশো'রেশ্বরী রাণীর মনন ;
কল্পনে ! দেবীর মঠে চলহ এখন।

আনন্দেতে নারী, বসি সারি সারি,
বাঁধিতে লাগিল চুল।
বেণী বিনাইয়া কবরী বান্ধিল,
শোভায় কি দিব তুল।
ধরিয়া সম্মুখী, সিন্দূর পরিল,
ভ্রূযুগ সন্ধির স্থলে।
ঊষার কপালে, যেন নব ভানু,
প্রমোদিত কুতূহলে।

পরিল ভূষণ, কিবা শোভা তার,
কেমন দুলিছে দুল।
কামিনীপাদপে, যেন বিকশিত,
বিবিধ রঙ্গের ফুল।
কি শোভা ভূষণে, যদি অলঙ্কার,
কমল কামিনী রঙ্গে।
এসুখ-বঙ্গেতে, যতন করিয়া,
না পরে আপন অঙ্গে।
শাটী-বারাণসী, চিত্র করা ফুলে,
আনন্দে যখন পরে।
চারু চন্দ্রহার, দিল ঢলাইয়া,
কটিতটে থরে থরে।
সূচিকণ বাস, ছিদ্রপথ দিয়া,
লাবণ্য ক্ষরিছে রঙ্গে।
ভূষণ বিজলি, খেলে কুতূহলে,
মিশিয়া লাবণ্য সঙ্গে।
ওষ্ঠাধর রাঙ্গা, করিয়া তাম্বূলে,
ছুটিল নারীর কুল।
আনন্দিত-মনে, প্রমোদ কাননে,
তুলিতে মধুর ফুল।
ধায় কুলবধূ, কত কচি বালা,
চামেলি বাঁধিয়া চুলে।

সুমধুর হাসে, দেখায় কেমন,
যৌবন মুকুল খুলে।
অতি নিরমল, বদন কমল,
সরল চাহনি তায়।
কনকনূপুর, মধুকর যেন,
মধুর বাজিছে পায়।
মধুর পবনে, বহিছে মধুর,
কামিনী কুসুম বায়।
দিগদিগন্তরে, সৌরভ ছুটিল,
গৌরব মাখিয়া গায়।
ফিরে কি নয়ন, যেই দিকে চাই,
নিরখি কামিনীফুল।
অনিমেষ নেত্রে, দেখি সেই শোভা,
মনের হ'ল কি ভুল ?
নানাফুলে ডালা, সাজাইয়া সবে,
মস্তক উপরে নিয়া।
করে হুলুধ্বনি, যতেক রমণী,
আনন্দে নাচিল হিয়া।
গভীর নিনাদে, বাজাইল শঙ্খ,
বিধূতা অনন্তা রবে।
হাসির তরঙ্গ, ছুটিতে লাগিল,
কি আনন্দ আজি ভবে।

আগে রাজরাণী, পিছে সব ধনী,
নগরবাসিনী নারী।
পূজিতে শঙ্করী, মন্দিরের মুখে,
যায় কিবা সারি সারি।
কালীর সম্মুখে, হয়ে উপনীত,
যতেক কুলের বালা।
প্রদক্ষিণ হয়ে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
নামা'ল মাথার ডালা।
কালীর চরণ- সরোজে প্রণমি,
পড়িয়া ধরণীতলে।
"করহ করুণা, কনক-ললনে"—
কাতরে সকলে বলে।
"দাসত্ব-শৃঙ্খলে, আবদ্ধ সকলে,
স্বাধীনতা পর হাতে।
"দারিদ্র্য পাষাণ গুরুতর অতি,
চাপান রয়েছে মাথে।
"ম্লেচ্ছ দুরাচার যবন আচার,
দিতেছে দারুণ দুখ।
"কত আর স'ব সহনীয় নয়,
বিষাদে বিদরে বুক।
"সতীত্ব রতন, নারীর সম্পদ,
যবনে লুটিছে তাহা।

"নাহিক বিচার, কত বালিকায়,
নিধন করিল আহা।
"কৌতুক কারণ, মোদের মরণ,
বিলাসি-যবন-রীতি।
"নাহিক উপায় বিজিত ভারত,
ভজিছে যবনে নিতি।
"হয়ে জ্বালাতন, পতিপুত্রগণ,
কুলের কামিনী যত।
"যবনের রাজ্যে যবন দৌরাত্ম্যে
সকলে সমরে রত।
"স্বাধীনতাধন অপূর্ব্ব রতন,
লভিতে জীবন পণে।
"প্রতিজ্ঞা রাজার, পশিবে সমরে,
দিল্লীর সম্রাটসনে।
"সমর তরঙ্গে করে লয়ে অসি
ভাসিছে সকলে তারা।
"আমরা অবলা, কর'না মা কালি,
যেন পতিপুত্র হারা।
"এক বাক্যে তারা, বলিছে জননি—
"জীবনে কি ফল আর।
"জাতি ধর্ম্ম মান, গেল যদি সব,
দেখি খুলে তরবার।

"অলসে বিলাসে, পূর্ব্ববীরগণ
হারায়েছে যেই ধনে।
"উদ্ধারিব তাহা, বিজয় নিশান,
উড়ায়ে বিষম রণে।
"ভারত গৌরব সে সুখ সৌরভ,
সেই চারু পরিমল।
ভুঞ্জিব আবার এজীবন পণে
প্রকাশিয়া ভুজবল।
"উঠাইব ইন্দু মন্থিয়া সে সিন্ধু
উঠে যদি হলাহল।
"ব্যাদিয়া বদন, এ তিন ভুবন,
করিব উদরতল।
"আমাদের ধন, হৃদয় ভূষণে,
কোথার যবন এসে।
"লইল কাড়িয়া, হইল ভূপতি।
এমন সোণার দেশে।
"ডুবি কাল জলে, আজ বাহুবলে
ভয়ঙ্করবেগে অতি।
"দেখুক সকলে প্রতিজ্ঞার বলে,
ফিরায় কালের গতি।
"হৃদয়ের তাপ, ধরেনা যে আর
জয় জয় জয় রবে।

"অসির পিপাসা শোণিতের আশা
নিবারিব আজ ভবে,—
"কি বালক বৃদ্ধ কিশোর যুবক,
একান্ত আনন্দ মনে,
"করিতে সমর নাচিতেছে সবে,
দুর্দ্দান্ত যবন সনে।
"দেহ পদাশ্রয়, কৈলাস কামিনী,
কাতরে ডাকিছে দাসী।
"আমরা অবলা, করহ নির্ভয়,
নিষ্ঠুর যবনে নাশি।
"প্রদানি উৎসাহ, নিবার প্রদাহ,
সুস্থির হইব তবে।
"নির্ভয় হৃদয়ে, তব নাম বলে,
নাচিয়া বেড়াব ভবে।
"করে লয়ে অসি, সমর রঙ্গিণি,
দোলায়ে মুণ্ডের মালা।
"সমর তরঙ্গে, ঢলিয়া ঢলিয়া,
নাচিয়া নাচিয়া বালা।
"গভীর গর্জ্জনে, যেরূপে শঙ্করি,
দলিলে দনুজ দল।
"করহ অভয়, সেরূপ সমরে,
নাশিবে যবন বল।

"সুরাসুর রণে, সেনাপতি পদে,
স্বস্ব শক্তি অস্ত্র দিয়া।
"যতেক দেবতা, বরিল তোমায়,
সাহসে পূরিল হিয়া।
"সেই শক্তি অস্ত্র, দাও মা রাজায়,
যাহাতে যবন ক্ষয়।
"বিষম সমরে, সেনাপতি রূপে,
অথবা হও উদয়।
"রৌদ্র মূর্ত্তি ধরি, অট্ট হাস হাসি,
গভীর গর্জ্জনে বালা।
"ছেদিয়া অসিতে, যবন দনুজে,
ঘুচাও হৃদয় জ্বালা।
"ভারত কামিনী, তোমার নন্দিনী,
তব চরণের দাসী।
"দেখিছ কেমনে, জগত জননী,
তা'দের যন্ত্রণা-রাশি।
ধর্ম্ম কাড়ি লয়, বিধর্ম্মী যবন,
না বুঝে ধর্ম্মের মর্ম্ম।
"আর্য্য দেবালয়, করে চূরমার,
এই কি রাজার কর্ম্ম।
"আর্য্যের সন্তানে, করিছে যবন,
বলেতে করিয়া জোর।

"বল মা তারিণি, এ দুঃখ রজনী,
কখন হইবে ভোর।
"দুর্গতি-নাশিনি শ্রীদুর্গা রূপিণি,
মহিষমর্দ্দিনি সতি!
"শক্তি-প্রদায়িনি, বিঘ্ন-বিনাশিনি,
অনন্ত তব মূরতি।
"রূপের বিকার, দশ মহাবিদ্যা,
করুণা করহ দান।
"দাও মা অভয়, করহ অভয়া—
শীতল তাপিত প্রাণ।
"তুমি আদ্যাশক্তি, অবনী অম্বর,
রসাতল করতলে।
"অনন্ত-রূপিণি, অসুর-নাশিনি,
ভাসিছ লীলার জলে।
"কালীদহ জলে, হইলে মোহিনী
উগার গ্রাসিয়া করী।
"মশানে সুন্দরে, করুণা অন্তরে,
রক্ষিলে যতন করি।
"কোলেতে রাবণে, করি হৈমবতি,
ভীষণ সমর মাঝে।
"চমকিলে বিশ্ব, ভয়ঙ্কর দৃশ্য,
আতঙ্কি রাঘব রাজে।

"তোমার করুণা, নহেক তুলনা,
লীলার নাহিক সীমা।
"শ্মশানে মশানে সমর প্রাঙ্গণে,
রক্ষহ রাজায় ভীমা।
"যদি না করুণা, কর দয়াময়ি,
অনল জ্বালিয়া সবে।
"মরিব পুড়িয়া, তোমার সম্মুখে,
ওনামে কলঙ্ক রবে।"—
কর যোড় করে, এক মনে স্তব,
করি যত সুরূপসী।
বরিলা কালিকা, যত বীরাঙ্গনা
করে দিয়া খর অসি।
জয় জয় ধ্বনি, করে যত ধনী,
অমনি বাজিল ডঙ্কা।
কল্পনে! চলহ, দিল্লীতে এখন,
আর কারে কর শঙ্কা।

গীত।

বাজরে কালের ভেরী—আজ্ জয় কালি বলে,
ভাসুক সোণার বঙ্গ অনন্ত আনন্দ-জলে।

সবে বল জয় কালি,
ঘুচায়ে মনের কালি,
মোক্ষ-পদ পাবে কালি সুখে রবে ভূমণ্ডলে।
জননী জন্মদুখিনী,
অনাথিনী ভিখারিণী,
কাঁদে মা দিন যামিনী পুড়িয়া যন্ত্রণানলে।
সবে সুসন্তান মা'র
শোধ জননীর ধার,
নিবার রে নেত্রাসার পূজি পদ শতদলে।

ইতি সপ্তম সর্গ।